পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1633, Saturday, June 14, 2025 FREE www.parichoy.com

'আমরা সব জানতাম', ইরানে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে মুখ খুললেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায়

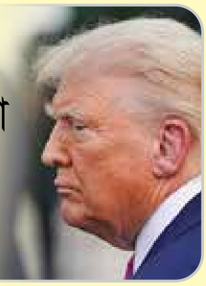

আরো আছে...

■ ড. ইউনূসকে যুক্ত রাখতে চায় বিএনপি - ৫ম পাতায়

■ ভারতে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত: অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন এক যাত্রী, ফ্লাইট মিস করে বাঁচলেন আরেকজন - ৫ম পাতায়

■ সাকিবই বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা বললেন তামিম ইকবাল - ৫ম পাতায়

■ আগামী ২৫ বছর গরমকালে পবিত্র হজ পড়বে না, পঞ্জিকা প্রকাশ - ৫ম পাতায়

■ লস অ্যাঞ্জেলেসে সিনেটর অ্যালেক্স পাদিল্লাকে গ্রেপ্তার, নতুন করে উত্তেজনা - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ অনড় অবস্থানে ট্রাম্প প্রশাসন, দমনপীড়নেও ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্পকে নিয়ে করা কিছু পোস্টের জন্য মাস্কের দুঃখপ্রকাশ - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর হামলা হলে ইরানের পরিণতি শোচনীয় হবে হুঁশিয়ারি মার্কিন কর্মকর্তার- ৭ম পাতায়

■ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়নি, কিছু সময়ের জন্য কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে, লন্ডনে ড. ইউনূস - ৮ম পাতায়

■ চারটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চরিত্র বদলে দেয় - সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়ার পোস্ট - ৮ম পাতায়

কী হতে পারে ইরানে ইসরায়েলি হামলার পরিণাম

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

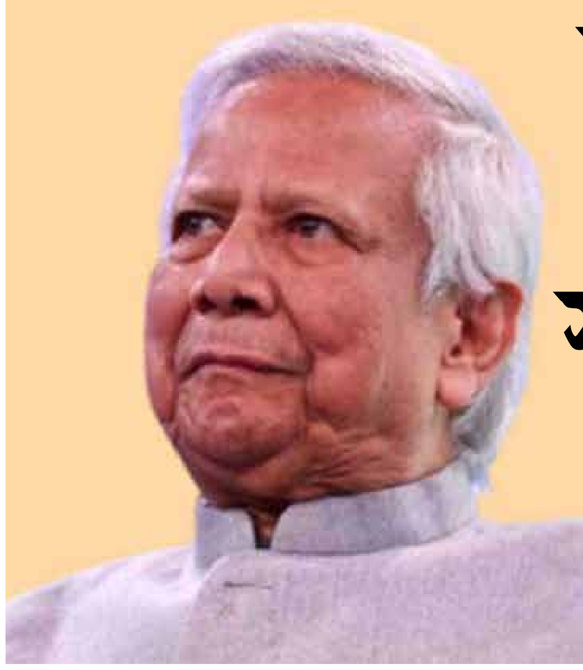

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হলো না কেন?

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

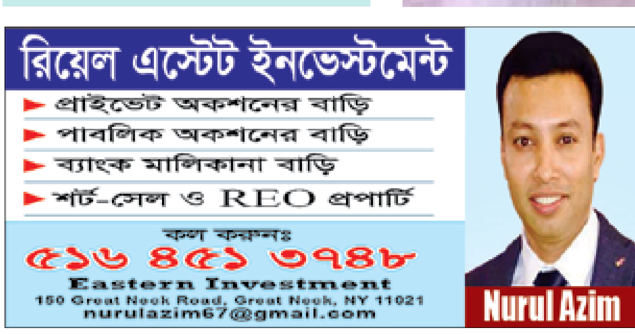

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

— সম্পাদক

কে কি বললেন

● আমি তাদের শক্ত ভাষায় বলেছি যে এটি (চুক্তি) করো, কিন্তু তারা করেনি। ইতোমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনো সময় আছে। কারণ এর পরের হামলাগুলো আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। ইরানকে 'একের পর এক সুযোগ' দিয়েছি। - প্রেসিডেন্টডোনাল্ড ট্রাম্প

● সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ড. ইউনূস জাতিকে দিকনির্দেশনা দেবেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠককে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● প্রধান উপদেষ্টা অনেক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈঠকটি ফলপ্রসূ হয়েছে। বৈঠকের প্রধান ইস্যু ছিল নির্বাচন। সেক্ষেত্রে নির্বাচন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আয়োজন করার ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা একমত হয়েছেন। আজকের বৈঠকটি আল্লাহর রহমতে সফল হয়েছে। - লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে তারেক রহমানের বৈঠকের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● ড. ইউনূস-তারেক বৈঠক ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য কফিনে শেষ পেরেক - প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

● বিদেশে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বৈঠক গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসির উদ্দীন পাটোয়ারী

● 'ইউনূস সাহেব যখন বাংলাদেশের সমস্ত পথ হারাইয়া ফেলছেন। উনি পথ পাওয়ার জন্য আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেবর কাছে ১২ ঘণ্টা প্লেন চালাইয়া লন্ডন পর্যন্ত গেছেন। বলছেন আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দেন।'- বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান

●'বিদেশে সম্পদ পাচারে অভিযুক্ত ধনকুবেরদের সঙ্গে 'সমঝোতার' কথা ভাবছে বাংলাদেশ'- ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে অন্তবর্তী সরকারের সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর

● চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে অন্তর্বতী সরকার স্বৈরতন্ত্রের ভাষায় কথা বলছে - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, লেখক ও গবেষক আনু মুহাম্মদ

দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ, গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ

কী হতে পারে ইরানে ইসরায়েলি হামলার পরিণাম

পরিচয় ডেস্ক : গোয়েন্দাদের মূল্যায়নে যখন সতর্ক করা হয়, ইরান কয়েক সপ্তাহের মধ্যে না হলেও কয়েক মাসের মধ্যে পারামাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করতে পারবে, ঠিক তখনই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ইসরায়েল ব্যাপক মাত্রার বিমান হামলা চালায়। ইসরায়েলের বিমান হামলায় আক্রান্ত হয় নাতাঞ্জে; ইরানের প্রধান পারমাণবিক সমৃদ্ধিকরণ কেন্দ্র। ইসরায়েলের হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ইরানের বিপ্লবী গার্ডের প্রধান হোসেইন সালামি, সামরিক বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাগেরি এবং দু'জন খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় 'ব্যাপক শাস্তি'র অঙ্গীকার করেছেন। পারস্য উপসাগর ঘিরে ইসরায়েলের পরমাণু কেন্দ্র ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোকে ইরান নিশানা করতে পারে। ইসরায়েল দাবি করেছে, তাদের হামলার কয়েক ঘণ্টার পরই ইরান ১০০ ড্রোন হামলা করেছে। ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য আবারও এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্মুখীন, যার প্রভাব আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পড়তে বাধ্য।

পারমাণবিক আলোচনায় অচলাবস্থা

পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার কয়েক দফা অনিষ্পন্ন পারমাণবিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলি হামলা দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে মধ্য এপ্রিলে এই আলোচনার শুরু হয়েছিল এবং কয়েক মাসের মধ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছার প্রত্যাশা ছিল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সেই আলোচনার বিরোধিতা করে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে সামরিক অভিযানকেই প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণের কথা বলেন। কয়েক সপ্তাহের পারামাণবিক আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির কারণে। তিনি দাবি করেন ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধে রাজি হতে হবে। এতে দেশটিকে ৬০ শতাংশ বিশুদ্ধ মাত্রায় ৪০০ কেজি ইউরেনিয়ামের মজুত ধ্বংস বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

ভারতে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন এক যাত্রী, ফ্লাইট মিস করে বাঁচলেন আরেকজন

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের গুজরাটের আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় এক যুবক অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ওই উড়োজাহাজের ২৪২ আরোহীর সবাই প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু।

আহমেদাবাদ পুলিশের কমিশনার জিএস মালিক বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানান, পুলিশ বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

আগামী ২৫ বছর গরমকালে পবিত্র হজ পড়বে না, পঞ্জিকা প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ২৫ বছরের পবিত্র হজের পঞ্জিকা প্রকাশ করেছে সৌদি আরব। সামনের বছর থেকে পবিত্র হজ ধীরে ধীরে বসন্ত, শীত ও শরতের মতো তুলনামূলক ঠান্ডা মৌসুমে চলে আসবে। এতে করে সহনীয় আবহাওয়ায় পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন হাজিরা। ২০৫০ সাল পর্যন্ত গ্রীষ্মের তাপে পবিত্র হজ করতে হবে না তাদের।

দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিটিওরলজির মুখপাত্র হুসেইন আল কাহতানি বলেন, এ বছরই শেষ হচ্ছে গ্রীষ্মের পবিত্র হজ। খবর গালফ নিউজের

কাহতানি জানান, আগামী আট বছরের পবিত্র হজ পড়বে বসন্ত মৌসুমে, পরের আট বছর শীতকালে, এর পরের আট বছর শরতে। ২৫ বছর পর আবারও গ্রীষ্মকালে পড়বে পবিত্র হজ।

চন্দ্রবর্ষের হিসেবে এই পঞ্জিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন মৌসুমে হজ করতে পারবেন হাজিরা, বলেন মুখপাত্র।

হিজরি পঞ্জিকা এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মাঝে ১১দিনের তফাৎ রয়েছে। এ কারণে প্রতি বছর কিছু দিন এগিয়ে আসে পবিত্র হজের সময়সীমা।

পঞ্জিকা অনুযায়ী আগামী ২৫ বছরের হজের সময়-

২০২৬-২০৩৩: বসন্তকাল (মে-মার্চ)

২০৩৪-২০৪১: বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনূসকে দেশের কাজে যুক্ত রাখতে চায় বিএনপি

পরিচয় ডেস্ক : অন্তর্বতীকালীন সরকারের পরও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ আছে। বিএনপিকে জনগণ যদি ভোট দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনে, তাহলে অবশ্যই দেশের জন্য ড. ইউনূসকে কাজে লাগানো হবে। দেশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হবে। এ রকম আরও যারা আছেন তাদের মতামত নিয়ে কাজ করতে চান তারেক রহমান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র-বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ১৩ জুন শুক্রবার এ কথা বলেন। লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তারেক রহমানের মধ্যে আলোচনার প্রথম পর্বে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে দলের প্রতিনিধি হিসেবে হুমায়ুন কবিরও ছিলেন।

তারেক রহমানের পররাষ্ট্র-বিষয়ক উপদেষ্টা আরও বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

কীভাবে বিধ্বস্ত প্লেন থেকে বেরোলেন, জানালেন বেঁচে যাওয়া একমাত্র যাত্রী

পরিচয় ডেস্ক : গুজরাটের আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ২৪১ জন আরোহীর মৃত্যু হলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন বিশ্বাস কুমার রমেশ নামে এক যাত্রী। লন্ডনগামী বোয়িং ৭৮৭ উড়োজাহাজের '১১এ' নম্বর আসনের যাত্রী ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এ ব্রিটিশ নাগরিক। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রমেশ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ডিডি নিউজকে তার বেঁচে ফেরার বর্ণনা দেন।

তিনি বলেন, 'আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কীভাবে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

সাকিবই বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা বললেন তামিম ইকবাল

পরিচয় ডেস্ক : ব্যাটে-বলে অনন্য এক ক্যারিয়ার গড়েছেন সাকিব আল হাসান। তার পারফরম্যান্স কেবল ক্রিকেটেই নয়ড় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসেও এক বিরল উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে তাকে। অনেকের চোখে এ নিয়ে দ্বিধা থাকলেও তামিম ইকবাল সেটা মানতে নারাজ। সাবেক অধিনায়ক স্পষ্টভাবে বলেছেন-বাংলাদেশের ইতিহাসে যদি একজন বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

লস অ্যাঞ্জেলেসে সিনেটর অ্যালেক্স পাদিল্লাকে গ্রেপ্তার, নতুন করে উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসন ও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে চলমান অভিবাসন অভিযান সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলন করেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম। সেখানে প্রশ্ন করতে চাইলে ডেমোক্রেটিক সিনেটর অ্যালেক্স পাদিল্লাকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এক পর্যায়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পাদিল্লা বলেন, ‘আমি সিনেটর অ্যালেক্স পাদিল্লা। আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রয়েছে।’ রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতা বলছেন, পাদিল্লা নিরাপত্তার নিয়ম মানেননি। তবে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেক রিপাবলিকান সিনেটরও। আলাস্কার রিপাবলিকান

সিনেটর লিসা মুরকোউস্কিত বলেছেন, ‘পাদিল্লার সঙ্গে যা হয়েছে, তা ভুল ও অগ্রহণযোগ্য।’

অন্যদিকে, লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসন অভিযান ও বিক্ষোভ ঘিরে অস্থিরতায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছেন আদালত। প্রাথমিক আদেশে লস অ্যাঞ্জেলেসের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সেনা মোতায়েনকে অবৈধ ঘোষণা করলেও পরে উচ্চ আদালত সেই আদেশ স্থগিত করেন ও সেনাবাহিনীকে অবস্থানের অনুমতি দেন।

ট্রাম্প বলেছেন, যদি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা না হতো, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতো। অন্যদিকে সমালোচকরা বলছেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করার চেষ্টায় এটি ট্রাম্পের অপ্রয়োজনীয় ও কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ।

অনড় অবস্থানে ট্রাম্প প্রশাসন, দমন পীড়নেও ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপক অভিযান, দমনপীড়নের মুখেও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নতুন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বেশি বেশি ন্যাশনাল গার্ড সেনা ও মেরিন মোতায়েনে বাধ্য হচ্ছেন।

গত ১২ জুন বৃহস্পতিবার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে কিছু স্থানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংঘর্ষ ঘটেছে। এর জেরে অনেক বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তার হন। কাঁদানে গ্যাস ও রাসায়নিক ব্যবহার করে বিক্ষুব্ধ জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, তারা কঠোর অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবেন না। তারা অভিযান ও দেশ থেকে অভিবাসীদের বিতাড়ন অব্যাহত রাখবেন। এ অবস্থায় আগামীকাল ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের পরিকল্পিত সামরিক কুচকাওয়াজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আরও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

লস অ্যাঞ্জেলেসে কারফিউ, আরও রাজ্যে ছড়াচ্ছে বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের ধরপাকড়ের প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভের পঞ্চম দিনে গত মঙ্গলবার ১০ জুন পুলিশ গণগ্রেপ্তার চালিয়েছে। সেই সঙ্গে শহরের কেন্দ্রে একটি এলাকায় নৈশকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভাঙচুর এড়াতে শহরের মেয়র কারেন ব্যাস এ সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুলসংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। হেলিকপ্টারে টহল দিচ্ছে পুলিশ। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

কাশ্মীর নিয়ে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করতেও পারেন জানালো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর

পরিচয় ডেস্ক : গত মঙ্গলবার (১০ জুন) এক প্রেস ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস এ মন্তব্য করেন। কাশ্মীর সংকট সমাধানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো পদক্ষেপ নিলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। গত মঙ্গলবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) প্রতিটি পদক্ষেপ এমনভাবে নেন, যেন তা দেশগুলোর মধ্যে কয়েক প্রজন্ম ধরে চলে আসা বিরোধ মেটাতে বা যুদ্ধের ইতি টানতে সহায়ক হয়। সুতরাং এমন একটি বিষয়ে (কাশ্মীর) তিনি যদি হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহ দেখান, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।’

‘তিনি (ট্রাম্প) শুধু আগ্রহীই নন; বরং এমন কিছু ব্যক্তিকে আলোচনার টেবিলে এনেছেন, যাঁদের একসঙ্গে বসার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। এটা তিনিই একমাত্র পেরেছেন। তাই আমি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলতে পারছি না। তবে দুনিয়া তাঁর স্বভাব সম্পর্কে জানে। এ (কাশ্মীর) বিষয়ে তিনি কী করছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারছি না। তবে আপনি চাইলে হোয়াইট হাউসে ফোন করে জানতে পারেন। আমার ধারণা, সেখানে এ নিয়ে বলার মতো অনেক কিছু আছে।’

বর্তমান সময়কে আশাব্যঞ্জক উল্লেখ করে ব্রুস বলেন, ‘যদি আমরা ওই সংঘাতের (কাশ্মীর) ক্ষেত্রে একটি সমাধানের দিকে যেতে পারি, তাহলে সৃষ্টিকর্তার পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী (মার্কো) রুবিও, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকেও (জেডি ভ্যান্স) ধন্যবাদ দিতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতিদিনই কিছু নতুন ঘটনা ঘটছে। আশা করি, এ বিষয়ও প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সমাধান হয়ে যেতে পারে।’

দ্য ডনএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র সামরিক উত্তেজনার পর ট্রাম্প যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেন। শান্তি স্থাপনে দুই *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে নিয়ে করা কিছু পোস্টের জন্য মাস্কের দুঃখপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে করা কিছু পোস্টের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। সেসব পোস্টে ‘বাড়াবাড়ি’ হয়েছিল বলে দুঃখ প্রকাশ করছেন তিনি।

বুধবার মাস্ক নিজের সামাজিক মাধ্যম এক্স এ এক পোস্টে লিখেছেন, গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে আমার করা কিছু পোস্টের জন্য আমি দুঃখিত। সেগুলো বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

তবে নির্দিষ্টভাবে কোন পোস্টগুলো নিয়ে তিনি দুঃখপ্রকাশ করছেন তা বলেননি তিনি। মাস্কের এ পোস্টের পর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে টেসলার শেয়ার ২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে পরস্পরকে লক্ষ্য করে পাল্টাপাল্টি অপমানজনক মন্তব্য করা পর শনিবার ট্রাম্প বলেছেন, মাস্কের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। এর আগে টেসলা ও স্পেসএক্স কোম্পানির *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘আমরা সব জানতাম’, ইরানে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে মুখ খুললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইরানে শুক্রবার (১৩ জুন) ইসরায়েলের করা হামলা নিয়ে মুখ খুলেছেন তেল আবিবের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, হামলার বিষয়টি আগেই জানতেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সব জানতাম। আমি ইরানকে অপমান ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি খুব চেষ্টা করেছি। কারণ, আমি চাইতাম, একটা চুক্তি হোক।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, এখনো চুক্তি করার সুযোগ আছে। তিনি বলেন, ‘এখনো দেরি হয়নি।’

ট্রাম্প বলেন, তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হামলা পিছিয়ে দিতে বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি (ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সংকট) সমাধান হোক। যদিও আলোচনায় ব্যর্থ হলে ইরানকে হামলার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। ইসরায়েলের হামলাকে ট্রাম্প ‘চমৎকার’ ও ‘অত্যন্ত সফল’ বলেও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হামলা তাঁর কৌশলের অংশ। একদিকে তিনি প্রকাশ্যে সোজাসাপটা কথা বলেন, অন্যদিকে আড়ালে দর-কষাকষি চালিয়ে যান। তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি থামাতে ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন ট্রাম্প। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু মিত্রদেশ সংযম দেখাতে বলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে থাকবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করেন। তবে এ হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলেননি।

‘আমরা ইসরায়েলের খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র,’ বলেন ট্রাম্প। আরও বলেন, ‘দেখা যাক, কী হয়।’

দিকে গতকাল দুই মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, ইসরায়েল অভিমুখে ধেয়ে আসা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে তেল আবিবকে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানে ইসরায়েলের এ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ঠেকাতে এ অভিযান শুরু করা হয়েছে। ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনকে বড় হুমকি হিসেবে দেখছেন তাঁরা। যত দিন পর্যন্ত এ হুমকি থ াকবে, তত দিন অভিযান চলবে।

ইরানে হামলা শুরু হয় বৃহস্পতিবার (১২ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরানের বেশ কয়েকটি আবাসিক এলাকাসহ শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। তেহরান থেকে ২২৫ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানে ইসরায়েলের হামলায় ট্রাম্পের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা থমাস কান্ট্রিম্যান মনে করেন, ইরানের ওপর ইসরায়েলের সামরিক হামলার ফলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হবে সাধারণ মানুষ। তিনি বলেন, ইসরায়েলের এই ‘অবিবেচক’ পদক্ষেপের মূল ক্ষতির শিকার হবেন সাধারণ জনগণ। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কান্ট্রিম্যান এসব বলেন।

তিনি বলেন, গত ২৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানে হামলা থেকে বিরত থাকতে বলে আসছে।

কান্ট্রিম্যান বলেন, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানকে চুক্তির আহ্বান ট্রাম্পের, নইলে আরও ‘ভয়াবহ হামলার’ হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলের হামলায় বিপর্যস্ত ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চুক্তিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যথায় তাদের ওপর আরও ‘ভয়াবহ হামলা’র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (১৩ জুন) নিজের প্লাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, আমি তাদের শক্ত ভাষায় বলেছি যে এটি (চুক্তি) করো, কিন্তু তারা করেনি। ইতোমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনো সময় আছে। কারণ এর পরের হামলাগুলো আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। ইরানকে ‘একের পর এক সুযোগ’ দিয়েছেন বলেও ট্রাম্প পোস্টে উল্লেখ করেন।

আগামী রোববার (১৫ জুন) ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিষয়ক ষষ্ঠ দফা আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই আলোচনার আগেই শুক্রবার ভোরে দেশটিতে হামলা করে বসে ইসরায়েল।

ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে দেখে ইরানকে। এজন্য তাদের পরমাণু স্থাপনা সবসময়ই নজরে রেখেছে তেলআবিব।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা কয়েক মাস ধরে সতর্ক করে আসছিলেন যে, এ বছরের যে কোনো সময়ে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাতে পারে ইসরায়েল। কারণ পারমাণবিক বোমা বানানোর এসব প্রকল্প নিয়ে চিন্তিত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক সংলাপ অর্থহীন জানালো ইরান

পরিচয় ডেস্ক : ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই অভিযোগ করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ইসরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছে। ওয়াশিংটনের সম্মতি না থাকলে এই হামলা কখনোই হতো না। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তেহরান ও *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর হামলা হলে ইরানের পরিণতি শোচনীয় হবে হুঁশিয়ারি মার্কিন কর্মকর্তার

পরিচয় ডেস্ক : ইরানকে হুঁশিয়ার করে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংস্থাবিষয়ক ব্যুরোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ম্যাকয় পিট বলেছেন, তেহরান যদি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, ঘাঁটি কিংবা অবকাঠামোর ওপর হামলা চালায়, তবে তাদের পরিণতি শোচনীয় হবে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো মনে করে, ইরানের একটি চুক্তি করা উচিত। তারা একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজবে। আলোচনায় বসাটা এ মুহূর্তে ইরানের নেতৃত্বের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ম্যাকয় পিট এ কথা বলেছেন। নিরাপত্তা পরিষদে পিট বলেন, ‘হামলার আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছিল। তবে এসব হামলায়

যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে সম্পৃক্ত ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিক, কর্মী ও সেনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের জায়গা।’

ইরানে হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে জানিয়েছিল ইসরায়েল। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছিল যে, আত্মরক্ষার্থে এ হামলা অপরিহার্য।

এদিকে ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চুক্তিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে তিনি ইরানকে “একের পর এক সুযোগচ দিয়েছেন। রোববার ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়নি, কিছু সময়ের জন্য কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে, লন্ডনে ড. ইউনূস

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং রাজনীতির নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের, জন্য আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১১ জুন) লন্ডনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে আলাপচারিতায় এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।

চ্যাথাম হাউসের পরিচালক ব্রনওয়ে ম্যাডক্সের সঞ্চালনায় আলাপচারিতায় অন্তর্বর্তী সরকারের তিন দায়িত্বড়সংস্কার, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা।

সেখানে সঞ্চালক তাকে প্রশ্ন করেন, যে জুলাই সনদ হচ্ছে, সমালোচকেরা বলবেন, অনেক রাজনৈতিক দলকে এর বাইরে রাখা হচ্ছে, যারা এর সঙ্গে একমত নয়, যেমন আওয়ামী লীগ; তাদের জন্য কোনো জায়গা রাখছেন না। সুতরাং, মানুষকে কোনো বিকল্প দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলছে, এটা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এটা ঐকমত্য সম্পর্কে অনেক কথায় সুন্দরভাবে মোড়ানো বাংলাদেশের জন্য একটি কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ।

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এ নিয়েও বিতর্ক আছে। বিতর্ক হলো আওয়ামী লীগ কি রাজনৈতিক দল? যদি তারা রাস্তায় এভাবে তরুণদের হত্যা করতে পারে, এভাবে মানুষকে গুম করতে পারে, এভাবে টাকা চুরি করতে পারে, আমরা কি তখনো এটিকে রাজনৈতিক দল বলব? সুতরাং এটি একটি বিতর্ক। এটি কোনো সিদ্ধান্ত নয়।

তিনি বলেন, আমরা ভেবেছিলাম, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার প্রস্থানের পর এটি শেষ হবে। এখন এটি একটি নতুন দেশ, যেখানে তারা নেই। কিন্তু যারা পালিয়ে গেছে, তাদের জন্য এটা শেষ হয়নি। অনুপস্থিত থেকেও অন্য দেশ থেকে একইভাবে কাজ চালিয়ে গেছে, মানুষকে উসকানি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য ও বাস্তবতা

পরিচয় ডেস্ক : চ্যাথাম হাউজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাস্তব পরিস্থিতি কি আদৌ সন্তোষজনক? গত দশ মাসের বিভিন্ন ঘটনা, তথ্য, পরিসংখ্যান কী বলে? শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট, অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের দুদিন পর। তারপর থেকে বাংলাদেশে খুন ও খুনের চেষ্টার মামলায় আসামি করা হয়েছে ২৬৬ জন সাংবাদিককে। তাদের মধ্যে ১৩ জন আছেন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আগে মেম্বার ইলেকশনে জিতে দেখাও - হাসনাতকে নাসিরুদ্দীনের স্যাটায়ার

পরিচয় ডেস্ক : আগামী বছরের পবিত্র রমজানের আগেও নির্বাচনের আয়োজন করা হতে পারে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রস্তাবের পর এমনটা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (১৩ জুন) লন্ডনে ড. ইউনূস ও তারেক রহমানের মধ্যে বহুল আলোচিত বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে ড. ইউনূস-তারেক রহমানের বৈঠক নিয়ে হতাশার কথা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

শুক্রবার (১৩ জুন) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে এক পোস্টে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বৈঠককে ইতিবাচকভাবে দেখেন বলে জানান। তিনি লেখেন, জাতীয় ঐক্যমত্যের প্রশ্নে, দেশের স্বার্থে সরকারের সাথে সকল রাজনৈতিক দলের এমন সুসম্পর্কই কাম্য। কিন্তু হতাশার বিষয় বৈঠকে নির্বাচনের মাস ও তারিখ যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বিচার ও সংস্কার সেভাবে প্রাধান্য পায়নি।'

এদিকে হাসনাতের ওই *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

চারটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চরিত্র বদলে দেয়
- সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়ার পোস্ট

পরিচয় ডেস্ক : সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগ আমলে নিরাপত্তা উপদেষ্টার মাধ্যমে চারটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীগুলো সরাসরি সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র বদলে দেয়। তিনি বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সংস্কৃতির একটানা পরিবর্তন হয়েছে। কখনো ধীরে ধীরে, কখনো ঝড়ের বেগে এই পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর চরিত্রও রূপান্তরিত হয়েছে। এক সরকারের আমলে যে প্রথা চালু হয়েছে, পরবর্তী সরকার তা আরো বাড়িয়েছে বা বিকৃত করেছে। এর ফলাফল হলো আজকের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি জটিল বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, গোষ্ঠীভিত্তিক, কখনো কখনো ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত, এবং রাষ্ট্রক্ষমতার গভীরে প্রবিষ্ট। তবে এই রূপান্তর কোনো একক মুহূর্তের ফসল নয়; এটি পাঁচ দশক ধরে গড়ে ওঠা এক ধারাবাহিক অভিযাত্রা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের এক পোস্টে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক সংস্কৃতির ক্রম : রূপান্তর; পর্ব-১১ (অন্তিম) শিরোনামে তিনি এই পোস্ট দেন। তার পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

২০০৯ সালের পর শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক প্রবণতা, যেগুলোর বীজ আগে থেকেই প্রোথিত ছিল, তা কলেবর বৃদ্ধি করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। ১৯৯৬‌২০০১ সময়কালের ভুল পুনরাবৃত্তি এড়াতে শেখ হাসিনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি আওয়ামী লীগকে দেশের একমাত্র ক্ষমতাসীন শক্তি বানানোর উদ্যোগ নেন। নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়:

১। যুদ্ধাপরাধের বিচার। ৭১র চার দশক পর জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের বিচার করে ফাঁসি দেয়া হয়। ফলে দলটি কার্যত নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। বিচারের সময় বিএনপির নীরবতা জামাতকে আহত করে এবং তাদের মাঝে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিরপেক্ষতা এনেছিল, সেই ব্যবস্থাকে বাতিল করেন। মনে করিয়ে দেন ২০০৬ সালে বিএনপির প্রেসিডেন্ট ও বিচারপতির বয়স-সম্পর্কিত গ্যাম্বিটের কথা।

৩। সংবিধানে সংশোধনী। সংবিধানে একটি নতুন ধারা সংযোজন করে সংবিধান লঙ্ঘন করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেনড় এটি ছিল সেনাবাহিনীর প্রতি জিয়া, এরশাদ, নাসিম বা মঈন ধাঁচের হস্তক্ষেপ না করার জন্য এক কঠোর সতর্কবার্তা।

৪। নেতৃত্ব পুনর্গঠন। যেসব অফিসার বেশি মেধাবী বা স্বাধীনচেতা, তাদের 'বিএনপি বা জামায়াতপন্থী'বলে চিহ্নিত করে সরিয়ে দেন। তাদের জায়গায় অতীতের সম্পর্ক, আত্মীয়তার যোগসূত্র বা প্রমাণিত আনুগত্যের ভিত্তিতে আরও অনুগত ও অযোগ্য অফিসারদের বসান। ২০০৯ সাল থেকেই ক্লিন হার্ট এবং জরুরি শাসনে সিদ্ধ একদল নিরেট অনুগত অফিসার শেখ হাসিনার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়েডিপ স্টেট নির্মাণ

এক সময় মেজর ইস্কান্দার এবং ডিউক যেভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করতেন, সেটিকেই এখন প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়। শেখ হাসিনা মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিকী (শেখ রেহানার দেবর)কে নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। তিনি দ্রুতই প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধানের মাঝে ঢুকে পড়েন এবং পিএসও এএফডি এর মাধ্যমে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদোন্নতি ও কেনাকাটার ফাইল তার কাছে অনুমোদনের জন্য যেতে বাধ্য করেন। সেগুলোর উপর তিনি মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে থাকেন কিন্তু ভবিষ্যতের তদন্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো লিখিত সাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি শত শত কোটি টাকার সামরিক কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু নথিপত্রে তার কোন চিহ্ন থাকে না। অফিসাররা দ্রুত বুঝে যান প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্র কোথায়। ফলে, নিজেদের চীফকে পাশ কাটিয়ে উপদেষ্টার কাছে তদবির শুরু করেন । রাজনীতিবিদরাও সামরিক-সম্পৃক্ত সুবিধার জন্য নিরাপত্তা উপদেষ্টার চারপাশে ভিড় জমাতে থাক্কে। এতে সেনা সদর দফতরগুলোতে তদবিরের চাপ বাড়ে। তারেক আহমেদ সিদ্দিকী ধীরে ধীরে DGFI, NSI, AFD, BGB, Ansar, NTMC, DGDP এবং RAB-এর ওপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করেন। যেখানে বাধা পান, সেখান থেকে পূর্বতন কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেন এবং নিজস্ব অনুগত অফিসার বসান। তার নির্দেশনায় ডিজিএফআই, এনএসআই এবং র্যাবড় গুম, খুন, অপহরণ, জমি দখল, ব্যবসা-বাণিজ্যে চাঁদাবাজি, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। 'আয়না ঘর' নামে একটি গোপন নির্যাতন সেল চালু হয়, যেখানে বন্দিদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বর্বর নির্যাতন চালানোর সংস্কৃতি গড়ে উঠে। র্যাবের সহায়তায় তিনি ওয়েস্টমন্ট পাওয়ার প্লান্ট দ্বন্দ্বে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সুবিধা আদায় করেন এবং গাবতলী এলাকায় জমি দখল করেন। এর পাশাপাশি জঅড এজেন্টরা তার ছত্রছায়ায় প্রায় প্রতিদিন ঢাকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে যাতায়াত শুরু করে। তারা সম্ভাব্য জঙ্গি বা বিপদজনক লক্ষ্যবস্তুদের তালিকা ডিজিএফআইকে সরবরাহ করে এবং দ্রুত অপারেশন চালানোর জন্য চাপ দেয়। ফলে এর আড়ালে প্রচুর নিরীহ নাগরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ গুম বা হত্যা হয়।

এছাড়াও, নিরাপত্তা উপদেষ্টা NTMC (জাতীয় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হলো না কেন?

পরিচয় ডেস্ক : লন্ডন, একটি বিশ্বনগরী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার-রাষ্ট্র প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা প্রতিদিন এই শহরে আসেন, যেমনটি যান নিউইয়র্কে বা ওয়াশিংটনে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কূটনৈতিক বৈঠক কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত সফরেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদচারণ থাকে লন্ডনে সব সময়। হিথরো বিমানবন্দরকে বলা হয় বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর।

বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস যুক্তরাজ্যে গেছেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশের সরকারপ্রধানরাই প্রতিদিন যুক্তরাজ্যে যান নানা কাজে। তাঁরা সবাই যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এমনটি নয়।

যেকোনো দেশের সরকারপ্রধান যখন আরেকটি দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এর আগে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে, থাকে কিছু প্রটোকল। এ ধরনের বৈঠকের

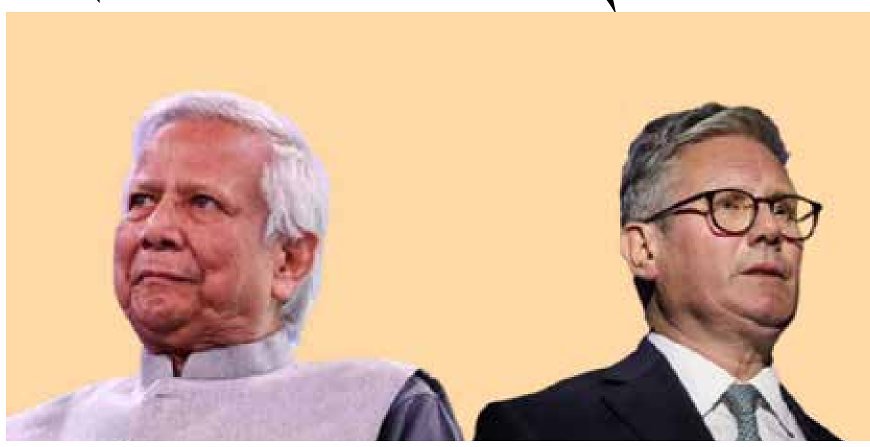

সময়সূচি, আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি আগে থেকে নির্ধারিত হয়।

সমস্যা হয়েছে এখানেই। প্রধান উপদেষ্টার লন্ডন সফরের সময়সূচি যখন ঘোষণা করা হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, তখন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব সফরসূচিতে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির কথা গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক।

নিশ্চয়ই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বৈঠকের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিল। বৈঠকের প্রস্তুতি ছিল এবং বৈঠকের টকিং পয়েন্ট কী হবে সেটিও আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেসব চূড়ান্ত না করে এ ধরনের বৈঠক সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় না।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই এই বৈঠকের ব্যাপারে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডনে যাওয়ার পর আমরা দেখলাম তাঁর যে কর্মসূচি তার মধ্যে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

রোজার আগেই নির্বাচন করা 'যেতে পারে', তারেক রহমানের প্রস্তাবে ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহে নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারেরর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (১৩ জুন) লন্ডনের পার্ক লেনের হোটেল ডোরচেস্টারে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তারেক রহমানের প্রস্তাবে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান লন্ডনে সফররত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। অত্যন্ত *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী - ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন বলে এক প্রতিবেদনে প্রথম জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমস।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে যুক্তরাজ্য সফর করছেন, যেখানে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে কথিত পাচার হওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারের জন্য সমর্থন চাইছেন।

ড. ইউনূস ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, যুক্তরাজ্যের উচিত 'নৈতিকভাবে' তার সরকারকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে 'চুরি হওয়া' অর্থ খুঁজে বের করতে সাহায্য করা। এই বেশিরভাগই বর্তমানে যুক্তরাজ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

FE

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এখনও তার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হননি জানিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমার সঙ্গে তার সরাসরি কোনও কথা হয়নি। তবে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সমর্থন করবেন, এ বিষয়ে তার 'কোনও সন্দেহ নেই' বলেও মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রধান।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্য সরকারের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও পরিকল্পনা নেই কিয়ার স্টারমারের। তবে তারা এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতেও অস্বীকৃতি জানান।

ইউনূসের বরাতে ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যুক্তরাজ্য সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদ কার্যকর ও বিচারের রোডম্যাপ ঘোষণার পরই নির্বাচন জানালো জাতীয় নাগরিক পার্টি -এনসিপি

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই ঘোষণাপত্র প্রণয়নের পাশাপাশি মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়নে জুলাই সনদ কার্যকর করা ও বিচারের রোডম্যাপ ঘোষণার পরই নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা চূড়ান্ত হওয়া উচিত বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

শুক্রবার (১৩ জুন) রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কার প্রশ্নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানকে দেখে ড. ইউনূস বললেন 'খুব ভালো লাগছে'

পরিচয় ডেস্ক : লন্ডনের পার্ক লেনের হোটেল ডোরচেস্টারে বৈঠকে বসেছেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (১৩ জুন) স্থানীয় সময় সকাল ৯টার (বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা) দিকে তারা লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে বৈঠকে বসেন।

বৈঠকের আগে প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হোটেলে পৌঁছান। ॥ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইসি শিগগিরই পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে জানালেন ড. খলিলুর

পরিচয় ডেস্ক :বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বৈঠককে 'সন্তোষজনক' উল্লেখ করে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান আশা প্রকাশ করে বলেছেন, নির্বাচন কমিশন শিগগিরই পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। শুক্রবার (১৩ জুন) লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'নির্বাচনের সময় নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আমরা কোনো সমস্যা দেখছি না... যৌথ বিবৃতিতে আমরা উভয় পক্ষই নির্বাচনের বিষয়ে (আমাদের অবস্থান) নিয়ে কথা বলেছি এবং আমরা আশা করি নির্বাচন কমিশন শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে।'

ড. খলিলুর রহমান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উভয়েই বলেছেন যে, তারা বৈঠকের ফলাফল নিয়ে খুশি। খসরু বলেন, 'আমরা অবশ্যই সন্তুষ্ট। আমরা আরও বলেছি যে কেবল নির্বাচনের আগে নয়, নির্বাচনের পরেও আমরা সবাই দেশ গঠনের জন্য *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত, জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা দুই দেশের প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

লন্ডনে দেশ দুটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুই দিনের বৈঠকের পর নিজের মালিকাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, 'চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু চীনের প্রেসিডেন্ট শি ও আমার অনুমোদন প্রয়োজন।'
তিনি বলেন, 'চীন থেকে প্রয়োজনীয় দুর্লভ ধাতব পদার্থ ও চুম্বক যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ করা হবে। অন্যদিকে, চীনা শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার সুযোগ পাবেন।'
আধুনিক প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ ধাতু রনির বিষয়টি লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বৈঠকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে।
চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের পণ্যে শুল্কারোপ করলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় চীন। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বেইজিংও মার্কিন পণ্যে উচ্চ শুল্কারোপ করে। পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের হার এপ্রিলে এসে সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশে পৌঁছায়। মে মাসে সুইজারল্যান্ডে হওয়া আলোচনায় সাময়িক সমঝোতায় পৌঁছায় দুই দেশ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনে এবং চীনও তা ১০ শতাংশে কমিয়ে আনে। পাশাপাশি চীন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান রফতানিতে বাধা তুলে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে উভয় পক্ষই পরে একে অপরের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনে।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, চীন দুর্লভ ধাতু রফতানিতে বিধিনিষেধ তুলে নেয়নি। অপরদিকে, বেইজিং দাবি করে- যুক্তরাষ্ট্র চীনা শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল করেছে, চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ের তৈরি চিপ ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছে এবং চিপ ডিজাইন সফটওয়্যারের রফতানি বন্ধ করেছে। এই সপ্তাহের আলোচনার আগে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, তারা কিছু দুষ্প্রাপ্য খনিজ উপাদান রফতানির লাইসেন্স অনুমোদন দিয়েছে। ট্রাম্প শুক্রবার (৬ জুন) জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট শি বাণিজ্য পুনরায় শুরুর বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।

বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্যের হার বেড়ে ৮ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা বা অতিদারিদ্র্য পরিমাপের সংজ্ঞা হালনাগাদ করেছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির মতে, এখন থেকে ক্রয়ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) অনুসারে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কারও প্রতিদিন গড়ে ৩ ডলারের পণ্য ও সেবা কেনার সামর্থ্য না থাকলে, তাঁকে অতিদরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ তিনি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন। ২০১৭ সাল থেকে মৌলিক চাহিদা পূরণে কারও ২ দশমিক ১৫ ডলারের পণ্য কেনার সামর্থ্য না থাকলে তাঁকে অতিদরিদ্র বলে বিবেচনা করে আসছিল বিশ্বব্যাংক।
বিশ্বব্যাংক চলতি মাসে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা নতুন সংজ্ঞা বা হিসাব পদ্ধতি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, নিম্ন মধ্যম ও উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যে আলাদা হিসাব পদ্ধতি আছে, সেটিও হালনাগাদ করা হয়েছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে পিপিপি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

অর্থপাচারে অভিযুক্তদের সঙ্গে 'সমঝোতার' ইঙ্গিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ ব্থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থপাচারে অভিযুক্তদের সঙ্গে 'সমঝোতার' ইঙ্গিত দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনটি গত ১২ জুনবৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে যুক্তরাজ্য সফরের আগে ঢাকায় দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, বিদেশে অর্থপাচারের যেসব মামলা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর মামলাগুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক সমঝোতা 'অন্যতম বিকল্প' হতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কথিত কার্যকলাপের প্রকৃতির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ নির্ভর করবে। যদি আইন লঙ্ঘনের প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে হালকা ধরনের হয়...তবে আমরা দেওয়ানি মামলা করব। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আর্থিক সমঝোতার কথা বিবেচনা করা হবে।
তিনি জানান, তাঁর দল আন্তর্জাতিক মামলা পরিচালনায় অর্থ জোগানো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বাংলাদেশে এসে সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিনিময়ে মামলায় সফল হলে সমঝোতার ভিত্তিতে বা পুরস্কার হিসেবে কিংবা আগেই নির্ধারণ করা অর্থ গ্রহণ করে থাকে তারা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আরও বলেন, 'আমরা লিটিগেশন ফান্ডিংয়ের দিকে নজর দিচ্ছি। এ নিয়ে খুবই ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। আমরা চাই, যতটা সম্ভব অর্থ এ উৎস থেকে জোগাড় করা।' এদিকে বুধবার লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে যুক্তরাজ্য সরকারের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ববাজারে বাড়ছে চীনের সস্তা বৈদ্যুতিক গাড়ির আধিপত্য

পরিচয় ডেস্ক : চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিওয়াইডির অন্যতম জনপ্রিয় একটি মডেল 'সিগাল'। ২০২৩ সাল থেকে চীনে এই গাড়ি বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি 'ডলফিন সার্ফ' নাম দিয়ে এটি ইউরোপের বাজারে ছাড়া হয়েছে। ইউরোপীয়রা সিগাল পছন্দ করেন না বলেই অন্য নামে গাড়িটি সেখানকার বাজারে ছেড়েছে বিওয়াইডি। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাজ্যে গাড়িটি বিক্রি শুরু হবে। সেখানে এটির দাম পড়বে প্রায় ১৮ হাজার পাউন্ড। বৈদ্যুতিক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে হবে ৩.৩ শতাংশ - বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, গত দুই দশকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির সূচকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যাবে বাংলাদেশ। এখানে বিনিয়োগও এখন এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।
সংস্থাটির সর্বশেষ পূর্বাভাস হচ্ছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে। তবে আগামী দুই অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে।
এর মধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হবে।

মঙ্গলবার (১০ জুন) বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' বা 'বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও কাঁচামাল তথা মূলধনি পণ্যের আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়াকে এদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগে বাধা তৈরি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
বাংলাদেশে এর আগে সর্বশেষ ২০১৯২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৩ শতাংশের নিচে নেমেছিল। তখন জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এর মূল কারণ ছিল কোভিড১৯ মহামারির প্রকোপ। সেই অস্বাভাবিক অর্থবছরটি বাদ দিলে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২০০১ ০২ অর্থবছর, ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।
বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলধনি পণ্যের আমদানি হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদনে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি এখনো ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। কয়েক দফা সুদের হার বাড়ানো হলেও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার নিচে নেমে আসেনি।
বহুজাতিক সংস্থাটির মতে, বিশ্বজুড়ে নীতিগত অনিশ্চয়তা বাড়লেও বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রবাহ আবারও জোরালো হতে পারে। তবে এ জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও ব্যবসাবান্ধব সংস্কার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নকে অন্যতম শর্ত হিসেবে দেখছে বিশ্বব্যাংক। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

Alpha-i
IN ASSOCIATION WITH
Smoking Kills
MEGASTAR SHAKIB KHAN & JAYA AHSAN
TAANDOB
THE FILM BY RAIHAN RAFI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK, NY
KEW GARDENS CINEMA
81-05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
FRIDAY JUNE 13TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
SATURDAY JUNE 14TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
SUNDAY JUNE 15TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
MONDAY JUNE 16TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
TUESDAY JUNE 17TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
WEDNESDAY JUNE 18TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
THURSDAY JUNE 19TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
Tickets available at www.kewgardencinemas.com & at box office

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে, ইসরায়েল-ইরান সংঘর্ষে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে

পরিচয় ডেস্ক : ইরান যেন পরমাণু অস্ত্র বানাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে দেশটির একাধিক পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনা এবং সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ও পরমাণু বিজ্ঞানীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ইরানি গণমাধ্যম এবং প্রত্যক্ষদর্শীরাও তেহরানসহ একাধিক শহর ও নাতানজে দেশটির প্রধান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এই হামলাকে 'ইসরায়েলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মোড়' অভিহিত করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরানে তাদের এ অভিযান শেষ হতে কয়েকদিন লাগবে।

আর ইরান বলেছে, তারা শুক্রবারের এ হামলার 'তিক্ত ও বেদনাদায়ক' পাল্টা প্রতিশোধ নেবে।

তেহরান দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে, পরমাণু অস্ত্র বানানোর লক্ষ্য নেই, তাদের কর্মসূচি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। তবে ইসরায়েল তা মানতে নারাজ। তেহরানের কাছে এখন যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে তাতে তারা ১৫ দিনের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা

থেকে তেল আবিব শুক্রবার ইরানি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে এ হামলা চালিয়েছে, বলছেন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা।

হামলার পাল্টায় ইরানও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়তে পারে এ আশঙ্কায় ইসরায়েলে জরুরি অবস্থাও জারি হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যকে আরও অস্থির করে তোলা এ হামলা নিয়ে বিশ্বের অনেকগুলো দেশই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ইরানে ইসরায়েলের হামলায় তাদের কোনো যোগ ছিল না। "আজ রাতে ইসরায়েল নিজেরাই ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা ইরানে হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নই, এবং আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার হচ্ছে ওই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

"স্পষ্ট করে বলতে চাই, ইরানের উচিত হবে না যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বা কর্মীকে নিশানা বানানো," বলেছেন তিনি।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ফক্স নিউজের উপস্থাপক ব্রেট বেয়ারকে বলেছেন, ইরান পাল্টা হামলা চালালে ইসরায়েলের সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করবে। "ইরান পারমাণবিক বোমা পেতে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলে জরুরি অবস্থা জারি, নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইরান। তেহরানসহ বেশ কিছু স্থানে পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় ইসরায়েলের বিমান হামলার পর শতাধিক ড্রোন নিক্ষেপের মাধ্যমে ইরান এই হামলা শুরু করে।হামলা ও পাল্টা হামলার এই উত্তেজনার মধ্যেই ইসরায়েলে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। এছাড়া ইরানের পাল্টা হামলার শঙ্কার মধ্যেই ইসরায়েলি নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার (১৩ জুন) পৃথকভাবে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন ও বিবিসি।বিবিসি বলছে, ইরানে হামলার পরপরই নিজ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছে ইসরায়েলি সরকার। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "খুব শিগগিরই ইসরায়েলের ওপর পাল্টা হামলা" চালাতে পারে ইরান।

এছাড়া ইরানের ওপর যখন হামলা চালানো হয় ইসরায়েলের মানুষ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

শতাধিক ড্রোন নিক্ষেপ করে ইসরাইলকে পালটা জবাব দিল ইরান

পরিচয় ডেস্ক : ইসরাইলে পালটা হামলা চালিয়েছে ইরান। গত কয়েক ঘণ্টায় ইসরাইলে শতাধিক ড্রোন নিক্ষেপ করেছে দেশটি।শুক্রবার (১৩ জুন) এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইরানের প্রধান সেনা মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফি ডেফরিন। তিনি বলেন, 'গত কয়েক ঘণ্টায় ইসরাইলের দিকে শতাধিক ড্রোন নিক্ষেপ করেছে ইরান। তাদের সমস্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রতিহত করার জন্য কাজ করছে তেহরান।'

এর আগে শুক্রবার (১৩ জুন) ভোরে তেহেরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা ঠেকাতে দেশটির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে সরে গেল যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক : ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে সরে এসেছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। তারা জানিয়েছে, আগামী ১৭ থেকে ২০ জুন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বপ্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাতিল করেছে। কূটনৈতিক কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শনিবার (০৭ জুন) মিডল ইস্ট আইয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্স শুরুতে এই স্বীকৃতি প্রদানকে একটি 'নৈতিক দায়িত্ব ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা' হিসেবে উল্লেখ করেছিল। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ আশা করেছিলেন, সৌদি আরব যদি সম্মেলনে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়, তবে পাল্টা হিসেবে ফিলিস্তিনকেও স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, ফরাসি

কর্মকর্তারা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন- এই সম্মেলনে স্বীকৃতির ঘোষণা আসছে না। পরিবর্তে, স্বীকৃতির পথ খুলে দেওয়ার জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করা হবে। এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং উপত্যকায় হামাসের শাসনের অবসান। শুক্রবার ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঁ-নোয়েল বারো বলেন, সম্মেলনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া একটি 'প্রতীকী' সিদ্ধান্ত হতো। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে তাদের মিত্রদের সমর্থন ছাড়া এটি না করার 'বিশেষ দায়িত্ব' রয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাবেক নির্বাহী পরিচালক কেনেথ রথ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ঘোষিত পদক্ষেপগুলোর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে ইসলাম ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা

পরিচয় ডেস্ক : গত এক দশকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি অন্যান্য সব প্রধান ধর্মের সম্মিলিত প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে ইসলামের সম্প্রসারণ। 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'-এর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, ইসলাম এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম।

গবেষণাটি ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল ঘিরে পরিচালিত হয়েছে এবং এটি 'গ্লোবাল রিলিজিয়াস ল্যান্ডস্কেপ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

নতুন HOME CARE সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?

Bestcare
Home care, your care.

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত আমরা আপনার CDPAP সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Email: cdpap@bestcare.com

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756 | **Syed Alamin**

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

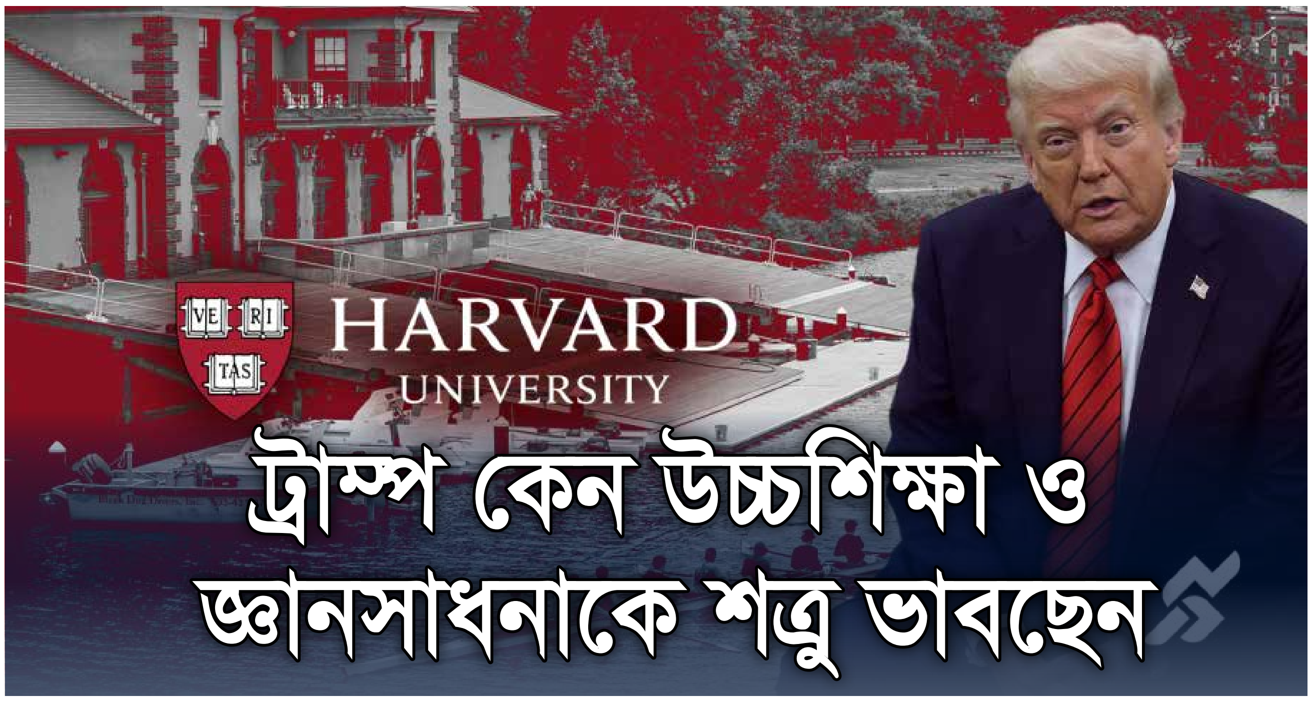

ট্রাম্প কেন উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানসাধনাকে শত্রু ভাবছেন

ইয়ান বুরুমা

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ২০২১ সালের এক বক্তৃতায় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমালোচনা করতে গিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। নিক্সনের কথাটি ছিল, 'অধ্যাপকেরা আমাদের শত্রু।'

যদিও ভ্যান্স নিজে ইয়েল ল স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন, এরপরও তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত 'অভিযানে' একজন সক্রিয় সৈনিক হিসেবে কাজ করছেন।

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া, বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পড়ানো হবে ও কীভাবে পড়ানো হবেড়তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা।

মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (মাগা) স্লোগান বাস্তবায়নের কথা বলে ট্রাম্প এখন এমন সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, যেগুলো একসময় আমেরিকাকে মহান করে তুলেছিল।

প্রশ্ন হলো যেসব প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি এনেছে, সেগুলোর ওপর এত আক্রমণ চালানোর পেছনে উদ্দেশ্যটা আসলে কী?

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'ইহুদিবিদ্বেষের আঁতুড়ঘর' হিসেবে করা একধরনের ধৃষ্টতা। এই মন্তব্যটি এমন একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এসেছে, যিনি মশাল হাতে 'আমাদের ভূমিতে ইহুদিদের ঠাঁই হবে না' বলে স্লোগান দেওয়া নাৎসিদের মধ্যেও 'অনেক ভালো মানুষ' আছে বলে অতীতে মন্তব্য করেছেন।

আসলে, 'মাগা'পন্থী, অর্থাৎ ট্রাম্পের অনুসারীদের কাছে ইহুদিবিদ্বেষের সংজ্ঞা খুব সংকীর্ণ। তাঁদের মতে, যাঁরা ইসরায়েলের বর্তমান সরকার বা নেতানিয়াহুর সমালোচনা করেন, তাঁরা ইহুদিবিদ্বেষী। অর্থাৎ কেউ যদি ইহুদি রাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তবে তাঁকে তাঁরা ইহুদিদের ঘৃণা করা লোক বলেই ধরে নেন। সব সমালোচক ইহুদিবিদ্বেষী ননড়এই সহজ কথাটা তাঁরা মানতে চান না।

ফিলিস্তিনপন্থী ছাত্র আন্দোলনকারীদের মধ্যে কিছু মানুষ ইহুদিবিদ্বেষী হতে পারেন; শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো এমন আছেন। কিন্তু এই কয়েকজনের কারণে গোটা উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেমন হার্ভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন ইত্যাদি) ইহুদিবিদ্বেষ দূর করার যে কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে একটি অজুহাতমাত্র। এর লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী আর উদারপন্থী মানুষদের ওপর আঘাত হানা, যাঁদের অনেকে নিজেরাও ইহুদি।

জ্ঞানী-গুণী মানুষদের, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের প্রতি ঘৃণা চরমপন্থী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির পুরোনো বৈশিষ্ট্য। ১৯৩০-এর দশকে হিটলার বলেছিলেন, 'জার্মানরা বেশি শিক্ষিত হয়ে পড়েছে। শুধু জ্ঞানকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসব জ্ঞানী কাজের শত্রু।'

বিজ্ঞান এমন এক জিনিস, যা সব দেশের, সব জাতির মানুষ একসঙ্গে করে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নাৎসিরা অপছন্দ করতেন। কারণ, তাঁরা চাইতেন সবকিছুই যেন শুধু জার্মান জাতির জন্য হয়। তাই তাঁরা বিজ্ঞানকে 'সবার জন্য' বলে ভাবতেন না। তাঁরা বলতেন, 'গবেষণা করতে হলে আগে দেখতে হবে তুমি কোন জাতির লোক।'

১৯৩৪ সালে জোহানেস স্তার্ক নামের এক নাৎসিবাদী জার্মান বিজ্ঞানী বলেছিলেন, 'নাৎসি সরকারের অধীনে বড় কোনো বৈজ্ঞানিক দায়িত্বে এমন কাউকে বসানো যাবে না, যিনি জার্মান নন বা জার্মান জাতিকে ভালোবাসেন না; শুধু সেই মানুষেরাই এসব জায়গায় বসতে পারবেন, যাঁরা জার্মান এবং গর্বের সঙ্গে নিজেদের জার্মান বলে মনে করেন।'

মাগা ভাবধারার লোকেরা যে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির মতো কার্যক্রমকে ঘৃণা করেন, তার পেছনে নাৎসি চিন্তার ছায়া আছে। সে কারণে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে 'অ্যান্টি-আমেরিকান' বা বিরুদ্ধচিন্তার লোকদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আবার বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেও তাঁরা ক্ষুব্ধ। অথচ এসব বিদেশি শিক্ষার্থী আমেরিকায় শিক্ষা খাতে প্রচুর অর্থ আনেন এবং সাংস্কৃতিকভাবে নানা রকম সুফল দিয়ে থাকেন। এই বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি যে বিদ্বেষ, তা কেবল জাতিবিদ্বেষ নয়, বরং আমেরিকার সাংস্কৃতিক শক্তিকেও (সফট পাওয়ার) দুর্বল করে দেয়। শুধু জাতিবিদ্বেষ নয়, এই আক্রমণের পেছনে রয়েছে শ্রেণিদ্বেষ বা 'ক্লাস রিসেন্টমেন্ট'।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

এক বৈঠকেই সব সমাধান হয়ে যাবে!

মির্জা এম হাসান

লন্ডনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মধ্যে বৈঠকের বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বের চেয়ে গিমিক (চমক সৃষ্টিকারী) বেশি মনে হচ্ছে। তিনিসহ বিএনপি নেতারা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তারা চাচ্ছেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হোক। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টাসহ সরকারপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সংস্কারের পর নির্বাচন দিতে এপ্রিল পর্যন্ত লেগে যাবে। স্পষ্টতই দু'পক্ষের মধ্যে চিন্তাভাবনার মূল পার্থক্য হলো ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে। নির্বাচনের রোডম্যাপ সেখানে দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয়।

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে নাগরিকদের প্রত্যাশা হলো, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যেন চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের মধ্যে থাকে। যেমন সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে তিনটি পদে বহাল থাকতে পারবেন না নির্বাহী বিভাগের প্রধান, সংসদ নেতা ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান।

এই সংস্কারে বিএনপি স্পষ্টতই সম্মত নয়। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিও ঘুরেফিরে পারিবারিক প্রভাবাধীন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ যেমন শেখ পরিবার ছাড়া চলতে চায় না, তেমনি বিএনপিও জিয়া পরিবার ছাড়া চলতে চায় না। বিএনপি ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করছে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, তারেক রহমানের হাতে যদি একক ক্ষমতা না থাকে, তাহলে দেশ ও দল চালাতে পারবেন না। তাঁকে যদি প্রধানমন্ত্রী না করা যায় এবং দলের চেয়ারম্যানও না বানানো হয়, তাহলে বিএনপি বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এটাই বিএনপির প্রধান ভয়! এবং এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে তাদের প্রতিবেদন ও প্রস্তাব জমা দিয়েছে। বিএনপি কিছু মৌলিক সংস্কারে সম্মত নয় বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি জুলাই সনদের ব্যাপারেও দলটির নিজস্ব মত রয়েছে। তাদের মতের সঙ্গে এনসিপি একমত হবে বলে মনে হয় না। এমনকি জামায়াতে ইসলামীও নাও মানতে পারে। জামায়াতও চাইছে, বিএনপিকে এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে, যাতে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগের মতো যা ইচ্ছা তাই করতে না পারে। বস্তুত, অন্তর্বর্তী সরকারও সংস্কার বিষয়ে বিএনপির অবস্থান কতটুকু মানবে, তা সামনে পরিষ্কার হবে।

বলা বাহুল্য, লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে কেবল নির্বাচনী রোডম্যাপ নয়, সংস্কারের এজেন্ডাগুলোও আলোচনায় আসবে। অন্তত আমার মতে, আসা উচিত। প্রশ্ন হচ্ছে লন্ডনে দুইজন ব্যক্তির আলোচনার মধ্যে কী এমন জাদু ঘটবে যে এক বৈঠকেই এগুলোর সমাধান হয়ে যাবে!

এমন হতে পারে, বৈঠকে তারেক রহমান বিএনপির সাম্প্রতিক দাবিগুলোরই পুনরাবৃত্তি করবেন। যেমন নির্বাচনের সময় এগিয়ে আনা; অন্তত এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারিতে। আমার ধারণা, অধ্যাপক ইউনূস দাবিগুলো শুনবেন, কিন্তু বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন না।

ঢাকার আলোচনায় তিনি বিএনপির যেসব দাবি দৃশ্যত মানছেন না, লন্ডনে গিয়ে এক বৈঠকেই সেগুলো মেনে নেবেন, এমনটা হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। তারেক রহমান ঢাকায় ফিরলে বরং নিজেই সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনায় যুক্ত হতে পারবেন। তখন দু'পক্ষের মধ্যে সংস্কার বা নির্বাচনী রোডম্যাপ বিষয়ে দূরত্ব কমে আসতে পারে।

মোট কথা, লন্ডনের বৈঠকে দুই ব্যক্তির আলোচনায় বরফ গলে যাবে বলে আমার মনে হয় না। অনেকে বলছেন, এ বৈঠক না হওয়ার কারণে গত দশ মাসে কিছুই হয়নি এটা একেবারেই অমূলক চিন্তা। বিএনপি কী চায়, কেন চায় দেশের জনগণ সেটা বোঝে। অন্তর্বর্তী সরকারও নিশ্চয় বোঝে। তাই তারেক রহমান লন্ডন বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে কোনো প্রস্তাব দিলেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন এটা আশা করাটাও বাড়াবাড়ি!

ড. মির্জা এম হাসান: রাজনৈতিক অর্থনীতিবিষয়ক বিশ্লেষক; ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ইনস্টিটিউটের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR
DHCARE
DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY
PPL
Facilitator
PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট
CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।
DHCARE
PPL
সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

কী সংস্কার, কী উন্নয়ন?

আলমগীর খান

বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থান অনেক বড় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন ছিল তাতে। অনেকেই একে বলছিলেন বিপ্লব, তবে দিনের পর দিন তেমনটা বলা লোকের সংখ্যা কমছে। আমূল পরিবর্তনের জন্য যেসব আমূল সংস্কার প্রয়োজন তা কী এবং কীভাবে করতে হবে সেসব নির্ধারণের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোক আনা হয়। কিন্তু মানুষ ধৈর্য্য হারাতে থাকে। অনেকে আর সংস্কার নয়, নির্বাচন চায়। ফলে প্রধান উপদেষ্টাকে বলতে হয়, আগামী জুনের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হবে।

একদিক থেকে বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে দেশের মানুষ সত্যিকার নির্বাচনের অধিকার হারিয়েছিল। একটা প্রজন্মই গড়ে উঠেছিল নির্বাচনহীনতা ও নির্বাচনের নামে প্রহসন দেখে দেখে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে একটি দুর্নীতিপরায়ণ, আত্মতুষ্ট, গণবিচ্ছিন্ন লুটেরা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, যারা ক্ষমতায় থাকার নৈতিক শক্তি ও ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ক্রমাগত জবরদস্তি ছাড়া তাদের ক্ষমতায় থাকার অন্য কোনো উপায় ছিল না। সামরিক সরকারেরও একটা স্পষ্ট পরিচিতি থাকে। তাদের এমন কিছু ছিল নাড় তারা পরিণত হয়েছিল 'ভোটবিহীন গণতান্ত্রিক' সরকারে, কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো।

সংস্কার যতই কেবল কথার ফুলঝুরিতেই সীমিত হয়ে পড়ছে, মানুষের নির্বাচনের দাবিটি ততই জোরালো হচ্ছে। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে সংস্কারহীন অবস্থায়, সংস্কার নিয়ে হৈচৈ ততই প্রতিভাত হচ্ছে নির্বাচন পেছানোর অজুহাত হিসেবে। এটাও সত্য যে, নির্বাচনও আমাদেরকে কোনো নৈতিক বোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক সরকার উপহার দেয়নি। তাই নির্বাচিত সরকারগুলোকেও গণআন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষমতা হস্তান্তরপর্বই একটি বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। দেশবাসীকে ওই অস্থিরতা থেকে উদ্ধারের জন্য ও একই সঙ্গে উন্নয়নের জাহাজ চলমান রাখবার জন্য বিগত সরকার আবিষ্কার করেছিল এক অভিনব পদ্ধতিড় ভোটারহীন ভোট পদ্ধতি। রাজনৈতিক সরকারগুলোর কোনো আবিষ্কারই ফেলনা যায় না। যে কোনও কানুন কালা না ধলা তা নির্ধারণ করে আপনি ক্ষমতার ভেতরে না বাইরে তার ওপর।

ফলে ক্ষমতার রদবদল হলেও সব কালাকানুন কেবল টিকেই যায় তা নয়, আরও শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। এটাই ক্ষমতার মাহাত্ম্য! যে ক্ষমতা কালাকে সাদা ও সাদাকে কালা বানাতে না পারে, তা কোনো ক্ষমতা নাড় থাকলেও কী, না থ াকলেও কী! যারা ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার জানে না তারা ক্ষমতা গ্রহণের যোগ্যই নয়। আমাদের গর্ব যে আমাদের সব ক্ষমতাসীনই ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারে যারপরনাই পারঙ্গম, তাই ডনাল্ড ট্রাম্পও আমাদের ছাত্র হবার যোগ্য!

সে যাই জোক, এখন আগে সংস্কার, না আগে নির্বাচনড় এই প্রশ্নটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে' এই প্রশ্নের মতোই কঠিন ও জটিল হয়ে পড়েছে। এর কারণ, কী সংস্কার হবে তা আমরা জানি না, আবার একটি সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ নির্বাচন যা একটি দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরি করবে তা কীভাবে আয়োজন করতে হয় তাও ভালো জানি না। কিন্তু সাদা চোখে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, এটি পতিত সরকারের আমল থেকে ভিন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে ইন্ডিকেটর হচ্ছে বিগত আমল থেকে ভিন্নতা। বিগত স্বৈরাচারী আমলের তথ াকথিত উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য কী ছিল তার একটা তালিকা পাওয়া যায় অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদের ডেভেলপমেন্ট রি-এক্সামিনড (ইউপিএল, ঢাকা ২০২১) বইটির উপসংহারে।

আনু মুহাম্মদ কর্তৃক চিহ্নিত রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ১) রাষ্ট্র দিনদুপুরে যথেচ্ছ ক্ষমতা চর্চার এবং লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করার যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। ২) সামরিকায়ন, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অদৃশ্য জাল সম্প্রসারণ। ৩) গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ব্যবসা ও ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে। ৪) গণস্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিলুপ্ত হচ্ছে। ৫) এনজিও ও সুশীল সমাজের কর্পোরেটায়ন। ৬) ব্যক্তিগত খাতে জনসম্পদ তুলে দেওয়া। ৭) জননিরাপত্তা ব্যবস্থার বাণিজ্যকীকরণ। ৮) পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন, নদী-হাওড়-বন দখল ইত্যাদি। ৯) গণমাধ্যম হয়েছে যুদ্ধ, নজরদারি, দমন, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য সম্মতি উৎপাদনের কারখানা। ১০) ক্রসফায়ার নামে রাষ্ট্রপরিচালিত হত্যাকাণ্ড, গুম, অবৈধ আটক ইত্যাদি বাস্তবায়ন এবং আইন ও আইনি প্রক্রিয়াকে মাফিয়া গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি করা।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ডিসেম্বরের আগেই নির্বাচনে কী সমস্যা

আমীন আল রশীদ

জাপান সফরে থাকাকালীন ২৯ মে টোকিওর ইম্পেরিয়াল হোটেলে ৩০তম নিক্কেই ফোরামে 'ফিউচার অব এশিয়া'র উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'আমরা জনগণকে বলছি, নির্বাচন এ বছরের শেষে ডিসেম্বরে অথবা সর্বোচ্চ আগামী বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে। তবে কিছু রাজনীতিবিদ নির্বাচনের জন্য জুন পর্যন্ত অপেক্ষা কেন, ডিসেম্বরেই নির্বাচন কেন নয়, সেই প্রশ্ন তুলছেন। দেশের সব রাজনৈতিক দল নয়, শুধু একটি দল ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে।'

তিনি 'একটি দল' বলতে বিএনপিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা তারা বারবারই ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমের খবর বলছে, শুধু বিএনপি নয়, দেশের অর্ধ শতাধিক দল ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়। এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নির্বাচন প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চান দলগুলোর নেতারা। না হলে এপ্রিলের শেষদিকে রাজপথে নামার কর্মসূচি দেওয়ার কথাও জানান তারা। এ নিয়ে বিএনপি ও তার মিত্রদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে। এর মধ্যে আছে এলডিপি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ ইত্যাদি। (যুগান্তর, ৩০ মার্চ ২০২৫)

শুধু একটি দল ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়ড় প্রধান উপদেষ্টার এই বক্তব্যের বিষয়ে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছেন, কমপক্ষে ২০টি নিবন্ধিত দলসহ প্রায় সব দলই ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়। এলডিপিসহ বিএনপি নেতৃত্বাধীন যুগপৎ আন্দোলনে শরীক সকল দল চায় ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। এ নিয়ে টালবাহানার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সরকার সেই পথে না হেটে ক্ষমতায় থাকার রাস্তা পাকাপোক্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। (সমকাল, ৩০ মে ২০২৫)

নির্বাচনের উপযুক্ত মাস

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যে ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে মাত্র একটি হয়েছে জুনে, একটি মে মাসে। বাকি ১০টি নির্বাচন হয়েছে তুলনামূলক শুকনো মৌসুমে।

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ; দ্বিতীয়টি ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি; তৃতীয়টি ১৯৮৬ সালের ৭ মে; চতুর্থটি ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ; পঞ্চমটি ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি; ষষ্ঠটি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি; সপ্তমটি ১৯৯৬ সালের ১২ জুন; অষ্টমটি ২০০১ সালের ১ অক্টোবর; নবমটি ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর; দশমটি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি; একাদশটি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এবং সবশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কেননা ওই বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল সপ্তম জাতীয় নির্বাচন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য। ষষ্ঠ সংসদ গঠন করা হয়েছিল সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনার জন্য। যেহেতু ত্রয়োদশ সংশোধনীর আলোকে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় এবং তাদের মেয়াদ ছিল তিন মাস, ফলে এই সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল।

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনও হয়েছিল বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতা দখলের পরে এইচ এম এরশাদ তার ক্ষমতার বৈধতার জন্য এই নির্বাচনটি করেন। সেখানে সব দলের অংশগ্রহণ কিংবা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চেয়ে বেশি জরুরি ছিল কোনোমতে একটি নির্বাচন আয়োজন করা।

এই দুটি নির্বাচনের বাইরে বাকি সবগুলো হয়েছে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, অক্টোবর ও ডিসেম্বরে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে দুটি, ফেব্রুয়ারিতে তিনটি, মার্চে দুটি, অক্টোবরে একটি এবং ডিসেম্বরে দুটি নির্বাচন হয়েছে। অর্থাৎ দেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অধিকাংশ নির্বাচনই হয়েছে বছরের এমন সময়ে, যখন আবহাওয়া অনুকূলে থাকে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে।

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এপ্রিল তথা বাংলা বছরের

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY
DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক : রক্তচাপের মাত্রা বেশি থাকা কখনই ভালো নয়। হাই ব্লাড প্রেশার বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্ম দেয়। এটি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন, তবে কিছু ফল নিয়মিত খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। চলুন, জেনে নিই।

কলা : কলা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, কারণ এতে পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়াম কমাতে সহায়ক। তবে অতিরিক্ত কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, একদিনে একটি কলা যথেষ্ট।

ব্লুবেরি : ব্লুবেরি বিশেষভাবে ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্লুবেরি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো।

বেদানা : বেদানা একটি শক্তিশালী ফল যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। রোজ বেদানা খেলে ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

সবুজ শাক : রক্তচাপ কমাতে সবুজ রঙের শাকপাতা বিশেষভাবে কার্যকর। পালংশাক, এই ধরনের শাকপাতা নিয়মিত খাওয়া উচিত। এতে থাকা পুষ্টি উপাদান ব্লাড প্রেশার কমাতে সাহায্য করে।

তবে, এই ফলগুলো খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধের সঠিক মাত্রাও মেনে চলা উচিত, যাতে কোনো ধরনের বিপত্তি না ঘটে।

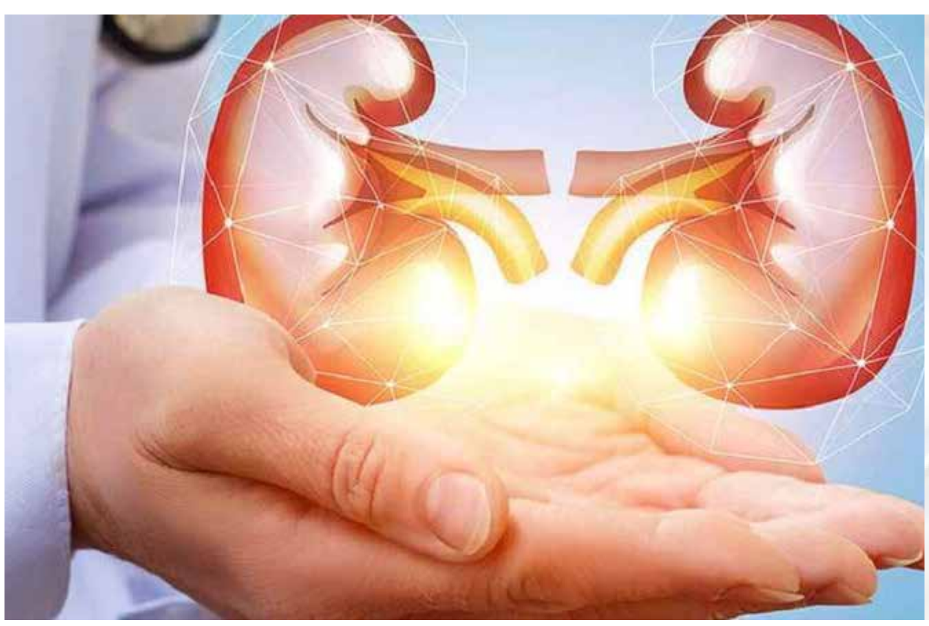

রাতে ৫ উপসর্গ দেখা দিলেই সতর্ক হোন, হতে পারে কিডনি রোগের ইঙ্গিত

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কিডনি। কিডনির রোগ হলে তা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। বেশিরভাগ সময়ই কিডনি সমস্যার উপসর্গগুলো এতটাই মৃদু হয় যে, অসুখ বাড়াবাড়ি না হলে বুঝে ওঠা যায় না। শুধু পাথর জমা নয়, কিডনিতে আরও নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিডনি বিকল হলে তার কিছু ইঙ্গিত আগে থেকেই শরীরে ফুটে ওঠে, যা সাধারণত আমরা উপেক্ষা করে যাই। বিশেষ করে রাতের বেলা কিডনি রোগের উপসর্গ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে।

এ নিয়ে লাইফস্টাইল বিষয়ক এক ওয়েবসাইট জানিয়েছে, রাতের বেলা যে লক্ষণ দেখা দিলে কিডনি রোগ বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি।

পা ফুলে যাওয়া : কিডনির সমস্যায় শরীরে সোডিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে পা এবং গোড়ালি ফুলে যায়। বিশেষ করে সন্ধ্যায় অথবা রাতে পা ফুলতে শুরু করলে এবং সকালে কমে গেলে তা কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে। এমন সমস্যা দেখা দিলে ফেলে রাখা ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া : ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া কেবল ডায়াবেটিস নয়, কিডনি রোগের কারণেও হতে পারে। বিশেষত রাতের বেলা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিবার মূত্রত্যাগ করতে হলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সকালের নাশতায় শুধু সিদ্ধ ডিম খাওয়া ভালো নাকি খারাপ

পরিচয় ডেস্ক : কাজের চাপে সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা না করেই অনেকে অফিসে চলে যান। আবার কেউ কেউ দেরি হওয়ার ভয়ে শুধু সিদ্ধ ডিম খেয়েই চলে যান। অনেকে ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার ফলে সকালের নাশতা নিয়েও অবহেলা করেন। চা, বিস্কুট খেয়ে নাশতা সারেন।

কিংবা একটি সিদ্ধ ডিম খেয়েই চালিয়ে দেন। তারা ভাবেন, ডিম খাচ্ছেন মানে শরীরে হয়তো প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অভ্যাস তাড়াতাড়ি পরিবর্তন না করা হলে ভবিষ্যতে বিপদ আসতে সময় লাগবে না।

কারণ হিসেবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, ডিমে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন রয়েছে, তবে ফাইবার নেই। এর ফলে যাদের রক্তচাপজনিত সমস্যা রয়েছে তারা বিপদে পড়তে পারেন। আবার দীর্ঘদিন ধরে শরীরে ফাইবারের ঘাটতিতে কোষ্ঠকাঠিন্য, কোলেস্টেরল হতে পারে। তার ফলে হৃদযন্ত্রের সমস্যাও হতে পারে।

তাই ঘুম থেকে উঠে সকালের নাশতায় শুধু ডিম সিদ্ধ খাওয়া উচিত নয়।

এর পরিবর্তে সবজি, ফলসহ নানা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

ডিমে লুটেন ও জিয়্যাক্সানথিন নামে দুটি উপাদান রয়েছে। এগুলো চোখের পক্ষে খুবই ভালো।

গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে পারে যেসব উপকারী খাবার

পরিচয় ডেস্ক : গরমের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি বাড়ছে, বিশেষ করে রোদের মধ্যে বাইরে বের হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকার জন্য গরমে এমন কিছু খাবার খাওয়া উচিত, যা শরিরকে ঠাণ্ডা রাখে। জেনে নিন, গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য পাঁচটি উপকারী খাবারের তালিকা।

পানিযুক্ত শাক-সবজি : গরমে পালংশাক, ঝিঙে, লাউ, ছাঁচিকুমড়া, চিচিঙ্গে, পটল ইত্যাদি শাক-সবজি বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত। এই ধরনের সবজি গরমের মরসুমে শরীরকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে, কারণ এগুলির মধ্যে পানি বেশি থাকে।

ফল : শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে গরমে তরমুজ, শসা, আম, জাম, জামরুল, তালশাঁস ইত্যাদি ফল খাওয়া উচিত। এই রসালো ফলগুলি শরীরকে শীতল রাখতে অত্যন্ত কার্যকর।

দই : গরমে দই খাওয়া খুবই উপকারী। এটি শুধু পেটকে সুস্থ রাখে না, বরং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। বাংলায় গরমে দই দিয়ে ভাত খাওয়ার প্রথা প্রচলিত। যেভাবেই খাওয়া হোক, দই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকা জরুরি।

ডাবের পানি ও শরবত : গরমে ডাবের পানি, ঘোল, পুদিনা পাতা দেওয়া পানি বা ছাতুর শরবত, তেঁতুলের জল দেওয়া শরবত পান করলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে এবং পেটও স্বস্থির থাকে।

সালাদ বা রায়তা : রান্না করা খাবারের তুলনায় সালাদ বা রায়তা খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। এছাড়া, পান্তা ভাতের মতো খাবারও গরমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ফুসফুসের যত্নে ৫ প্রাকৃতিক উপাদান

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানের ব্যস্ত ও দূষণে ভরা জীবনযাত্রায় অল্প বয়সেই ফুসফুসের সমস্যা বাড়ছে। শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, সিওপিডি-র মতো অসুখ তো রয়েছেই, তার সঙ্গে বাড়ছে ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকিও। ধূমপান, বায়ুদূষণ, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসড়সব মিলিয়ে প্রতিদিনই ফুসফুসের উপর বাড়ছে চাপ। তবে প্রতিদিনের খাদ্যাভাসে কিছু সাধারণ খাবার রাখলে সহজেই ফুসফুসকে রাখা যায় পরিষ্কার ও সক্রিয়।

চলুন, জেনে নিই এমনই ৫টি প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে যা নিয়মিত খেলে ফুসফুস থাকবে সুস্থ।

আদা : আদার মধ্যে থাকা প্রদাহবিরোধী উপাদান ফুসফুসের প্রদাহ কমায় এবং জমে থাকা শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করে। এটি শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে। প্রতিদিন সামান্য কাঁচা আদা খান, মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কার্যকারিতা আরও বাড়ে।

লেবু : লেবুতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। সকালে হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে খান। চাইলে মধুও মেশাতে পারেন।

তুলসী : আয়ুর্বেদে তুলসীকে ফুসফুসের জন্য অমৃত বলা হয়। এতে থাকা ইউজেনল উপাদান সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখে। তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়, কিংবা তুলসীর চা অথবা মধুর সঙ্গে তুলসীর রস মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

হলুদ : হলুদের কারকিউমিন উপাদান ফুসফুস পরিষ্কার রাখতে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ শরীর ডিটক্স করতে কার্যকর। রাতে দুধে হলুদ মিশিয়ে খান অথবা হালকা গরম পানিতে হলুদ ও লেবু মিশিয়ে ডিটক্স পানীয় তৈরি করুন।

কেন প্রতিদিন কিছুক্ষণ রোদে থাকা দরকার?

পরিচয় ডেস্ক : সূর্যের আলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অতিরিক্ত সূর্যালোক ত্বকের ক্ষতি করতে পারে, তবে সঠিক মাত্রায় সূর্যের আলো গ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা লাভ করতে পারি।

সূর্যের আলো: প্রাকৃতিক ভিটামিন ডি এর উৎস

সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা ইউভিবি রশ্মি ত্বকের সাথে প্রতিক্রিয়া করে ভিটামিন ডি উৎপন্ন করে। যা হাড়ের স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। প্রতিদিন মাত্র ১০-১৫ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকা, বিশেষ করে সকাল ১০টা থেকে ৩টার মধ্যে, ভিটামিন ডি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। তবে অতিরিক্ত সূর্যালোক ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, তাই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত।

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি :

সূর্যের আলো সেরোটোনিন নামক হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায়, যা মন-মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে। এটি বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণ কমাতে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, মেঘলা দিনে সেরোটোনিনের মাত্রা কম থাকে, যা মনোভাবের অবনতির কারণ হতে পারে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা :

সূর্যের আলো ত্বকে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা রক্তনালীগুলিকে প্রসারিত করে এবং রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকার ফলে রক্তচাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

হাড় ও পেশীর শক্তি বৃদ্ধি

ভিটামিন ডি হাড়ের শক্তি বজায় রাখতে এবং পেশীর কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ডি গ্রহণের ফলে অ্যাথলেটদের পেশীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিরিক্ত সূর্যালোকের ঝুঁকি

যদিও সূর্যের আলো স্বাস্থ্যকর, অতিরিক্ত সূর্যালোক ত্বকের ক্যান্সার, ত্বকের বার্ধক্য ও অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সানস্ক্রিন ব্যবহার, সঠিক সময়ে সূর্যালোক গ্রহণ ও অতিরিক্ত সূর্যালোক থেকে বিরত থাকা উচিত।

পরামর্শ

১। প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকুন।

২। সকাল ১০টা থেকে ৩টার মধ্যে সূর্যালোক গ্রহণ করুন।

৩। সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন এবং অতিরিক্ত সূর্যালোক থেকে বিরত থাকুন।

৪। ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন চর্বিযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম ও মাশরুম খান। সঠিকভাবে সূর্যের আলো গ্রহণের মাধ্যমে আপনি আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারেন।

সূত্র : বিবিসি

খাসির মাংসের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : প্রতিদিনের রান্নার স্বাদ একটু পাল্টে নিতে চাইলে অতিরিক্ত ঝাল বা মশলার পরিবর্তে খাসির মাংসের সাদা ভুনা বা কোরমা তৈরি করতে পারেন

উপকরণ: খাসির মাংস: ২০ টুকরা, আদা পেস্ট: ৩ চা চামচ, রসুন পেস্ট ২ চা চামচ, পেঁয়াজ পেস্ট ২ চা চামচ, সাদা ও কালো গোলমরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ, লবঙ্গ ৪টি, চিনি ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সরিষার তেল ১ কাপ,পেঁয়াজ (কিউব করে কাটা) ৬টি, দারুচিনি (ছোট টুকরা) ৪টি, সবুজ এলাচ ৩টি, কাঁচামরিচ ৪টি, তেজপাতা ৪টি, লেবুর রস ১ চা চামচ, তরল দুধ ২ কাপ (মাংস সেদ্ধ করার জন্য), বেরেস্তা: ১ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ

প্রণালী: : প্রথমে পরিষ্কার করা খাসির মাংস কিউব করে কাটা পেঁয়াজ, আস্ত দারুচিনি ও এলাচ, কাঁচামরিচ, লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা মেরিনেশনে রাখুন।

একটি সসপ্যান চুলায় গরম করে তাতে সরিষার তেল দিন। তেল গরম হলে কিউব করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিন এবং হালকা বাদামি রঙ ধরার অপেক্ষা করুন। এরপর এতে দারুচিনি ও এলাচ দিয়ে নেড়ে দিন এবং সুন্দর গন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

মেরিনেট করা মাংস (সব উপকরণ দিয়ে ১ ঘণ্টা মেরিনেট করা) সসপ্যানে ঢেলে দিন এবং ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন।

এবার কাঁচামরিচ দিয়ে দিন এবং মাংসের নিজস্ব পানিতেই সেদ্ধ হতে দিন। কিছুটা সেদ্ধ হলে ফুটন্ত গরম দুধ যোগ করুন।

হালকা আঁচে সসপ্যান ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করুন মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।

মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে এতে লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ভাত, পোলাও, রুটি, লুচি বা ভেজিটেবল রাইসের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন এই সুস্বাদু খাসির কোরমা। সহজ রেসিপিতে মজার খাবার তৈরি করুন আর উপভোগ করুন পরিবারের সঙ্গে!

পুরান ঢাকার তেহারি

পরিচয় ডেস্ক : মজার একটি খাবারের নাম তেহারি। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। নানা ধরনের মশলার ব্যবহার আর রান্নার বিভিন্ন কৌশল পুরান ঢাকার খাবারে তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ।

উপকরণ: মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) , গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), পোলাও রান্নার জন্য, পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালী: : টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

লাউ দিয়ে গরুর মাংস

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5556

লেবু মরিচ মুরগি

পরিচয় ডেস্ক : খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের একটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি লেবু মরিচ মুরগি। ঝট করে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন মুরগির এই বিশেষ পদ।

উপকরণ: মুরগির মাংস ৭৫০ গ্রাম, লেবুর রস ৪-৫ চা চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ ৩টা কুঁচি করা, রসুন, কাঁচা মরিচ বাটা ৩ চা চামচ, কাজু ১৫টি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা।

প্রণালী: কেটে ধুয়ে রাখা মুরগির মাংসে লেবুর রস, গোলমরিচ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে এক ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি, রসুন আর কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে হালকা ভাজতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন সাদা থাকে, বেশি ভাজা না হয়। এবার ভাজা তুলে নিন। ঠান্ডা হলে কয়েকটি কাজু মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে রেখে দিন।

এবার ওই তেলের সঙ্গে আরও খনিকটা তেল মিশিয়ে মাংসের টুকরোগুলো প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে মুরগির মাংস তুলে নিয়ে, ওই তেলে পেস্টটি দিয়ে দিন। এবার সেটিকে ভালো করে কষাতে হবে। এবার পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। মুরগির মাংস ঢেলে দিন। তাতে এক চা চামচ মতো লেবুর খোসা গ্রেট করে দিয়ে দিন। মশলা মজে এলে, এক চা চামচ লেবুর রস দিয়ে দিন। সঙ্গে আরেকটু গোলমরিচ আর চেরা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করুন। গন্ধরাজ লেবু ও লেবুর পাতা দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম লেবু মরিচ মুরগি।

বাটা মসলার কড়াই কষা মাংস

পরিচয় ডেস্ক : একঘেয়ে মাংসের ঝোল বা ভুনা রান্না না করে তৈরি করতে পারেন ভিন্ন স্বাদের কড়াই কষা মাংস।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই দুই টেবিল চামচ, আদা রসুন বাটা ৩ টেবিল চামচ, ধনে বাটা আধা চা-চামচ, জিরা বাটা এক চাচামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা তিন টেবিল চামচ, মরিচ বাটা দুই চাচামচ, হলুদ বাটা দুই চা-চামচ, বড় এলাচি একটি, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, দারুচিনি, এলাচি ও লবঙ্গ ৬ থেকে ৭টি, তেজপাতা দুটি, টমেটো সস দুই চা-চামচ, চিনি সামান্য, তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৫ থেকে ৬টি, আস্ত শুকনা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, পানি প্রয়োজন মতো।

প্রণালি : হাড়সহ গরুর মাংস পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত গরম মসলা দিয়ে সব বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর লবণ ও টক দই ফেটিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিন। গরুর মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাংস কষানো হলে পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এলে সস দিয়ে নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে চিনি ও গরম মসলা গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন বাটা মসলায় বিফ কষা।

ডিসেম্বরের আগেই নির্বাচনে কী

১৮ পৃষ্ঠার পর

বৈশাখ মাসের শুরু বা জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুম শুরু হয়ড়্যার তীব্রতা বাড়ে মে মাসে। জুন মাসেও বৃষ্টি হয়। মে-জুনে দেশের আবহাওয়া কেমন থাকে, তা বছরের এই সময়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ৩০ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় ১৯৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে সারা দেশে বৃষ্টি হয়েছে। টানা বৃষ্টি ও স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হওয়ায় বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে উপকূলীয় জেলাগুলো।

প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের যে সময়ের কথা বলেছেন তার অর্থ এই নয় যে, ২০২৬ সালের জুন মাসেই নির্বাচন হবে। বরং তিনি বলছেন ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনড়এই ছয় মাসের মধ্যে যেকোনো সময় নির্বাচন হতে পারে। সরকার চাইলে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকেও ভোট হতে পারে। কেননা ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে রমজান শুরু, ফলে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কাল নির্বাচনের অনুকূলে থাকবে না। সেক্ষেত্রে মার্চের শেষদিকে হতে পারে। যদিও সেটা কঠিন। কেননা, এরপর এপ্রিল থেকে জুন ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির মৌসুম। জুলাই-আগস্টে বন্যার শঙ্কা থাকেড়্যার রেশ থাকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মূলত জাতীয় নির্বাচনের সবচেয়ে ভালো সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। বছরের বাকি ছয় মাস প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের শঙ্কা থাকে।

জুনেও কি ভোট হবে?

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন করা না গেলে জুনেও নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেননা সরকার যদি ২০২৬ সালের জুনে নির্বাচন করতে চায়, তাহলে তফসিল ঘোষণা করতে হবে এপ্রিলে। ওই সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে প্রার্থীদের নানা অসুবিধায় পড়তে হবে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোই জুনে নির্বাচন করতে আগ্রহী হবে না। ফলে নির্বাচন হয়তো আরও পিছিয়ে যেতে পারে।

সম্ভবত এসব বাস্তবতা মাথায় রেখেই বিএনপি ডিসেম্বরেই নির্বাচন চাচ্ছে। এমনকি সেনাপ্রধানও বলেছেন, তিনি মনে করেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হওয়া উচিত। জামায়াতে ইসলামীও ফেব্রুয়ারিতে এবং সম্ভব না হলে এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তথা জুলাই অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দলটি যদি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের বিরোধিতা করে এবং নানা কারণে যদি আগামী বছরের জুনেও নির্বাচন না হয়, তাহলে এই সময়কালে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে রোহিঙ্গা ও আরাকান আর্মি ইস্যুতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে এবং তার ফলে দেশের অবস্থা কী হবে, তা নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

বিচার ও সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকার তাদের যে অগ্রাধিকারের তালিকা ঠিক করেছে সেটি এরকমড়১. জুলাই অভ্যুত্থানের সময় গণহত্যার বিচার; ২. সংস্কার এবং ৩. নির্বাচন।

বিচার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যেহেতু বিচারের মূল কাজগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এবং এখানে বিচারের স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার একটা বাধ্যবাধকতা আছে; মূল আসামি শেখ হাসিনাসহ দলের শীর্ষ অনেক নেতাই বিদেশে এবং কিছু নেতা দেশেও আত্মগোপনে আছেন। ফলে তাদেরকে হাজির করে অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য শেষ করা, বিশেষ করে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনে কোনো ধরনের তাড়াহুড়া করার সুযোগ নেই। তাড়াহুড়া করে বিচার সম্পন্ন করতে চাইলে এটি দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশ্নের মুখে পড়বে।

ফলে বিচারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এটি দীর্ঘদিন চলমান থাকবে এবং নির্বাচনের পরে যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন, তারা প্রক্রিয়াটি চালু রাখবেড়এমন অঙ্গীকার থাকতে হবে। কিন্তু বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হবে নাড়এই সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরেও নির্বাচন সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত সংস্কার। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ হচ্ছে 'সংস্কার'। কিন্তু গত প্রায় ১০ মাসে রাষ্ট্রের কোথায় কতটুকু সংস্কার হলো, তা নিয়ে জনমনে প্রশ্নের অন্ত নেই। ১১টি সংস্কার কমিশন হয়েছে। তারা কয়েক হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে কয়েকশ সুপারিশ দিয়েছে। এসব সুপারিশের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক অনেক বিষয়ে যে প্রধান দলগুলোর মধ্যে ঐক্য হয়নি, তা এরইমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তার মানে সংস্কারও একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

গত ১০ মাসে বিচারালয়ে অনেকগুলো বড় ঘটনা ঘটেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার ছেলে তারেক রহমানসহ দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিগত সরকারের আমলে হওয়া মামলাগুলো খারিজ হয়েছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতের এক শীর্ষ নেতাকে খালাসও দেওয়া হয়েছে।

অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা, ভবন ও সড়কের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও শেখ পরিবারের লোকদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য এটা করা হলেও নাম বাতিলের তালিকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের মতো জাতীয় নেতা যেমন রয়েছেন, তেমনি আছেন কবি জীবনানন্দ দাশ, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের মতো মানুষেরাও। ফলে এসব পরিবর্তন বা সংস্কার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখছে বা রাখবেড়তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে এসব সংস্কারের কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্নও আছে। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে যে মব ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলছে, গত ১০ মাসেও তা থামানো যায়নি।

কেন দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ

সরকারি পরিসংখ্যান যাই বলুক না কেন, দেশের অর্থনীতি যে ভালো অবস্থায় নেই, সেটি সাধারণ মানুষ তার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করছে। গত ১৮ মে প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপের ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক বছরের ব্যবধানে বেকারত্বের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ২০২৩ সালের চেয়ে ২০২৪ সালে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে দেড় লাখ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাবে, ২০২৪ সাল শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা সাড়ে ২৫ লাখ। গত বছর বেকারের হার ছিল ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। (প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২৫)

বাংলাদেশ ইকোনোমিক রিভিউর তথ্য বলছে, কৃষি ও সেবা খাতে কম প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে তিন দশমিক ৯৭ শতাংশ। করোনা মহামারি শুরুর অর্থবছর বাদ দিলে গত ৩৪ বছরের মধ্যে তা সর্বনিম্ন। এ বছরের শুরু থেকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও কারখানা বন্ধ থাকাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ছিল নাজুক। ফলে জিডিপিতে কম প্রবৃদ্ধি সেই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। (দ্য ডেইলি স্টার অনলাইন, ২৮ মে ২০২৫)

সুতরাং, গত ১০ মাসে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণে কী করেছে বা করতে পেরেছে, তা খুব পরিষ্কার নয়। ফলে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় থেকে পরিস্থিতির কতটুকু উন্নতি করতে পারবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা আছে।

সব মিলিয়ে দেশের যে পরিস্থিতি; নানা ইস্যুতে জনমনে যে সন্দেহ; রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও মব বন্ধের কোনো আলামত দৃশ্যমান না হওয়া এবং সংস্কার ইস্যুতে সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে জনমনে আস্থার ঘাটতিড়সব মিলিয়ে আগামী ডিসেম্বর নয়, বরং তার আগেই নির্বাচন করে ফেলা সম্ভব এবং সম্ভবত সেটাই দেশ ও জনগণের জন্য তো বটেই, সরকারের জন্যও মঙ্গলজনক। । আমীন আল রশীদ সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। ঢাকার দৈনিক ডেইলী ষ্টার এর সৌজন্যে

১৪ জুন শনিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে 'নো কিংস' সমাবেশ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আরও ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েন করা হবে। এরই মধ্যে অন্তত পাঁচ হাজার সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন টেক্সাস গভর্নর।

সেনা মোতায়েনে ট্রাম্পের পদক্ষেপের নিন্দা জানাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা।

তারা এটাকে বাড়াবাড়ি বলে বর্ণনা করছেন। ১২ জুন বৃহস্পতিবার ক্যাপিটল হিলে এক শুনানিতে প্রশাসনের অভিবাসন প্রয়োগ নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড ও মেরিন মোতায়েনের নিন্দা জানান ডেমোক্র্যাট দলের গভর্নররা।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

KUWAIT · SAUDIA · QATAR AIRWAYS · Emirates · TURKISH AIRLINES · CATHAY PACIFIC · AIR INDIA

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্যের হার বেড়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণে ৩ দশমিক ৬৫ ডলার ব্যয়ের সামর্থ্য না থাকলে এতদিন অতিদরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। এ সীমা বাড়িয়ে ৪ দশমিক ২০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে এ সীমা ৬ দশমিক ৮৫ থেকে বাড়িয়ে ৮ দশমিক ৩০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা বা অতিদারিদ্র্য পরিমাপের নতুন সংজ্ঞা বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশে ২০২২ সালে পিপিপি ভিত্তিতে অতিদরিদ্র মানুষ ছিল ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। আগের সংজ্ঞা অনুসারে ২০২২ সালে যা ছিল ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে ৪ দশমিক ২০ ডলারের হিসাব বিবেচনা নিলে ২০২২ সালে অতিদারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। আগের সংজ্ঞা অনুসারে একই বছর যা ছিল ৩০ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, নতুন সংজ্ঞা বা হিসাব পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জনে একজন অতিদরিদ্র রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রায় ৮১ কোটি মানুষ এখনও অতিদারিদ্র্যে বসবাস করছে।

প্রথমবার আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার হিসাব পদ্ধতি হালনাগাদ হয় ২০০১ সালে। এরপর হয় ২০০৮, ২০১৫ ও ২০২২। সর্বশেষ হালনাগাদ করা হলো চলতি মাসে। মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বিশ্বব্যাংক ২০১৭ সালে দুটি আলাদা আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমারেখার হিসাব শুরু করে। এর একটি নিম্ন মধ্যম আয় এবং অন্যটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য।

ট্রাম্প কেন উচ্চশিক্ষা ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

গত এক শ বছরে পশ্চিমা সমাজে, বিশেষ করে আমেরিকায়, মেধাভিত্তিক সমাজ বা 'মেরিটোক্রেসি' গড়ে উঠেছে। এখন শুধু পরিবার বা অর্থ নয়, বরং কে কতটা শিক্ষিত, সেটাই সমাজে উচ্চমর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

তবে শিক্ষিত হওয়া মানে কেবল ডিগ্রি পাওয়া নয়। শিল্পকলায় রুচি থাকা, বই পড়ার প্রতি ঝোঁক থাকা এবং একাধিক ভাষায় জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা থাকাও এই 'শিক্ষিত শ্রেণির' বৈশিষ্ট্য।

ট্রাম্প অনেক ধনী এবং তিনি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ড়ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার হোয়াটন স্কুল থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বইপত্র পড়েন না, বড় কোনো জ্ঞানেও দক্ষ নন।

আসলে মাগা ধারার লোকেরা শুধু নিজেরা অযোগ্য বলে যে শিক্ষিতদের ঘৃণা করেন, বিষয়টি এমন নয়। এর পেছনে শ্রেণিগত ক্ষোভও আছে। শুধু ডিগ্রি বা ভালো সংগীতের রুচি থাকলেই সমাজে মর্যাদা পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে সমাজে উচ্চমর্যাদা পেতে হলে জাতি, লিঙ্গ বা যৌনতা নিয়ে নির্দিষ্ট 'প্রগতিশীল' দৃষ্টিভঙ্গি থাকাও দরকার হয়। অনেকের কাছে এই প্রগতিশীলতা মানে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা নয়, বরং নৈতিক উৎকর্ষের চিহ্নও হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, যারা এই মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি বা স্বীকৃতি পায়নি, তারা এখন এই ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে চায়।

আমেরিকার অনেক সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একেবারেই একাডেমিক বা শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজনীতিকে এখন অনেক সময় ধর্মবিশ্বাসের মতো করে দেখা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন এমন একধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে কিছু কিছু শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অন্যদের মতকে সহ্য করতে চান না। বিশেষ করে, যাঁরা রক্ষণশীল মতাদর্শে বিশ্বাস করেন বা মাগা ধারার সমর্থক, তাঁদের অনেক সময় বিপক্ষ শিবির বা নৈতিকভাবে নিচু শ্রেণির মানুষ বলে দেখা হয়।

অনেক শহুরে শিক্ষিত অভিজাত মানুষ মনে করেন, যাঁরা গ্রামে থাকেন, বন্দুক রাখেন, খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করেন বা ভালো বই পড়েন না, তাঁরা নিচু শ্রেণির মানুষ। এই শিক্ষিত শ্রেণির ধারণা রক্ষণশীলদের আহত করে; তাঁরা অপমান বোধ করেন। এ অপমানবোধ তাঁদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীলদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে। এটিকেই ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

তবে ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তা দিন শেষে সবার উপকারও করতে পারে। এটি মানুষকে আগের চেয়ে বেশি জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ইয়ান বুরুমা ডাচ-ব্রিটিশ লেখক, সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক

কী সংস্কার, কী উন্নয়ন?

১৮ পৃষ্ঠার পর

এই ইন্ডিকেটরগুলো দিয়ে সহজেই বোঝা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির গতিপথে দিকের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি হয়নি। সাধারণ মানুষের মনেও কিছু ইন্ডিকেটর থাকে ক্ষমতার রদবদলকে মূল্যায়নের জন্য। ওই মূল্যায়নের পরিমাপকগুলো হচ্ছে সাধারণত বাজারে জিনিসপত্রের দাম, রাস্তাঘাটে চলাচলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি। উপরোক্ত অনেকগুলো ইন্ডিকেটরের বিচারে চলতি অন্তর্বর্তী সরকার আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করতে পারছে না। আর সেটাই একধরনের অস্থিরতা তৈরি করে চলেছে।

বিগত সরকারের 'উন্নয়ন' অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং সেগুলো প্রধানত কাদের স্বার্থ হাসিল করেছে তা লক্ষণীয়। এবার 'সংস্কার'ও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে এবং সেগুলো কাদের স্বার্থে তাও বিবেচনাযোগ্য। বিগত নির্বাচিত অগণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়ন আর বর্তমানের অনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সংস্কার দুই-ই যদি একইরকম প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে এবং রূপে-রঙে-কর্মে সমধর্মী হয় তবে এ জাতির দুর্ভাগ্যের কোনোদিনই শেষ হবে না।

আনু মুহাম্মদের ওই বইটির শেষ পৃষ্ঠায় পূর্বে লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলে বর্তমান সংস্কারের ও ভবিষ্যৎ সরকারের (নির্বাচিত বা অনির্বাচিত যাই হোক) উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একটা চলনসই দিকনির্দেশনা পেতে পারি: জিডিপি বৃদ্ধি, কোন মূল্যে? মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, কতজনের জন্য? আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও শপিং মল, কত মূল্যে? গাড়ির সংখ্যা ও রাস্তায় জ্যাম বৃদ্ধি, গণপরিবহনের কী হাল? বড় বড় প্রকল্প ঋণ ও পরিবেশ বিনাশ, কাদের জন্য? আয়ের পরিমাপে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনমানের কী অবস্থা? বড় বড় বিনিয়োগ, কী মূল্যে ও কাদের স্বার্থে? তিনি লিখেছেন, "এ লক্ষ্যে আমাদেরকে চলতি আদর্শিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের শক্তিকে জাগাতে হবে সন্ত্রাসের ভয়ের, লুণ্ঠনের, ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের ও জনগণের সম্পদ ডাকাতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে রাজনীতির ও উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রে স্থাপনের জন্য এবং দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এটা জরুরি।" চার বছর আগে প্রকাশিত এ বইটির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা এখন যেমন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। যত তাড়াতাড়ি এ বইয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ততই দেশের মঙ্গল। ডিম আগে না মুরগি আগে জাতীয় প্রশ্নের চালাকি জাতীয় স্বার্থে আগে বাদ দেয়া প্রয়োজন। ওয়েব পোর্টাল বিডিডনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

শতাধিক ড্রোন নিক্ষেপ করে

১২ পৃষ্ঠার পর

পারমাণবিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। ইরানের সংবাদমাধ্যম এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অঞ্চলে ইসরাইলের হামলা চালিয়েছে। ইসরাইল এ হামলাকে 'রাইজিং লায়ন' নাম দিয়েছে। ইরানের কমান্ডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পর পালটা হামলার আশঙ্কায় সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রেকর্ডকৃত এক ভিডিও বার্তায় জানান, 'আমরা ইসরাইলের ইতিহাসের একটি নির্ণায়ক মুহূর্তে আছি।' তিনি আরও বলেন, 'ইসরাইল একটি অভিযানে ইরানের পারমাণবিক বোমা নির্মাণে যুক্ত বিজ্ঞানী, তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি এবং নাতাঞ্জের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং এই অভিযান আরও কয়েক দিন চলবে।' নাতাঞ্জ শহরের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওই স্থাপনার কাছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ' ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, তেহরানে কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং দেশের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানান, ইরানের 'ডজনখানেক' পারমাণবিক ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কার্টজ এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইরানের ওপর পূর্ব প্রতিরোধমূলক হামলার পর, ইসরাইল ও এর বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা অবধারিত।'মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, ইসরাইল এককভাবে এ হামলা চালিয়েছে। কারণ তারা (ইসরাইল) মনে করে এই হামলা তাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

এক বিবৃতিতে রুবিও আরও বলেন, 'আজ রাতেই ইসরাইল একতরফাভাবে ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা এই হামলায় জড়িত নই এবং আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার হলো অঞ্চলজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।' খবর এপির।

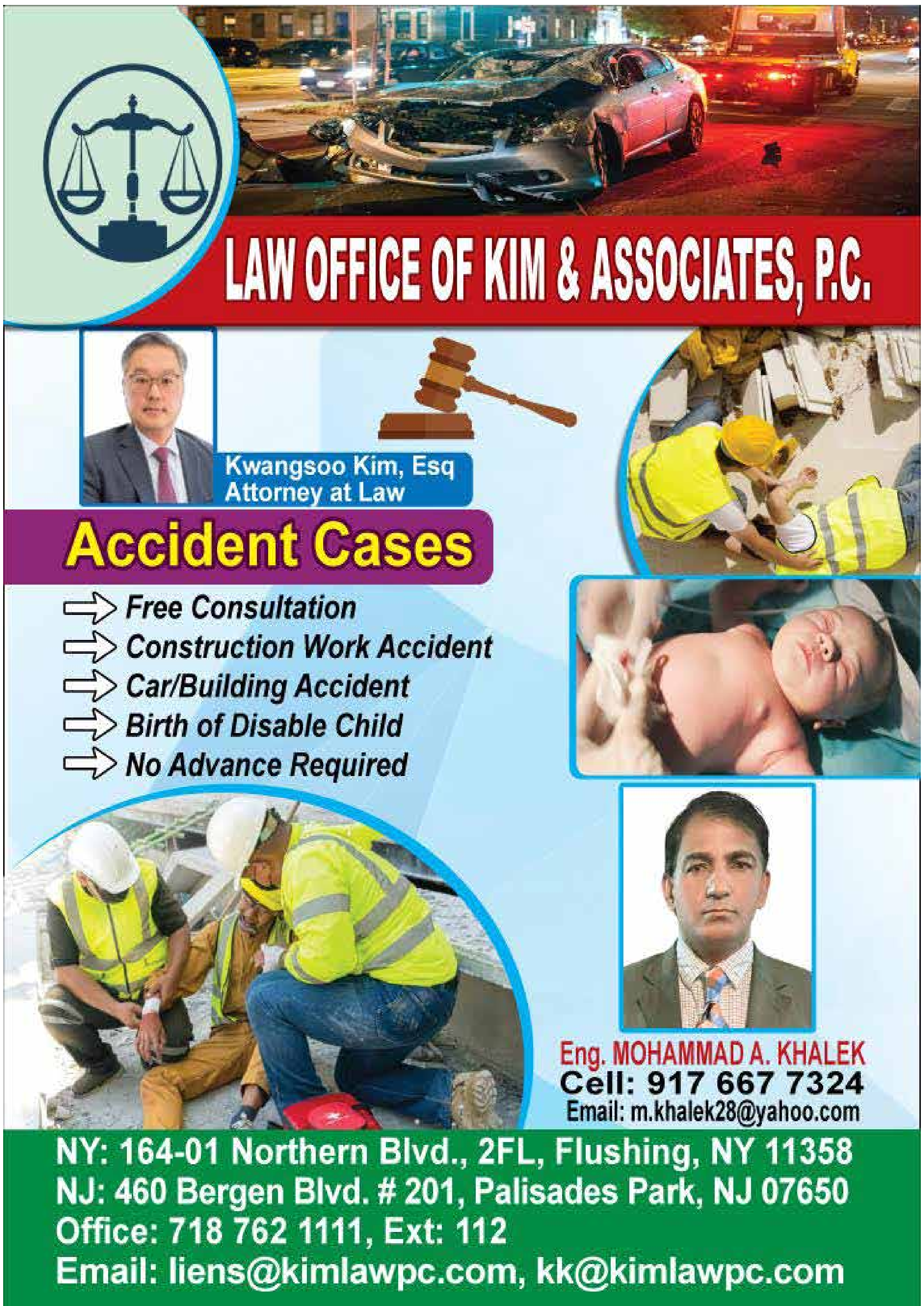

NY INSURANCE BROKERAGE INC

NY I
NY INSURANCE BROKERAGE

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে **NY INSURANCE**-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় গড় মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমেছে। বেশির ভাগ দেশে সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। এর ফলে নীতি সুদহার কমানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতে গত ২০২৩ সালের শুরু থেকে অপরিবর্তিত থাকা সুদের হারও চলতি ২০২৫ সালের শুরুতে কমানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, ভুটান ও নেপালে উন্নয়ন ব্যয় বাড়বে। বাংলাদেশে এই খাতে ব্যয় কমতে পারে। চলতি ব্যয় ও ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া হবে।

যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এরই মধ্যে জানিয়েছে, চলতি ২০২৪২৫ অর্থবছর শেষে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এই অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি কমে হবে ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ। একই সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি সামান্য বাড়লেও সেবা খাতে কমবে।

মাথাপিছু আয় বাড়বে দক্ষিণ এশিয়ায়

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২৫ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয়ে গড় প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশে স্থির থাকতে পারে, যা এই অঞ্চলে দারিদ্র্য আরো কমাতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া ভারতের মতো বড় অর্থনীতির দেশকে বাদ দিলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি ২০২৫ সালে হবে ২ দশমিক ১ শতাংশ, যা ২০২৭ সালে বেড়ে ৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

তবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার করোনাপূর্ব দশকের চেয়ে কম থাকবে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। অর্থাৎ এসব দেশে দারিদ্র্য কমার গতি আগের চেয়ে ধীর হতে পারে। আফগানিস্তানে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিস্তৃত আকারেই থেকে যাবে। সেখানে বৈদেশিক সাহায্য কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের প্রবাহ শক্তিশালী হয়েছে। তবে পর্যটন খাতে বড় ধরনের আয় হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি কিছুটা কমেছে। তবে ভারতে চলতি বছরের এপ্রিলে পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়েছে। কারণ, সে সময় দেশটিতে জ্বালানি তেল আমদানি দ্রুত বাড়লেও রপ্তানি ততটা বাড়েনি।

পাকিস্তানেও এপ্রিলে পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ ছিল রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, এপ্রিলের শুরুতে পণ্য আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক বাড়ানোর পদক্ষেপ। এতে পাকিস্তানের রপ্তানিতে সরাসরি প্রভাব পড়েছে।

নেপালভুটানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে

আগামী অর্থবছরগুলোয় নেপাল ও ভুটানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির হিসাবে, নেপাল আগামী ২০২৫২৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৫ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। নেপালের হাইড্রো পাওয়ার উৎপাদনে অগ্রগতির ফলে শিল্পোৎপাদন বাড়বে। ফলে ভারতসহ নেপালের প্রতিবেশী দেশগুলোয় বিদ্যুৎ রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে। অন্যদিকে ভুটানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়ে ২০২৫২৬ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৬ শতাংশে উঠতে পারে, যা জানুয়ারির পূর্বাভাসের চেয়ে ১ শতাংশ বেশি। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি হবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা ও নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ। এটি দেশটির বিনিয়োগ ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আগামী ২৫ বছর গরমকালে পবিত্র

৫ পৃষ্ঠার পর

শীতকাল (ফেব্রুয়ার-জানুয়ারি, ডিসেম্বরের শেষার্ধ) ২০৪২-২০৪৯: শরৎকাল (নভেম্বর-সেপ্টেম্বর)
২০৫০: আবারও গ্রীষ্মকালে ফিরবে হজ, সময়ের এই পরিবর্তনে হাজিদের জন্য পবিত্র হজ পালন সহজ হয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে যাদের বয়স বেশি বা শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য গ্রীষ্ম বাদে অন্য সময়ে পবিত্র হজ পালন স্বস্তির হবে। এছাড়া ভিড় সামলানো, রসদ সরবরাহ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও স্বস্তি আসবে। খবর গালফ নিউজের

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট
IRS Authorized e-file Provider
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বিশ্ববাজারে বাড়ছে চীনের

১০ পৃষ্ঠার পর

গাড়ি হিসেবে পশ্চিমা বাজারের জন্য এটি সত্যিই একটি সস্তা গাড়ি।

বিওয়াইডি ইতিমধ্যে চীনের সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গত ২০২৪ সালে বিওয়াইডি বিশ্বের শীর্ষ অতিধনী যুক্তরাষ্ট্রের ইলন মাস্কের টেসলা ব্র্যান্ডকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বড় ইভি নির্মাতায় পরিণত হয়েছে। দুই বছর আগে থেকে ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশের পর থেকে বিওয়াইডি বেশ দ্রুত তাদের বাজার সম্প্রসারণে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। যুক্তরাজ্যে বিওয়াইডির বিক্রয় ও বিপণন পরিচালক স্টিভ বিটি বলছেন, ‘আমরা ১০ বছরের মধ্যে ইউরোপের বাজারে এক নম্বর হতে চাই।’

কিছু বিশ্লেষকের মতে, বৈশ্বিক মোটরশিল্পের চেহারা বদলে দিতে পারে বিওয়াইডি। প্রতিষ্ঠানটির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও ইইউ কঠোর শুল্কনীতি প্রণয়নে বাধ্য হয়েছে।

বার্মিংহাম বিজনেস স্কুলের ব্যবসা ও অর্থনীতির অধ্যাপক ডেভিড বেইলি বলছেন, চীনা ব্র্যান্ডগুলো ইউরোপীয় বাজারে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করছে। বেইলি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, চীনে ইতিমধ্যে বড় অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ায় এবং আধুনিক ব্যাটারি প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে তাদের বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির খরচ কম পড়ছে। এর ফলে ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাতারা চীনা কোম্পানিগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ছে।

২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ৭০ লাখ ব্যাটারি ও প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি বিক্রি হয়েছে, যার মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ বিক্রি হয়েছে শুধু চীনে। পরামর্শক সংস্থা রো মোশনের তথ্য অনুযায়ী, চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাইরে বৈশ্বিক ইভি ও প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির বাজারে ১০ শতাংশ হিস্‌সা দখল করে নিয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে কিছু বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে চীনা গাড়িগুলো হ্যাকার ও তৃতীয় পক্ষের জন্য নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এর পাশাপাশি ইউরোপের গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটি একটি নতুন চ্যালেঞ্জও বটে।

বৈদ্যুতিক গাড়ি শিল্পে চীনের প্রতিযোগিতা

চীন ২০০১ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) যোগ দেয়। এর পর থেকে দেশটির গাড়িশিল্প দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয় ২০১৫ সালে, যখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ‘মেড ইন চায়না ২০২৫’ নামে একটি উদ্যোগ চালু করে। বৈদ্যুতিক বাহনসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি শিল্পে চীনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তখন ১০ বছরের ওই পরিকল্পনাটি হাতে নেওয়া হয়েছিল।

বিওয়াইডি একসময় মূলত মুঠোফোনের ব্যাটারি তৈরি করত। তবে দেশটির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ফলে বিওয়াইডির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বৈদ্যুতিক গাড়ির নির্মাতাদের মধ্যে দ্রুত বড় হতে থাকে।

ইলেকট্রিক ভেহিকলস ইউকের প্রধান নির্বাহী ড্যান সিজার বলেন, চীনের তৈরি গাড়ির মান খুব ভালো। এ ছাড়া চীন অত্যন্ত দ্রুত গাড়ি তৈরির কৌশল রপ্ত করে ফেলছে।

কম শ্রম, কম খরচ, সরকারি ভর্তুকি ও সরবরাহ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় বিশ্ববাজারে চীন কোম্পানিগুলো ভালো করছে বলে দাবি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের। ২০২৩ সালের শেষের দিকে সুইস ব্যাংক ইউবিএসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিওয়াইডি একাই পশ্চিমা প্রতিযোগীদের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম খরচে গাড়ি তৈরি করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালায়েন্স ফর আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারিং বলেছিল, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের গাড়িশিল্প বিলুপ্তির পথে চলে যেতে পারে। বাইডেন প্রশাসনও নাটকীয় পদক্ষেপ নিয়েছিল। তারা চীনের তৈরি বৈদ্যুতিক বাহনের ওপর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। তখন এর নিন্দা করেছিল বেইজিং। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) চীনের তৈরি ইভির ওপর ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছিল।

নিরাপত্তা, স্পাইওয়্যার ও হ্যাকিংয়ের উদ্বেগ

বর্তমানে অধিকাংশ বৈদ্যুতিক যানবাহন কোনো না কোনোভাবে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত। যেমন স্যাটেলাইট নেভিগেশনের জন্য গাড়িচালকদের ফোন প্রায় গাড়ির সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। টেসলার ওভার-দ্য-এয়ার আপডেট একটি গাড়ির সফটওয়্যার যেকোনো স্থান থেকে আপগ্রেড করতে পারে। এর ফলে তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল যে গাড়িগুলো হ্যাক করা যেতে পারে। এমনকি কিবোর্ডের এক স্পর্শেও এ গাড়িগুলোকে অচল করে দেওয়া সম্ভব।

এ বছরের শুরুতে একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র রিপোর্ট করেছিল যে সামরিক ও গোয়েন্দাপ্রধানদের বৈদ্যুতিক গাড়িতে চড়ার সময় সরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের গবেষক জোসেফ জারনেকি বলেছেন, নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রশমিত করা যেতে পারে। চীনা গাড়ি নির্মাতারা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে আছে। যদিও তারা চীনের আইন মেনে চলতে বাধ্য। এতে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজন হতে পারে। তবে কেউই নিরাপত্তাঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়ে তাদের আন্তর্জাতিক রপ্তানির ক্ষমতা নষ্ট করতে চায় না।

ইলেকট্রিক ভেহিকলস ইউকের প্রধান নির্বাহী ড্যান সিজার আরও বলেন, ‘জার্মানি বা অন্য কোথাও গাড়ি তৈরি হলেও এতে বেশ কিছু চীনা যন্ত্রাংশ থাকবে। বাস্তবতা হলো, আমাদের অধিকাংশেরই চীন, যুক্তরাষ্ট্র বা কোরিয়ায় তৈরি স্মার্টফোন ও অন্যান্য জিনিস রয়েছে। এ নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবি না। তাই আমি মনে করি, চীন কী করতে সক্ষম তা নিয়ে কিছু ভীতিকর প্রচারণা চলছে। আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে চীন ভবিষ্যতের একটি বড় অংশ।’- বিবিসি

অর্থপাচারে অভিযুক্তদের

১০ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা জোরদার করেছে বাংলাদেশ। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া। তাই এ কাজে গতি আনতেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে লন্ডন সফরে রয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। প্রেস সচিব আরও জানান, পাচার হওয়া সম্পদ ফেরত আনার বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইমস এজেন্সির (এনসিএ) সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাচারের অর্থ শনাক্ত, কীভাবে পাচার হয়েছে তা খুঁজে বের করা ও জব্দ করার বিষয়ে ‘এনসিএ’-এর ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ বিষয়ে সংস্থাটি ইতোমধ্যে দুটি পদক্ষেপও নিয়েছে।

শফিকুল আলম বলেন, পাচারকৃত অর্থ কীভাবে ফেরত আনা যায় তা জানতে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও যাচাই করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যেই একাধিক বৈঠক হচ্ছে।

এর আগে ১১ মার্চ অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছিলেন, বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা সম্ভব। এ জন্য বিদেশের সঙ্গে চুক্তির চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি। সচিবালয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি। বিশাল অংকের টাকা। সব অংকের টাকা আনতে, তাদের আইডেন্টিফাই করতে, বিভিন্ন দেশে আছে, এখানে কতগুলো আইনী পদক্ষেপ আছে, আবার সে আইনের পদক্ষেপগুলো বিদেশের সঙ্গে জড়িত। আমরা চেষ্টা করছি ইমিডিয়েটলি যেটা পারি আনতে। অন্যগুলোও আনার চেষ্টা করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এটলিস্ট কিছুটা ইন্ডিকেশন আসুক। এ জন্য আইনের... । আইন মানে কিছু এগ্রিমেন্ট করা বিদেশের সঙ্গে, এগুলো করব। নেক্সট মাসে আর একটু বেটার জানতে পারবেন।’ আপনারা কয়েকশ কোটি ডলার ফেরত আনার চেষ্টা করছেন। এটা কী সম্ভব- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, ‘হ্যাঁ এটা সম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় ১১-১২ জন দিয়েছে, ২০০ কোটি টাকার ওপরে অনেকের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে।

রোজার আগেই নির্বাচন

৯ পৃষ্ঠার পর

সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টার কাছে আগামী বছরের রমজানের আগে নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তাব করেন। দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও মনে করেন ওই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভালো হয়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি আগামী বছরের এপ্রিলের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা গেলে ২০২৬ সালের রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচারের বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন করা প্রয়োজন হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টার এই অবস্থানকে স্বাগত জানান এবং দলের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টাও জনাব তারেক রহমানকে ফলপ্রসু আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানান।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে

১২ পৃষ্ঠার পর

কারণে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হতে পারে। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, এই পদক্ষেপগুলো অফুরন্ত (অস্তিত্বহীন) 'শান্তি প্রক্রিয়া' হওয়া উচিত নয়, বরং ইসরায়েলের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত যেন তারা রাষ্ট্র গঠনে বাধা দেওয়া বন্ধ করে।

যদিও ১৪৭টি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এই পদক্ষেপে অনীহা প্রকাশ করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে এটি কেবল ইসরায়েলের অনুমোদন এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই সম্ভব।

গত বছর আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং নরওয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য তৈরি হয়েছে যে, ইসরায়েলকে তার নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়ার উপায় হিসেবে একতরফাভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলি কূটনীতিক অ্যালন পিঙ্কাস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, ফ্রান্সের ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ 'গুরুতর এবং এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ এবং সৌদি আরবের সমর্থন পেয়েছে।'

তবে, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স উভয়ই এই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। ইসরায়েল বলেছে, এর প্রতিক্রিয়ায় তারা অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ করবে।

ইসরায়েল এ বিষয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, তারা অধিকৃত পশ্চিম তীরে নতুন করে ২২টি বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে, যা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা হিসেবে বিবেচিত। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ একে 'কৌশলগত পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেন।

ইসরায়েলে জরুরি অবস্থা জারি,

১২ পৃষ্ঠার পর

তখন ঘুমাচ্ছিলেন। জেরুজালেমে অবস্থানরত একজন বিবিসি সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সাইরেনের বিকট শব্দে এবং মোবাইলে জরুরি সতর্কবার্তা পেয়ে তারা জেগে ওঠেন।অন্যদিকে সিএনএন বলছে, শুক্রবার ভোরে ইরানে হামলা চালানোর পর সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক আক্রমণের আশঙ্কায় ইসরায়েল সরকার নাগরিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।ইসরায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল রাফি মিলো বলেন, "এই অভিযান চলাকালে আমরা দেশে ব্যাপক সতর্কতা সংকেত বা সাইরেন বাজতে দেখতে পারি। তাই প্রত্যেক নাগরিককে অনুরোধ করছি,নিজ নিজ অবস্থান থেকে দ্রুত ও যথাসম্ভব সুরক্ষিতভাবে আশ্রয় নিতে।"

তিনি আরও বলেন, "আপনার বাসাবাড়িতে বা যে স্থানে আছেন, সেখানে যদি সুরক্ষিত কক্ষ, বাংকার বা হোম ফ্রন্ট কমান্ড অনুমোদিত নিরাপদ স্থান থাকে, তাহলে সেগুলোতে আশ্রয় নিন। তা না হলে অন্তত ভবনের সিঁড়িঘরে বা ভেতরের কোনও কক্ষে অবস্থান করুন।"ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সরকার আগেই মনে করছিল, ইরানের পাল্টা হামলা যে কোনও সময় শুরু হতে পারে। তাই নাগরিকদের জন্য আগে-ভাগেই এই নির্দেশনা জারি করা হয় আর তাই ইরানের পাল্টা হামলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে সতর্ক সংকেত বাজানো শুরু হয় এবং নাগরিকদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।

অবশ্য পরে ইরানের হামলা শুরু হওয়ার তথ্য জানিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র অ্যাফি ডেফরিন বলেন, "সকল আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং এগুলো হুমকি প্রতিহত করতে কাজ করছে। এটি একেবারে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি,আমরা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হচ্ছি। তাই আমাদের ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।"ড্রোনগুলো ঠিক কোথায় আঘাত হেনেছে বা প্রতিহত করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে পরিস্থিতি যে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, সে বিষয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে ইসলাম

১২ পৃষ্ঠার পর

পিউ রিসার্চ জানিয়েছে, ইসলাম ধর্মে এই বৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হলো প্রাকৃতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ধর্মান্তরণের ভূমিকা এখানে খুবই সীমিত। মুসলিম পরিবারে গড় সন্তানসংখ্যা অন্য ধর্মের তুলনায় বেশি। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এই ধর্মের অনুসারী।

২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি মুসলিম নারী গড়ে ২.৯ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, যেখানে অমুসলিম নারীর ক্ষেত্রে এই হার ২.২। তাছাড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর গড় বয়স তুলনামূলকভাবে কম, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গবেষণা অনুযায়ী, খ্রিষ্টধর্ম এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্ম, যার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২৩০ কোটি। তবে ইসলাম দ্রুত বাড়তে থাকায় দুই ধর্মের মধ্যকার সংখ্যাগত ব্যবধান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

২০১০ সাল থেকে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বিশ্বে গড়ে ১.৮ শতাংশ হারে কমেছে। এ সময়ে ইসলাম ধর্মের অনুসারী বেড়েছে প্রায় ৩৫ কোটি, যা খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি।

অঞ্চলভিত্তিক পরিবর্তন

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই ইসলাম ধর্মের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কাজাখস্তান, বেনিন ও লেবাননে ইসলাম ধর্মে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। তবে ওমান ও তানজানিয়ায় মুসলমানদের অনুপাত কিছুটা কমেছে।

ধর্মহীন মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। চীনে সবচেয়ে বেশি ধর্মহীন মানুষ বাস করেন, যাদের সংখ্যা প্রায় ১৩০ কোটি। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা ২০১০ সালের তুলনায় বেড়েছে ৯৭ শতাংশ।

ধর্মত্যাগ ও ধর্মান্তর প্রবণতা

গবেষণায় দেখা গেছে, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে ধর্মত্যাগের হার ধর্মান্তরের চেয়ে বেশি। বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্মে, প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক নতুন অনুসারীর বিপরীতে তিনজন ধর্ম ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে, ধর্মহীনতায় প্রবেশের হারও বেশি; প্রতি একজন ধর্মহীনতা ছেড়েছেন, আর তিনজন নতুন করে ধর্মহীন হয়েছেন। তবে ইসলাম একমাত্র প্রধান ধর্ম, যেখানে ধর্মান্তরিত হয়ে আসা মানুষের সংখ্যা ধর্মত্যাগীদের চেয়ে বেশি।

বিশ্ব ধর্মের বর্তমান চিত্র

ইসলাম : এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এই ধর্মের অনুসারী, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

খ্রিষ্টধর্ম : বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা ২৩০ কোটি।

ধর্মহীন : সংখ্যা বেড়ে ২০০ কোটিতে, ২০১০ সালের তুলনায় বেড়েছে ২৭ কোটি।

হিন্দুধর্ম : তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম, এর ১২০ কোটি অনুসারী রয়েছে; গত এক দশকে বেড়েছে ১২.৬ কোটি, তবে বৈশ্বিক হারে অপরিবর্তিত।

বৌদ্ধধর্ম : একমাত্র ধর্ম যার অনুসারীর সংখ্যা কমেছে,হ্রাস ১.৮৬ কোটি,হ্রাস পেয়ে হার ৫% থেকে ৪%-এ নেমেছে।

ইহুদি ধর্ম : গত এক দশকে এর মাত্র ১০ লাখ জনসংখ্যা বেড়েছে। অন্যান্য ধর্ম (শিখ, বাহাই ইত্যাদি) সম্মিলিতভাবে প্রায় ২০ কোটি অনুসারী, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২.২ শতাংশ।

এই গবেষণাটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, ইসলাম শুধু প্রাকৃতিকভাবে নয়, বৈশ্বিক ধর্মীয় পরিবর্তনের ধারাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, ধর্মহীনতা ও ধর্মত্যাগের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আগামী দশকে বিশ্ব ধর্মীয় মানচিত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে,

১২ পৃষ্ঠার পর

পারে না এবং আমরা আলোচনার টেবিলে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী। দেখা যাক। তাদের (ইরান) নেতাদের কয়েকজন আর ফিরে আসবে না," ট্রাম্প তাকে এমনটা বলেছেন বলে জানিয়েছেন বেয়ার।

যুক্তরাষ্ট্র এ হামলায় জড়িত ছিল না বলে ওয়াশিংটন দাবি করলেও তেল আবিবের 'অ্যাডভেঞ্চারে' ওয়াশিংটনেরও সম্পৃক্ততা আছে বলে অভিযোগ করেছে তেহরান।

হামলার বিষয়টি আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম।

চীন ইরান ও ইসরায়েলে তাদের নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছে। ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে পাল্টা হামলা চালাতে পারে আশঙ্কায় ইসরায়েলে থাকা চীনা নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এবং সামরিক ও সংবেদনশীল স্থাপনা এড়িয়ে চলতে বলেছে তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র খ্যাত সৌদি আরব ইরানে ইসরায়েলের হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে।

দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ হামলাকে 'আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন' আখ্যায়িত করেছে।

"সৌদি আরব এ জঘন্য হামলার নিন্দা জানাচ্ছে। এই আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও নিরাপত্তা পরিষদের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বলেই মনে করছি আমরা," বিবৃতিতে বলেছে তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ওমান বলেছে, "এই ঘটনাকে উত্তেজনা বৃদ্ধির বিপজ্জনক ও বেপরোয়া পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছে ওমান, এটি জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বারবার এমন আগ্রাসী আচরণ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, এই ধরনের কাজ আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।"

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্প্রতি পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, তার মধ্যস্থতায় ছিল ওমান। শুক্রবার ইরানে ইসরায়েলের ওই হামলার পর আদৌ ওই আলোচনা অব্যাহত থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

"এই উত্তেজনা এবং এর পরিণতির জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করছে ওমান। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন এই বিপজ্জনক কার্যক্রম বন্ধে কঠোর ও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে," বলেছে তারা।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেছেন, "ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার বৃদ্ধিতে অস্ট্রেলিয়া উদ্বিগ্ন। এই উত্তেজনা বৃদ্ধি ইতোমধ্যেই অস্থির একটি অঞ্চলের পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। আমরা সব পক্ষকে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া বা বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি, যেগুলো উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।"

"আমরা সবাই বুঝি যে, ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আমরা সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই তারা যেন সংলাপ ও কূটনীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়," বলেছেন তিনি।

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন।

"মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে তা সত্যিই অনভিপ্রেত। যে কোনো ভুল হিসাবনিকাশের ঝুঁকি অনেক বেশি। ওই অঞ্চলে আর কোনো সামরিক পদক্ষেপ এবং এর সঙ্গে থাকা ঝুঁকি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই," বলেছেন তিনি। সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জাপানও।

"পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধে জাপান সব ধরনের প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি জাপানি নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে," বলেছেন জাপানের মুখ্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ইয়োশিমাসা হায়াশি।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের এক মুখপাত্র বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন মহাসচিব।

"মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনো ধরনের সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির নিন্দা জানিয়েছেন মহাসচিব। বিশেষ করে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলাকালে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

"তিনি উভয় পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছেন এবং যেকোনো মূল্যে বড় ধরনের সংঘাতের দিকে ধাবিত হওয়া এড়াতে বলছেন। কারণ ওই অঞ্চল আর কোনো গভীর সংকট সহ্য করার মতো অবস্থায় নেই।"

ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী - ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন

৯ পৃষ্ঠার পর

পাচার হওয়া অর্থ খুঁজে বের করতে সহায়তা করছে।

ড. ইউনূস জানান, তার যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের কাছ থেকে 'আরও উদ্দীপনামূলক সমর্থন' আদায় করা। ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশনে রয়েছেন। তার দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করা হয়েছে। তিনি সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে চান। ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে ইউনূসের সঙ্গে স্টারমারের বৈঠক প্রত্যাখ্যানের কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

তবে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ ইউনূসের যুক্তরাজ্য সফর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি তার সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান এবং অবৈধ আর্থিক প্রবাহ মোকাবেলার প্রতিশ্রুতিকে ইঙ্গিত করে। হারিয়ে যাওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ পুনরুদ্ধার হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটাবে। এতে নতুন নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থাও বাড়বে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ইসি শিগগিরই পরবর্তী নির্বাচনের

৯ পৃষ্ঠার পর

একসঙ্গে কাজ করব।'

বিএনপি নেতার কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ড. খলিলুর বলেন, 'উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট না হলে যৌথ বিবৃতি জারি করা হত না।'

এর আগে লন্ডনে তাদের বৈঠকের পর প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়েছে, তারেক এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে বৈঠকটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টাকে প্রস্তাব করেছিলেন যে আগামী বছর রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও বিশ্বাস করেন সেই সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান উপযুক্ত হবে।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, তিনি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, আগামী বছরের এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যদি সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়, তাহলে ২০২৬ সালে রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রে সংস্কার এবং বিচারের বিষয়ে এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতির প্রয়োজন হবে।'

এতে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টার অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন তারেক রহমান। দলের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। 'ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য তারেক রহমানকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।'

সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনার পর অধ্যাপক ইউনূস এবং তারেক রহমানের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষ হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে দুপুর ১টার দিকে লন্ডনের বাসভবন থেকে সভাস্থলের উদ্দেশে রওনা হন তারেক রহমান।

লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে শুক্রবার (১৩ জুন) বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় এই বৈঠক শুরু হয় এবং বিকাল ৩টা ৩৫ মিনিট (বাংলাদেশ সময়) পর্যন্ত চলে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

এর আগে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম দুপুর ১টা ৫০ মিনিটের দিকে হোটেলে পৌঁছালে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান।

তারেক রহমানকে দেখে ড. ইউনূস

৯ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকের শুরুতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তারেক রহমানের সঙ্গে করমর্দন করে এবং দুজনে কুশল বিনিময় করেন।

কুশল বিনিময়ের শুরুতে তারেক রহমান ড. ইউনূসকে বলেন, কেমন আছেন? উত্তরে ড. ইউনূস বলেন, এই যাচ্ছে। কেটে যাচ্ছে। পরে ড. ইউনূস আরো বলেন, খুব ভালো লাগছে। উত্তরে তারেক রহমান বলেন, আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। আই ফিল অনার্ড। আম্মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। ড. ইউনূস বলেন, তিনি অসাধারণ মানুষ।

এর আগে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় তারেক রহমান লন্ডনের পার্ক লেন হোটেল ডোরচেস্টারে পৌঁছান। এ সময় রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো নেতাকর্মীরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানান। তার সঙ্গে রয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং তার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

জুলাই সনদ কার্যকর ও বিচারের রোডম্যাপ ঘোষণার পরই নির্বাচন জানালো জাতীয় নাগরিক পার্টি

৯ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আলোচনাকে ইতিবাচকভাবে দেখছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মধ্যকার বৈঠকটি 'সংসদ নির্বাচন' বিষয়ে দলটিকে আস্থায় আনতে সফল হয়েছে সরকার। জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জরুরি বলে আমরা মনে করি। হতাশা জানিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বৈঠকে নির্বাচনের তারিখ সংক্রান্ত আলোচনা যতটুকু গুরুত্বপেয়েছে, অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নাগরিকদের প্রধান দাবি তথা বিচার ও সংস্কার ততটুকু গুরুত্ব পায়নি। এটা অত্যন্ত হতাশাজনক বলে মনে করে এনসিপি। নির্বাচন প্রশ্নে সরকার কেবল একটি রাজনৈতিক দলের অবস্থান ও দাবিকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে বলে বারবার প্রতীয়মান হচ্ছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনে করে, 'জুলাই ঘোষণাপত্র' প্রণয়ন, 'জুলাই সনদ' কার্যকর করা এবং বিচারের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ব্যতীত জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন গণঅভ্যুত্থানকে স্রেফ একটি ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যম হিসেবে পরিণত করবে এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণের জনআকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করবে। জনগণের দাবি তথা 'জুলাই সনদ' রচনা ও কার্যকর করার পূর্বে নির্বাচনের কোনো তারিখ ঘোষিত হলে তা জনগণ মেনে নেবে না বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। সবশেষে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ও জুলাই সনদ রচনা এবং কার্যকর করেই আসন্ন জুলাইকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করার উদ্যোগ নিতে সরকারকে জোর দাবি জানাচ্ছে এনসিপি।

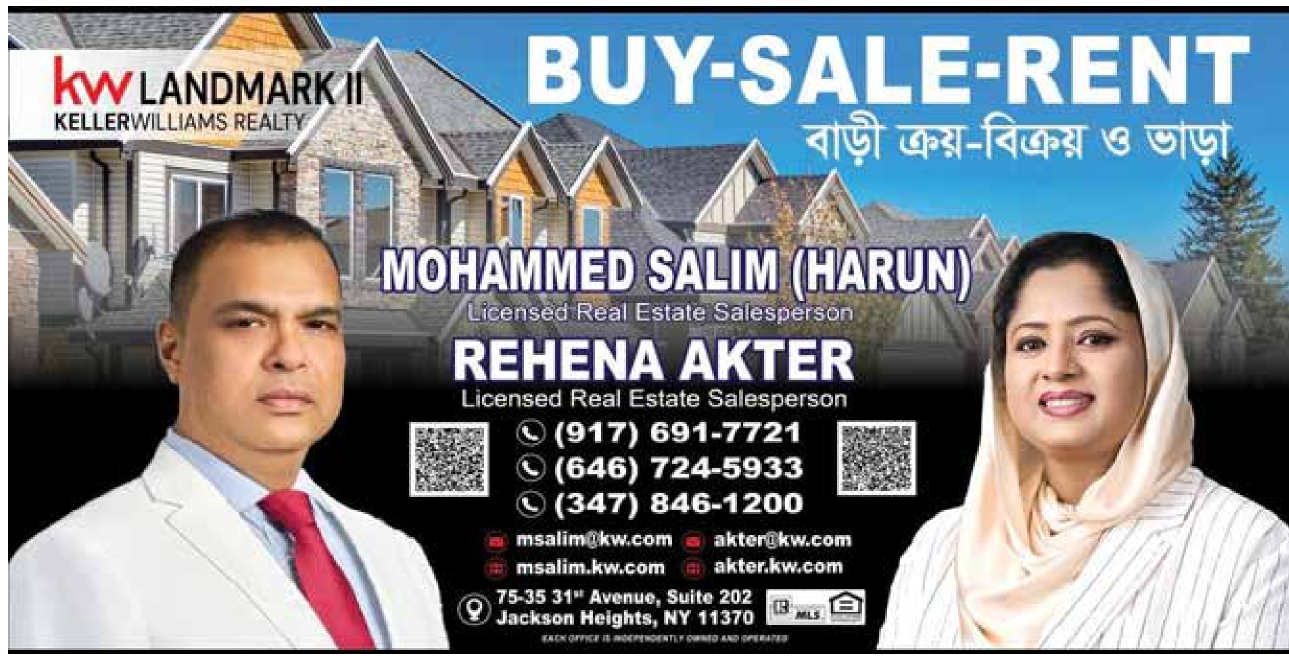

Let this year's FOBANA Montreal be the biggest convention ever
ফেডারেশন অফ বাংলাদেশী এসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা
Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
FOBANA
বাংলাদেশের ঐতিহ্যে আলোকিত মন্ট্রিয়ল
39TH FOBANA CONVENTION
29 30 31 AUGUST 2025
MONTREAL, CANADA
VENUE
Plaza Downtown
EVO- Ex Delta Hotel
777 Robert-Bourassa
Montreal Downtown
QC, H3C 3Z7 &
myfobana.com
Hotel Intercontinental
360 Saint-Antoine O
Montreal Downtown
QC, H2Y 3X4
THE TEAM OYSHEE EXPRESS
TICKETS
VVIP
VIP &
Regular
For Sponsors & Stalls:
514-236-7284
514-664-6789
FOBANA EXECUTIVE COMMITTEE
Atiquer Rahman
Chairperson
+1954-818-2970
Niehal Rahim
Executive secretary
+1917-533-2958
CHIEF GUEST
Mamunur Rashid
Actor, Writer
FOBANA Ambassador
Shamimul Hasan
FOBANA HOST COMMITTEE
Ziaul Haque Zia
Convenor
514-236-7284
Iqbal Kabir
Member Secretary
514-664-6789
HOSTED BY
cbs
কানাডা-বাংলাদেশ সলিডারিটি
CANADA-BANGLADESH SOLIDARITY
Solidarité Canada-Bangladesh
Itrad Juberi Selim
Chief Patron
Babla Deb
Patron
Abul Hossain Dulal
Chief Coordinator
Kamal Chowdhury
Chief Consultant
Shamsad Rana
Cultural Director
Rasel Mirza
Chief Administrator
Bazlur Rashid Bapari
Treasurer
M.S. Ullah Koyel
Director
Public Relations & Communications
Emrul Kayes
Director
Youth Forum
অনুষ্ঠানমালা
বিজনেস লিডার্স সামিট
সেমিনার
সাহিত্য ও কাব্যজলসা
ইয়োথ ফোরাম
ট্যালেন্ট শো
ফোবানা স্কলারশীপ
দেশীয় খাবার
কারুপণ্য প্রদর্শনী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়নি, কিছু সময়ের জন্য কার্যক্রম

৮ পৃষ্ঠার পর

দিচ্ছে, রাস্তায় সংঘর্ষ করছে। এখন ১০ মাস পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে দলটির কেউ অনুশোচনা, দুঃখ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার করেনি। বলেনি, কেউ আদেশ দিয়েছে, তাতে কেউ নিহত হয়েছে, আমি এর জন্য দায়ী নই। আমার খারাপ লাগছে যে আমাকে এটার অংশ হতে হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। ফলে আমাদের কাছে এটা শেষ, কিন্তু তাদের কাছে এটা এখনো চলছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান বলেন, আমরা নিরাপদ বোধ করি না; তারা রাস্তায় বিক্ষোভ করে, লোকজনকে হুমকি দেয়। তারা ইতিমধ্যে এই অভ্যুত্থানের নেতাদের হুমকি দিয়েছে। সুতরাং দেশের নিরাপত্তা, দেশের রাজনীতির নিরাপত্তার জন্য জাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এটুকুই আমরা করেছি। আমরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিনি। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

এ সময় সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, বিচারের বিষয়টি কেন পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না? কেন অন্তর্বর্তী সরকার এটা নিয়ে কাজ করবে?

জবাবে ড. ইউনূস বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত নিইনি। যারা আমাদের দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তারাই আমাদের এ কাজটি দিয়েছে।

নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে বাংলাদেশে যে বিতর্ক চলছে, সে বিষয়টি সামনে এনে সঞ্চালক বলেন, সব মিলিয়ে অনেকে বলছেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না।

জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এটা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দর নির্বাচন। সময় ঠিক আছে, জনগণও প্রস্তুত। ১৭ বছর পর আপনি একটি সত্যিকারের নির্বাচন পাচ্ছেন। আগামী নির্বাচন একটি নতুন সরকার নির্বাচনের রুটিন ভোট হবে না, এটা হবে নতুন বাংলাদেশের জন্য ভোট। আমরা পুরোনো বাংলাদেশকে বিদায় বলে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই।

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের ওপর দমনপীড়নের অনেক খবর পাওয়ার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানতে চান সঞ্চালক। জবাবে ড. ইউনূস বলেন, এটা সত্যি নয়। তাদের জীবনে এত স্বাধীনতা কখনো ছিল না। তারা যা খুশি বলতে পারছে।

TITLE SPONSOR
Empire Care Agency
NURUL AZIM
GRAND SPONSOR
STAR
FURNITURE
PRESENT BY
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
POWERED BY
NYSAJC
KR SHERA INC
SAT. 5TH JULY 2025
NAGARBAUL JAMES
Live
Concert
NEW YORK
VENUE: AMAZURA HALL
91-12 144TH PLACE, JAMAICA, NY 11435
Media Partner
সাপ্তাহিক আজকাল
ইনকিলাব
TICKETS
REGULAR $50 | VIP $100 | VVIP $200
CONTACT FOR MORE INFO
(516) 830-7403

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য ও বাস্তবতা

৮ পৃষ্ঠার পর

কারাগারে। মামলার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও না আছে তদন্তের অগ্রগতি, না আছে কারাবন্দিদের বিচারপ্রক্রিয়ার গতি।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের প্রসঙ্গ। তবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও হত্যা মামলার সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হয়েছে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্পাদক পরিষদের সভায়। গত ৪ মে মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, ‘‘বর্তমানে ২৬৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা অথবা সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে মামলা চলছে। এটা কীভাবে সম্ভব? এটা আমাদের জন্য অসম্মানের। এটার অর্থ এই নয় যে, কেউ দোষ করেননি। দোষ করে থাকলে সঠিকভাবে মামলা করে শাস্তি দেন এবং আমরা কোনোভাবেই তার পাশে দাঁড়াবো না, যদি সত্যিকার অর্থে সমাজের বিরুদ্ধে বা জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার অবস্থান সেরকম থাকে। কিন্তু আজকে ছয় থেকে সাত মাস হয়েছে, তারা এসব মামলায় পড়েছেন। একটি কদমও এগোয়নি তদন্তের ব্যাপারে। আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের কিছু করার নেই, জনগণের অধিকার আছে মামলা করার’ মেনে নিলাম মামলা করার অধিকার। কিন্তু কোনো আইনের যদি অপপ্রয়োগ হয়, তাহলে কি সরকার কিছু করবে না? সেখানেই আমার বড় প্রশ্ন- যাদের নামে মামলা হয়েছে, সেসব সাংবাদিক একটা ভয়ের মধ্যে থাকেন। তারা ‘মব সন্ত্রাসের’ ভয়ে থাকেন। এ রকম দু-একটা ঘটনা ঘটেছে”

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় ১৩ জন সাংবাদিক গ্রেপ্তারের বিষয়টি উল্লেখ করে মাহফুজ আনাম আরো বলেন, ‘‘কেউ যদি অপরাধ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু আজকে সাত মাস, আট মাস ধরে কারাগারে, তারা জামিন পাচ্ছেন না। তাদের আইনি কোনো প্রক্রিয়া চলছে না, বিচার হচ্ছে না। তাহলে এটা কি চলতে থাকবে? এখন মামলার যে প্রবণতা, তাতে ১০০ জন, ৫০ জন, ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা, তার মধ্যে একজন সাংবাদিকের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। খামোখা একেবারে গণআকারে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ আমি মনে করি এটা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য বিরাট একটা পরিপন্থি ব্যাপার ও এটা ভয়ের ব্যাপার”

চ্যাথাম হাউজের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রসঙ্গ

বুধবার (লন্ডনের চ্যাথাম হাউজের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের ওপর দমনপীড়নের অনেক খবর পাওয়ার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার মতামত জানতে চান সঞ্চালক। জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘‘এটা সত্যি নয়। তাদের জীবনে এত স্বাধীনতা কখনো ছিল না। তারা যা খুশি বলতে পারছে”

আমাদের কথা বলতে দিতে হবে, লিখতে দিতে হবে : মতিউর রহমান চৌধুরী

প্রধান উপদেষ্টা লন্ডনে ‘‘তারা যা খুশি বলতে পারছে” দাবি করলেও মাত্র এক মাস ৮ দিন আগে *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

Drama Circle
New York
নাটক
পাখি
রচনাঃ মনোজ মিত্র
নির্দেশনাঃ জহির মাহমুদ
অভিনয়ঃ
আবীর আলমগীর । কান্তা আলমগীর
চন্দন চৌধুরী । জাফরিন আবেদীন
22 JUNE
SUNDAY, 7:00 PM
Jamaica Center for Arts and Learning (JCAL)
161-04 Jamaica Avenue, NY 11432
Ticket $20 & VIP
Get your tickets in advance.
For more information, Please Call or Text (347) 724-9518
Or message (Abir Alamgir) on Messenger.

কী হতে পারে ইরানে ইসরায়েলি

৪৯ পৃষ্ঠার পর

করে তুলবে বলে শঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

হামলার বিষয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা সংস্থা রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের গবেষক বারকু ওজচেলিক বলেন, 'তেহরানের গভীরে গিয়ে এমন নির্ভুল হামলা ইসরাইলি গোয়েন্দা শক্তি ও সামরিক সক্ষমতার নিদর্শন। এটি ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে স্পষ্ট করেছে। এ হামলাটি কেবল একটি কৌশলগত ক্ষতি নয় বরং ইরানের জন্য এক ভীষণ অপমান।'

পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোর বর্তমান অবস্থা

ইরানের প্রধান সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নাতানজে কংক্রিট ও পাথরের সুরক্ষায় মাটির আট মিটার গভীরে অবস্থিত। হামলার পর সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে এলেও ভেতরের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করতে পারেনি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)। তবে ইসরাইলের দাবি, তারা সেই ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় গুরুতর ক্ষতি করেছে।

ইসরাইল এখনো ইরানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র ফরদোতে হামলা চালায়নি। এটি প্রায় ৯০ মিটার মাটির নিচে অবস্থিত। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের জিবিউ-৫৭/বি 'বাংকার বাস্টার' বোমার দিয়েই এটি ধ্বংস করা সম্ভব।

এদিকে, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ দাবি করছে, তারা কমান্ডো অভিযান ও ড্রোন ব্যবহার করে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসফেজাবাদ এয়ারবেসে হামলা চালিয়েছে।

আকাশে ইসরাইলের আধিপত্য

ইরান পাল্টা ১০০টির বেশি ড্রোন ছুড়েছে। ড্রোনগুলো অত্যন্ত ধীরগতির। সবগুলো ড্রোনই মাঝপথে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইসরাইল ও ইরানের মধ্যবর্তী প্রায় ৭০০ মাইল অতিক্রম করতে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে ড্রোনগুলোর।

তাই ইসরাইলে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে হলে আরো বড় পরিসরে ড্রোন হামলা চালানো প্রয়োজন। এ মুহূর্তে ইসরাইলের আকাশ নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া আধিপত্য দেখা যাচ্ছে।

প্রতিশোধের উপায় কী?

ইরানের হাতে এখনো প্রায় তিন হাজার উচ্চগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তবে কেরমানশাহ অঞ্চলে অবস্থিত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা হওয়ায় এসব অস্ত্রের কার্যক্ষমতা আছে কি-না তা এখনো স্পষ্ট নয়। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, বিকল্প প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ইরান সাইবার হামলা বা ভিন্ন কোনো হামলার পথ বেছে নিতে পারে, যদিও সেগুলো সফল হলেও রাজনৈতিকভাবে হয়তো সমপর্যায়ের জবাব হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো তেহরানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে, কারণ এতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হতে পারে।

আঞ্চলিক মিত্রদের ভূমিকা কম

লেবাননের হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসরাইলের ওপর কোনো হামলা শুরু করবে না। ইয়েমেনের হাউছি বিদ্রোহীরা হাজার মাইল দূরে থাকায় তাদের ভূমিকা সীমিত।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

ইসরাইল এখনো ইরানের দ্বিতীয় বৃহৎ সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র ফরদোতে হামলা চালায়নি। এটি ৮০-৯০ মিটার গভীরে এবং এটি ধ্বংস করতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৪টন ওজনের বাংকার বাস্টার বোমা প্রয়োজন। এ বোমা কেবল মার্কিন বি-২ স্টিলথ বোমার থেকেই ছোড়া সম্ভব।

নাতানজে সফল হামলা মানেই যুদ্ধের সমাপ্তি নয়। ফরদোর মত 'অপ্রবেশযোগ্য' লক্ষ্য, ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা হামলা এবং আন্তর্জাতিক চাপ- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি একটি দীর্ঘ, অনিশ্চিত ও বিস্তৃত যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যার কোনো তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি দেখা যাচ্ছে না।

অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন এক

৫ পৃষ্ঠার পর

উড়োজাহাজের ১১এ আসনের এক যাত্রীকে জীবিত পেয়েছে। ওই যাত্রীর নাম বিশ্বকুমার রমেশ। তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। যেহেতু লোকালয়ে উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছে, তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

বৃহস্পতিবার (১২ জুন) দুপুরে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার মডেলের উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়।

এতে ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, একজন কানাডীয় এবং সাতজন পর্তুগিজ নাগরিক।

সংবাদমাধ্যম জানায়, উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়ে একটি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ওপর গিয়ে পড়ে। এতে ওই কলেজের পাঁচ শিক্ষার্থী নিহত হন। সেসময় হোস্টেলে খাবারা খাচ্ছিলেন শিক্ষার্থীরা।

দুর্ঘটনাস্থলের দৃশ্যে দেখা যায়, উড়োজাহাজের ধ্বংসাবশেষ হোস্টেলের ডাইনিং হলের দেয়াল ভেদ করে ঢুকে পড়ে। কিছু প্লেটের ওপর তখনও খাবার দেখা যাচ্ছিল।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, উড়োজাহাজটি অস্বাভাবিকভাবে নিচুতে উড়ছিল এবং উঁচুতে উঠতে হিমশিম খাচ্ছিল। এরপর স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে এটি মাটিতে আছড়ে পড়ে বিকট বিস্ফোরণে আগুনে পুড়ে যায়। যেহেতু উড়োজাহাজটি লন্ডনের দীর্ঘ রুটে যাচ্ছিল, তাই এতে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি ছিল।

উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই পাইলট 'মে-ডে' সিগন্যাল বা জরুরি সংকেত পাঠান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। এরপর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও আর কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিমান নিরাপত্তা বিশ্লেষক সঞ্জয় লাজার জানান, বিমানটি স্পষ্টতই উচ্চতা অর্জন করতে পারছিল না।

বেশ কয়েকটি ভিডিওতে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দৃশ্যও ধরা পড়েছে। অন্তত দুই ডজন অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে রয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের সড়কে যান চলাচল সীমিত করেছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া পোস্টে জানান, তিনি নিজে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বেসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন এক বিবৃতিতে জানায়, দুর্ঘটনার ঠিক আগে পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়াল এবং ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দার মে-ডে কল পাঠিয়েছিলেন।

কীভাবে বিধ্বস্ত প্লেন থেকে

৫ পৃষ্ঠার পর

আমি বেঁচে গেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি মরতে চলেছি। আমি কোনো মতে চোখ খুলি। সিট বেল্ট খুলে উড়োজাহাজ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি।"

বৃহস্পতিবার (১২ জুন) স্থানীয় সময় দুপুরে আহমেদাবাদে বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পাঁচ মিনিটের মাথায় উড়োজাহাজটি বি.জে. মেডিকেল কলেজের একটি হোস্টেলের ওপর ভেঙে পড়ে। প্লেনটিতে ২৩০ জন যাত্রী ও ১২ জন ক্রু সদস্যসহ মোট ২৪২ জন আরোহী ছিলেন। তাদের মধ্যে ২৪১ জনই মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান রমেশ। এছাড়া যে হোস্টেলের ওপর প্লেনটি আছড়ে পড়েছিল সেখানকার ৫ শিক্ষার্থীও নিহত হন। আহত হয়েছে ৫০ জনের বেশি।

রমেশ জানান, উড়োজাহাজের যে অংশে তার সিট ছিল, সেটি মেডিকেল হোস্টেল ভবনে আঘাত করেনি। উড়োজাহাজের ওই অংশ মাটির কাছাকাছি ছিল।

'আমার দরজাটি ভেঙে পড়েছিল। একটি ছোট জায়গা দেখতে পাই। সেখান দিয়েই আমি উড়োজাহাজ থেকে নেমে আসার চেষ্টা করি।'

রমেশ জানান, চোখের সামনেই ফ্লাইটের ক্রু ও সহযাত্রীদের মরতে দেখেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবারই বিধ্বস্ত উড়োজাহাজ থেকে তার বেরিয়ে আসার পর তার হেঁটে যাওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। দ্রুত অনলাইনে ছড়িয়ে যায় সেটি।

দুর্ঘটনার কবলে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার ওই উড়োজাহাজের একমাত্র জীবিত যাত্রী রমেশ জানান, তার বাঁ হাত পুড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রমেশের অবস্থা খুব গুরুতর নয় এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যানজটে আটকে ফ্লাইট মিস করে প্রাণে বেঁচেছেন যে যাত্রী

পরিচয় ডেস্ক : নির্ধারিত বিমান মিস করায় শুক্রবার দুপুরে হতাশ হয়ে পরেছিলেন পড়েছিলেন বছর তিরিশের ভূমি চৌহান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানান তিনি। আহমেদাবাদ থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী যে বিমানটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিধ্বস্ত হয়, সেই বিমানেই তার যাত্রা করার কথা ছিল। অঙ্কলেশ্বরের বাসিন্দা মিজ চৌহান সড়কপথে আহমেদাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

ভূমি চৌহান বলেন, আমরা সময়মতো আহমেদাবাদ পৌঁছালেও শহরের ট্রাফিক জ্যামের কারণে আমি পাঁচ মিনিট দেরিতে বিমানবন্দরে পৌঁছাই। তাই আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রথমে এই ভেবে খুব খারাপ লেগেছিল যে, টিকিটের টাকা নষ্ট হয়েছে, হয়ত চাকরি হারাতে পারি। কিন্তু এখন আমি কৃতজ্ঞ...টাকা হয়তো নষ্ট হয়েছে, কিন্তু জীবন বেঁচে গিয়েছে।'

পড়াশোনার জন্য যুক্তরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন মিজ চৌহান। বছর দুয়েক আগে ব্রিস্টলের বাসিন্দা কেওয়াল চৌহানকে বিয়ে করেন তিনি। যানজটে আটকে থাকাকালীন অনলাইনে ফ্লাইটের জন্য 'চেক-ইন' করেছিলেন মিজ চৌহান।

তিনি বলেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীরা বলেছিলেন আমি দেরি করেছি। ইমিগ্রেশন হয়ে গিয়েছে, বোর্ডিং প্রক্রিয়াও শেষ। আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি চাকরি হারাতে পারি। টিকিটের টাকাও নষ্ট হবে। কিন্তু কেউ শোনেনি।' এরপর তিনি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যান। ফেরার সময় চা খাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময়েই দুর্ঘটনার খবর পান।

ভূমি চৌহান আরও বলেন, 'আমরা চা খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, কীভাবে টাকা ফেরত পাওয়া যায়। সেই সময় ফোন আসে। জানতে পারি যে আমি যে বিমানটিতে যাওয়ার কথা ছিল, সেটি ক্র্যাশ করেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আহমেদাবাদের ট্রাফিক জ্যাম আমার জীবন বাঁচিয়েছে।' খবর- বিবিসি

চার দেশের পাঁচ লাখ অভিবাসীকে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অভিবাসন মর্যাদা বাতিল করা হয়েছে। অবিলম্বে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে তাদের। এই অভিবাসীরা বাইডেন প্রশাসনের শুরু করা 'মানবিক প্যারোল' কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত ছিলেন, যার আওতায় তাদের দুই বছরের জন্য কাজের অনুমতি এবং নির্বাসন থেকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, 'বাইডেন প্রশাসন আমেরিকান জনগণকে মিথ্যা বলেছে। তারা কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনেজুয়েলা থেকে প্রায় অর্ধ-মিলিয়নের বেশি (যথাযথভাবে যাচাই না করা) বিদেশিকে এবং তাদের পরিবারকে এই ধ্বংসাত্মক প্যারোল কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিয়েছে। তাদের আমেরিকান চাকরির জন্য প্রতিযোগিতার সুযোগ দিয়েছে, যার ফলে আমেরিকান শ্রমজীবীদের ক্ষতি হয়েছে। এমনকি প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও এই কর্মসূচি এগিয়ে নিতে সিভিল সার্ভেন্টদের বাধ্য করা হয়েছে। পরে আবার কংগ্রেসের রিপাবলিকানদের ওপর দোষ চাপানো হয়েছে এই বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের জন্য।'

ম্যাকলাফলিন আরও বলেন, "সিএইচএনভি প্যারোল কর্মসূচি এবং যারা এটিকে অপব্যবহার করেছে তাদের প্যারোল বাতিল করা যুক্তিবাদী নীতিতে, জননিরাপত্তায় এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিতে ফিরে যাওয়ার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।"

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে বাইডেন প্রশাসন এই প্যারোল কর্মসূচি শুরু করে, যার আওতায় প্রতি মাসে লাতিন আমেরিকার চারটি দেশ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথমে ভেনেজুয়েলানদের দিয়ে শুরু হলেও ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে কিউবা, হাইতি ও নিকারাগুয়ার নাগরিকদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মূলত সীমান্তে বেড়ে যাওয়া অবৈধ অনুপ্রবেশ কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কর্মসূচিটি ব্যাপক জালিয়াতির কারণে সমালোচিত হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বহু প্যারোল আবেদনে একই ঠিকানা, ভুয়া সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর ও ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস জানায়, মাত্র ১০০টি ঠিকানার বিপরীতে ১৯,০০০ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে। অনেক আবেদন একই আইপি ঠিকানা থেকে পাঠানো হয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে বাইডেন প্রশাসন কর্মসূচিতে থাকা অভিবাসীদের অস্থায়ী বৈধতা নবায়নের সুযোগ বন্ধ করে দেয়।

ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনেই কর্মসূচি পুরোপুরি বাতিল করেন এবং নতুন কোনো আবেদন গ্রহণ বন্ধ করে দেন। গত মাসে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিবাসীদের 'সিবিপি হোম মোবাইল অ্যাপ' এর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার আহ্বান জানায়। তারা জানায়, এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে অভিবাসীদের দেশে ফেরার জন্য ভ্রমণ সহায়তা ও ১,০০০ ডলারের বোনাস দেওয়া হবে।

৫ মিলিয়ন ডলারে মিলবে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পিত ৫০ লাখ ডলারের মার্কিন রেসিডেন্সি ভিসার জন্য একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এখন থেকে 'ঃৎঁসঢ়পধৎফ.মড়া' ওয়েবসাইটে এই 'গোল্ডেন ভিসা'র জন্য নাম নিবন্ধন করা যাবে।

বিদেশিদের কাছে ৫০ লাখ ডলারের বিনিময়ে 'গোল্ডকার্ড' বিক্রি শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে এই কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন যে কেউ। খবর- আলজাজিরা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১ জুন বুধবার ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর পরিকল্পিত ৫ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন রেসিডেন্সি ভিসার জন্য একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এখন থেকে 'ঃৎঁসঢ়পধৎফ.মড়া' ওয়েবসাইটে এই 'গোল্ডেন ভিসা'র জন্য নাম নিবন্ধন করা যাবে।

অনড় অবস্থানে ট্রাম্প প্রশাসন, দমন

৬ পৃষ্ঠার পর

বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত ৬ জুন শুক্রবার নথিপত্রহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যাপক ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ শুরু হয়। ক্রমে তা অন্য অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সিএনএন জানায়, লস অ্যাঞ্জেলেসে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টম এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) অভিযান ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেনা মোতায়েনেও শান্তি ফেরেনি। নতুন করে নিউইয়র্ক, সিয়াটল, শিকাগো, অস্টিন, লাস ভেগাস, ওয়াশিংটন ডিসিসহ আরও কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আরও ন্যাশনাল গার্ড সেনা ও মেরিন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ৭০০ মেরিন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। আগামী দু'দিনের মধ্যে তাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে মোতায়েন করা হবে। এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়ায় মেরিন ও ন্যাশনাল গার্ডকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারে, তা নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার মামলার বিষয়ে ফেডারেল আপীল আদালত আদালতে ১৭ জুন পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন মেরিন বাহিনী ও ন্যাশনাল গার্ড ব্যবহার করতে পারবে বলে রায় দিয়েছে।

ইরানকে চুক্তির আহ্বান ট্রাম্পের,

৭ পৃষ্ঠার পর

তাছাড়া, হামাসকে অজুহাত বানিয়ে ফিলিস্তিনের গাজায় আগ্রাসনবাদী ইসরায়েল যে হামলা চালাচ্ছে, তার জবাবে ইয়েমেনের হুথি ও লেবাননের হিজবুল্লাহ বিভিন্ন সময় পাল্টা আঘাত করেছে। ইসরায়েল এর পেছনে ইরানের সহায়তা আছে বলে মনে করে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, ভোরে ২০০টির বেশি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ইরানের ১০০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে ৩৩০টিরও বেশি মারণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা করে ইসরায়েল। এতে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) প্রধান কমান্ডার হোসেইন সালামি ও খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের কমান্ডার ঘোলামালি রশীদসহ ৭০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ছয়জন পরমাণু বিজ্ঞানীও রয়েছেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ইরানকে অবশ্যই চুক্তিতে আসতে হবে। যেটিকে একসময় পারস্য সাম্রাজ্য বলা হতো, সেটিকে রক্ষা করো। আর কোনো মৃত্যু নয়, আর কোনো ধ্বংস নয়, এটি করো, নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তিনি এও উল্লেখ করেন, ইরানে ইসরায়েল যে হামলা চালিয়েছে, এই হামলার পরিকল্পনার কথা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন, ইসরায়েলের এই আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী কোনোভাবেই অংশ নেয়নি।

ট্রাম্পকে নিয়ে করা কিছু পোস্টের

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রধান নির্বাহী মাস্ক ট্রাম্পের ব্যাপক কর কাটছাঁট ও ব্যয় সংক্রান্ত বিলের নিন্দা জানিয়ে একে 'বিরক্তিকর জঘন্য বিষয়' বলে মন্তব্য করার পর দু'জনের সম্পর্কের অবনতি হয়।

তবে তারপর মাস্ক ট্রাম্পের সমালোচনা করা বেশ কয়েকটি পোস্ট মুছে দিয়েছেন। এরমধ্যে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসিত করার পক্ষে সমর্থনের ইঙ্গিত দেওয়া একটি পোস্টও আছে বলেছে রয়টার্স।

ধুনকুবের মার্কিন ব্যবসায়ী মাস্কের নিকটজনরা জানিয়েছেন, তার রাগ কমতে শুরু করেছে আর তিনি এই সম্পর্ক মেরামত করতেও চাইতে পারেন।

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
CHURCH MCDONALD 2005 BANGLADESH BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
উদ্বোধন করবেন লায়ন ফজলুল কাদের
প্রতিষ্ঠাতা: ফজলুল কাদের ফাউন্ডেশন
15th Brooklyn Street Fair
McDonald Ave
(Bet. Church Ave & Ave C)
Sunday, June 22
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলীন
পথ মেলা-২০২৫
GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
KARNAFULLY TRAVEL INC
HALAL XPRESS
DESHBANGLA PHARMACY
CARING FRIEND DIRECT
NAZ PHARMACY
HAMZA AUTO REPAIR
Law Office Of Michael Gaai Esq. And Associates, P.C.
Fresh Food
Mohammad Sarwar
Sarwar food Distribution Inc.
Alim Abdul
Ashiana
SOCIAL ADULT DAY CARE
NY INSURANCE BROKERAGE
BUY YOUR DREAM HOUSE
CareGiver Pro Home Care
HHA PCA RN
QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
Mahfuzul Haque
Forhad CPA & Associates
Mohammed Sheikh Forhad
Certified Public Accountant
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
MHC
MARKS HOME CARE
Gold Sponsor
CAREGIVER PRO
(718) 504-8054
122-01 Liberty Avenue
2nd Floor, Richmond Hill
NY 11419
Silver Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM
CEO
Ph: 516-451-3748
Moin Choudhury, Esq.
917-282-9256
ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love & Humanity
Maimonides Health
PROHEALTH HOMECARE
TDS Insurance Brokerage Corp.
118 Beverley Road Brooklyn, NY 11218
ETERNAL
UtshobGroup
Reliable Home Care
Licensed Home Health Care Agency
TEL: 718-785-9700
1st AIDE HOME CARE INC
917-722-0901
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
HALAL XPRESS CHINESE
Send Money To Your Loved Ones
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ
আকর্ষনীয় পুরস্কার
Car Sponsor By: বিশিষ্ট সমাজ সেবক
আব্দুল কাদের মিয়া ও মো: জাফর উল্লাহ
CMBBA
সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশী ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
মইনুল আলম বাপ্পী
347-459-4538
মোহাম্মদ এল আলী
ম্যাগাজিন সম্পাদক
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Rafiqual Islam Patwary
President
917-217-5040
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
ABDUR ROB CHOWDHURY (CHIEF ADVISOR, CMBBA)
NURUL AMIN (ADVISOR, CMBBA), ABUL HASHEM (ADVISOR, CMBBA)
JAHID MINTU (ADVISOR, CMBBA), NURUL AMIN (ADVISOR, CMBBA)
উপদেষ্টা: পথমেলা ২০২৫
সহযোগীতায়:
শাহ নেওয়াজ (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), লুৎফুল করিম, শামসুদ্দিন আজাদ, ফিরোজ আলম, এস এম ফেরদৌস, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জসীম ভুইয়া
Bangladeshi American Friendship Society of New York Inc.

‘সততা, পরিশ্রম আর ভাগ্য সফলতার মূল চাবিকাঠি’, ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত লায়ন শাহ নেওয়াজ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য এবং পরবর্তীতে ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ার বিষয়টি অনুষ্ঠাটিতে বাড়তি অভিনন্দন যোগায়। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানে প্রবাসের ‘একজন সফল মানুষ’ হিসেবে স্বীকৃতি ঘটে ‘শাহ নেওয়াজ গ্রুপ’ এর কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজের।

উডসাইডের কুইন্স প্যালেসেগত মঙ্গলবার (১০ জুন) সন্ধ্যায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি ছিলেন লায়ন শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁর কর্ম জীবনের উপর নির্মিত ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহ নেওয়াজ। এসময় তিনি তার কর্মজীবন ও সফলতার কথা তুলে ধরে বলেন বেশ কয়েক বছর আগে তিনি বাংলাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ফেলে এসে মাত্র ৪২ হাজার ডলার নিয়ে চারজনের পরিবার সহ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং ধীরে ধীরে একাগ্রতার সাথে ব্যবসায় মনোনিবেশ করে সাফল্য অর্জন করেছেন সকলের দোয়া এবং ভাগ্যের বদৌলতে। তিনি সব সময় সত্ ও কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছেন বলেও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন ।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তার সহধর্মীনি সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ। পরবর্তীতে ছিলো একে একে ফুলের শুভেচ্ছার পালা। এতে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাব, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটি, ফুলটন ফ্রেন্ডস সোসাইটি এবং সাপ্তাহিক আজকাল, সাপ্তাহিক নবযুগ, চ্যানেল আই উত্তর আমেরিকা সহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জেএফএম রাসেল, লায়ন রকি আলম প্রমুখ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/সিইও ও পরিচালক ছাড়াও প্রবাসের সকল পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিরল্পী রানো নেওয়াজ, রেশমী মির্জা, কামরুজ্জামান বকুল, কৃষ্ণা তিথি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন বদরুদ্দোজা সাগর ও অনিক রাজ। খবর ইউএনএ’র। একটি মাত্র ছবি ছাড়া সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব ।

www.parichoy.com New York | Vol. 33 | Issue 1633 | Saturday | June 14, 2025

চারটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর

৮ পৃষ্ঠার পর

টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র), যেটা আগে ডিজিএফআই এর অধীনে ছিল, সেটাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরিয়ে আনেন, কিন্তু কার্যত নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখেন। সেনাবাহিনী প্রকিউরমেন্ট চেইনে চঝঙ অঋউ এবং উএ উএউচ-কে নিজের সহযোগী বানিয়ে বড় বড় চুক্তি সম্পন্ন করান।

চারটি পৃথক নেক্সাসের উত্থান

নিরাপত্তা উপদেষ্টার মাধ্যমে চারটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যেগুলো সরাসরি সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র বদলে দেয়।

১। অপরাধ নেক্সাস। নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ডিজিএফআই, এনএসআই এবং জঅড যৌথভাবে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করত। এরপর র্যাব ও পুলিশ সেই টার্গেটদের গুম অথবা বিচারবহির্ভূত হত্যা (এনকাউন্টার) করত।

২। প্রকিউরমেন্ট নেক্সাস। নিরাপত্তা উপদেষ্টা, কিছু বাহিনী প্রধান, চঝঙ অঋউ এবং উএ উএউচ মিলে ঠিক করতেন কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিকে সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটার বিশাল চুক্তি দেয়া হবে। এখানেই মোটা অঙ্কের লেনদেন হতো, যার সুবিধাভোগী ছিল নির্দিষ্ট গোষ্ঠী।

৩। ডি-ফ্যাক্টো কমান্ড নেক্সাস (উববঢ় ঝঃধঃব): নিরাপত্তা উপদেষ্টা, গঝচগ, উএ ঝঝঋ, উএ উএঋও, এবং উএ ঘঝও মিলে তৈরি হয় একটি ছায়া প্রশাসন যারা প্রকৃত নীতিনির্ধারণ, পোস্টিং, প্রমোশন এবং মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। বাহিনী প্রধানদের ক্ষমতা কার্যত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৪। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লেক্স। যুক্তরাষ্ট্রের 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-এর আদলে বাংলাদেশে তৈরি হয় একটি সামরিক প্রকৌশল গোষ্ঠী। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সিনিয়র অফিসার, সেনা কল্যাণ সংস্থা (ঝকঝ), বিএমটিএফ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ঠিকাদারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি অশুভ আঁতাত। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের প্রধান (ঊ-রহ-ঈ) তিন বাহিনীর যাবতীয় নির্মাণ প্রকল্প থেকে কমিশন নিতেন এবং এর একটি বিশাল অংশ নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে দিতেন অথবা নিরাপত্তা উপদেষ্টা মনোনীত ঠিকাদারকে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দিতেন। ইগঞ্চঋ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গউ) নিরাপত্তা উপদেষ্টার পছন্দের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেন যেমন ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ঊঠগ) বা গাড়ির ডিজিটাল রিফ্লেকটিভ নম্বর প্লেট প্রস্তুতকরন । ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের অফিসাররা ডেপুটেশনে গিয়ে সিভিল মেগা-প্রকল্পের নেতৃত্ব দিতে থাকেনড়যেমন মেশিন-রিডেবল পাসপোর্ট, ই-পাসপোর্ট, স্মার্ট আইডি কার্ড, পদ্মা সেতু, হাতিরঝিল প্রকল্প, উড়ালসেতু, জাতীয় মহাসড়ক এবং ভবিষ্যতের টিউব রেলওয়ে প্রকল্প। শুধু প্রকল্পই নয়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসাররা সচিবালয়ে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করেন ঠিকাদারদের প্রকল্প এগিয়ে নিতে, যেখানে বড় অঙ্কের ঘুষ এবং কমিশন ছিল তাদের প্রধান প্রেরণা।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কমিউনিটির ভাঙন

এরমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের মধ্যেও প্রো-বিএনপি এবং প্রো-আওয়ামী লীগ ঘরানার লেজুড় দল তৈরি হয়ে চরম বিভাজন তৈরি করে। নির্বাচনের আগে আগে কিছু গ্রুপ একত্রে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়; কিছু বিএনপিতে। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বা আর্থিক সুবিধা লাভ। জঅঙডঅ (রিটায়ার্ড আর্মড অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন), এক সময়ের নিরপেক্ষ কল্যাণ সংগঠন, দ্রুতই আওয়ামী লীগপন্থী হয়ে ওঠে। মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ডের পর রাওয়াতে যে বিস্ফোরণ হয় তাতে আওয়ামী লীগ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে জেনারেল আজিজ জঅঙডঅ্বর নির্বাচিত সভাপতিকে সরিয়ে নিজের পছন্দের লোক বসিয়ে দেন। এরপর জঅঙডঅ্বর মঞ্চ ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে বক্তব্য প্রচার শুরু হয়। একসময়ের গর্বের 'জঅঙডঅ রিভিউ,' যা আগে সিরিয়াস সামরিক আলোচনার প্ল্যাটফর্ম ছিল, এখন ইউটিউবার, সাংবাদিক আর ব্লগারদের ভরা এক পক্ষপাতদুষ্ট সভায় পরিণত হয়। জঅঙডঅ-র অভ্যন্তরে জুনিয়ররা সিনিয়রদের প্রকাশ্যে অসম্মান করতে শুরু করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষাক্ত গ্রুপ ইমেইল, গুজব এবং চরিত্রহনন রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে ইউটিউব-ভিত্তিক বিভ্রান্তিকর ভিডিও তৈরির একটঙ্কটেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে। কেউ কেউ পুরনো ক্ষোভ মেটাতে, আবার কেউ কেউ আখের গোছাতে সেনা প্রতিষ্ঠান বা সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়াতে থাকেন। ফলে, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক
We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
• Individual Tax Return (All States)
• Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
• Small Business
• Corporate Tax Return
• Partnership Tax Return
• Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
• Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
• Payroll, W-2s, Pay Checks,
• Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
• Corporation
• Small business (S-corp)
• Partnership (LLC/SMLLC)

ইমিগ্রেশন
• Petition for Alien relatives
• Apply for citizenship or Passport
• Affidavit of Support
• Condition Removal on Green Card
• Reentry Permit
• Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
NOTARY PUBLIC
IRS ENROLLED AGENT
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm
Representation taxpayers IRS & State tax audit
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl, Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030

karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
● 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

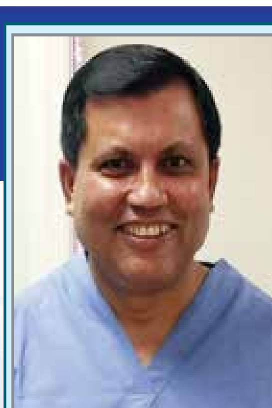

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

লস অ্যাঞ্জেলেসে কারফিউ, আরও

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে এসবের মধ্যেই স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসে বড় বিক্ষোভ হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী অবস্থানের প্রতিবাদে এসব বিক্ষোভ ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নথিপত্রহীন অভিবাসীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রাখার বার্তা দিয়ে বলেছেন, তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস শহরকে 'মুক্ত' করতে চান। এরই মধ্যে শহরটিতে সেনা মোতায়েন নিয়ে মেয়র কারেন ব্যাস ও গভর্নর গাভিন নিউসমের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছেন ট্রাম্প। গতকাল বুধবার বিবিসি জানায়, নিউসম ট্রাম্পের বক্তব্যকে 'গণতন্ত্রের অবমাননা' ও 'ক্ষমতার অপব্যবহার' বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প দাবি করেছেন, শহরটিতে ৪ হাজার ন্যাশনাল গার্ডের সেনা ও ৭০০ মেরিন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সঠিক। এটা তিনি করেছেন 'বিদেশি শত্রুর হাতে' শহর যাতে দখল না হয় সেজন্য। লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ বলছে, শহরটিতে এখনও বেশি কয়েকটি গ্রুপ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর রাবার বুলেট ছোড়ে। বিপুলসংখ্যক বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেলেও পুলিশের পক্ষ থেকে সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি। তবে মেয়র কারেন ব্যাস বলেছেন, কেবল মঙ্গলবারেই প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগের দিন গ্রেপ্তার হন আরও কয়েক ডজন।

লস অ্যাঞ্জেলেসে কারফিউ জারি প্রসঙ্গে মেয়র কারেন ব্যাস বলেন, তিনি লুট ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে চান। বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠা এক কিলোমিটার এলাকায় এ কারফিউ বলবৎ থাকবে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত এ কারফিউ বলবৎ থাকে। মেয়র জানান, সোমবার রাতে শহরের ২৩টি দোকানে লুট হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নথিপত্রহীনদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারণা চালান ডোনাল্ড ট্রাম্প। সে অনুযায়ী ক্ষমতায় গিয়ে অভিবাসনবিরোধী নানা পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন। শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক ধরপাকড়। লস অ্যাঞ্জেলেসের বিক্ষোভকারীরা মূলত এ ধরপাকড়েরই বিরোধিতা করছেন। ডেমোক্র্যাটশাসিত অঙ্গরাজ্যটির বিক্ষোভ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

জর্জিয়ার আটলান্টায় শত শত মানুষ ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। সেখানে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। বিক্ষোভ হয়েছে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে। সেখানে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে আসেন। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সম্ভাব্য বিক্ষোভ মিছিলের আগাম খবর পেয়ে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট ন্যাশনাল গার্ডের সেনাদের অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করেছেন। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি বা কারও সম্পত্তির ক্ষতি করা হলে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। বিক্ষোভ হয়েছে শিকাগোতেও। দ্য গার্ডিয়ান অনলাইন জানায়, শিকাগোর অভিবাসন আদালতের বাইরে লোকজন জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। তবে সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের খবর মেলেনি।

কাশ্মীর নিয়ে ট্রাম্প মধ্যস্থতা

৬ পৃষ্ঠার পর

দেশের নেতারা যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, ট্রাম্প সেটার প্রশংসা করেছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের দুজনের সঙ্গেই কাজ করতে আগ্রহী, যেন কাশ্মীর বিরোধ নিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছানো যায়।'

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের ওয়াশিংটন সফর প্রসঙ্গে ব্রুস জানান, প্রতিনিধিদলটি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন আন্ডার সেক্রেটারি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যালিসন হুকার। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা এবং চলমান যুদ্ধবিরতির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়গুলো উঠে আসে।

ব্রুস বলেন, 'আমরা জানি যে উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যান্ডাউ গত সপ্তাহে ভারতের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিনি সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত সমর্থনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট মহলে নিজেদের অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরার জন্য সম্প্রতি একটি ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তান। তারা ইসলামাবাদ-নয়াদিল্লির মধ্যকার উত্তেজনা কমাতে এবং কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছে। পাশাপাশি ভারতীয় লবির প্রভাব মোকাবিলার চেষ্টা করছে।

গত সপ্তাহে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, 'তারা আমাকে কোনো কৃতিত্ব দেয় না। কিন্তু অন্য কেউ এটা থামাতে পারত না।' ট্রাম্প এখানে ভারতের অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যস্থতার জন্য ভারত সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার কথা স্বীকার করেনি। তবে পাকিস্তান মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে।

ইরানে ইসরায়েলের হামলায় ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বিগত পাঁচজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের চাপের মুখেও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে কান্ট্রিম্যান সন্দেহ প্রকাশ করেন, এই সপ্তাহে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে ট্রাম্প আদৌ নেতানিয়াহুকে নিরুৎসাহিত করেছেন কি না। বরং তিনি আশঙ্কা করছেন, ট্রাম্প হয়তো ইরানের ওপর আরও হামলার হুমকি দিয়ে আলোচনায় সুবিধা আদায় করতে চাইছেন।

যদি তাই হয়ে থাকে, তবে সেটা হবে খুবই ভুল এবং বিপজ্জনক কৌশল, বলেন কান্ট্রিম্যান। তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহু চাইছেন, ইরান যেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি বা স্বার্থে আঘাত হানে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়ে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে এবং ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে।

'আমরা সব জানতাম', ইরানে

৭ পৃষ্ঠার পর

কিলোমিটার দূরে নাতাঞ্জ পারমাণবিক স্থাপনায়ও হামলা চালানো হয়। এদিন ইরানের কয়েক ডজন রাডার ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি করেছে ইসরায়েল।

১২ জুন বৃহস্পতিবার রাতের হামলায় ইসরায়েলের প্রায় ২০০টি যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল বলে জানান দেশটির সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফিন দেফরিন। তিনি বলেন, আট শহরে শতাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে। পরে ইরানের সংবাদমাধ্যম নুরনিউজ জানায়, তেহরানের আবাসিক এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ৭৮ জন নিহত ও ৩২৯ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন পরমাণুবিজ্ঞানী রয়েছেন।

শুক্রবার ১৩ জুন সন্ধ্যায়ও ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাবরিজ শহরসহ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালায় ইসরায়েল। এদিন ইরানের ফোরদো পারমাণবিক স্থাপনার কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে জানিয়েছে ইরানের বার্তা সংস্থা ফারস নিউজ। পরে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম বলেছে, ইসরায়েলের দুটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে তারা।

চীনা শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়ার

৫৪ পৃষ্ঠার পর

চুক্তির অংশ হিসেবে, চীন যদি বিরল খনিজ এবং চুম্বক জাতীয় উপকরণ সরবরাহে রাজি হয়, তাহলে চীনা শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার অনুমতি পাবে।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন,'আমরা পাচ্ছি ৫৫ শতাংশ শুল্ক, চীন পাচ্ছে ১০ শতাংশ। আমাদের সম্পর্ক দারুণ!'

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার বরাতে জানা গেছে, এই চুক্তির আওতায় চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সর্বমোট ৫৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক। ২০ শতাংশ ফেন্টানিল পণ্য পাচারের জন্য। আর আগে থেকে আরোপ করা আছে ২৫ শতাংশ শুল্ক। অন্যদিকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে চীন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ পোস্টে আরও জানান, এই চুক্তি তাঁর ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

ট্রাম্প বলেন, 'চুম্বকসহ যেসব বিরল খনিজ রয়েছে, সেগুলো চীন আগে সরবরাহ করবে। তেমনি আমরা চীনকে প্রতিশ্রুত সুবিধাগুলো দেব। যার মধ্যে চীনের শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগও থাকবে।'

মঙ্গলবার (১০ জুন) যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কর্মকর্তারা জানান, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যবিরোধ নিরসনে একটি কাঠামোগত সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে। এর আওতায় চীন বিরল খনিজের ওপর থেকে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে দুই দেশের বাণিজ্য উত্তেজনা কতটা প্রশমিত হবে, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত নন।

লন্ডনে দুই দিনের আলোচনা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক সাংবাদিকদের বলেন, জেনেভায় গত মাসে হওয়া প্রাথমিক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্য চুক্তি বাস্তব কাঠামো পেয়েছে।

ল্লেখ্য চীনের পক্ষ থেকে বিরল খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপের ফলে আগের বাণিজ্য চুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনও চীনের ওপর পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। সেমিকন্ডাক্টর সফটওয়্যার, বিমান ও বিভিন্ন উচ্চপ্রযুক্তি পণ্যের রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

ট্রাম্পের এই শুল্কনীতি আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি করেছে। বড় বড় সমুদ্রবন্দরে দেখা দিয়েছে পণ্যজট ও সরবরাহব্যবস্থায় বিভ্রান্তি। এর ফলে একদিকে এসব পণ্যের চাহিদা ও বিক্রি কমে গেছে, অন্যদিকে উৎপাদন খরচ বেড়েছে বহুগুণ। পরিণতিতে বিশ্বজুড়ে বহু কোম্পানি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। সূত্র: রয়টার্স

আগে মেম্বার ইলেকশনে জিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

পোস্টে মন্তব্য করেছেন এনসিপির নেতা নাসীরুউদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি তার মন্তব্যে স্যাটায়ার হিসেবে লেখেন, 'হাসনাত, ভোটে জেতা এতো সহজ? মেম্বার ইলেকশন করলেও তো জিতবা না। আগে মেম্বার ইলেকশনে জিতে দেখাও।'

নাসীরুউদ্দীন পাটওয়ারীর ওই মন্তব্যের জবাবে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আপনাদের সরকারকে মেম্বার ইলেকশন দিতে বলেন আগে।' তাদের এই কথপোকথনে অনেকেই নানা মন্তব্য করেন।

পোস্টে সরকারের উদ্দেশে এনসিপির এই নেতা বলেন, 'কিন্তু হতাশার বিষয় বৈঠকে নির্বাচনের মাস ও তারিখ যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বিচার ও সংস্কার সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। এই সরকার শুধুমাত্র নির্বাচন দেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো রূপ নয় বরং একটি অভ্যুত্থানের উপর দাঁড়িয়ে, দেশের মানুষের অসংখ্য ত্যাগের উপর দাঁড়িয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কাছে দায়বদ্ধ একটি অন্তর্বতীকালীন সরকার।'

'জুলাই মাসের মধ্যে জুলাই ঘোষণা পত্র ও জুলাই সনদ, মৌলিক সংস্কার, দৃশ্যমান বিচার এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন নির্বাচনের পূর্বশর্ত।'

'জুলাই সনদের পূর্বে নির্বাচনের মাস আর তারিখ নিয়ে কথা বলা অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান দায়বদ্ধতা ভুলে যাওয়ার নামান্তর। সনদ রচনার পরেই নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা চূড়ান্ত হওয়া উচিত।'

সারা দেশে চাঁদাবাজি ও অনিয়মের বিষয়ে তিনি বলেন, 'দেশের স্থানীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, প্রশাসনকে প্রভাবিত করা, পেশি শক্তির প্রদর্শনসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের নানা দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান হচ্ছে। এই অবস্থায় অন্তর্বতীকালীন সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা। যেটা নির্বাচনের অন্যতম আরেকটি পূর্বশর্ত।'

হাসনাত বলেন, 'নির্বাচনের মাস এপ্রিল কিংবা ফেব্রুয়ারি যেটাই হোক না কেন, তার চেয়ে মুখ্য বিষয় হচ্ছে নির্বাচনের পূর্বে জুলাই সনদ দৃশ্যমান বিচার এবং মৌলিক সংস্কার গুলো হচ্ছে কিনা।'

সাকিবই বাংলাদেশের সর্বকালের

৫ পৃষ্ঠার পর

ক্রীড়াবিদের নাম নিতে হয়, তবে সেটা হতে হবে সাকিব আল হাসান।

সম্প্রতি কালের কণ্ঠের মাল্টিমিডিয়া বিভাগের আয়োজনে 'অন অ্যান্ড অফ দ্য ফিল্ড' নামের একটি নতুন অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন তামিম। সেখানেই সাকিবকে নিয়ে নিজের ভাবনার কথা অকপটে শেয়ার করেন তিনি। দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে অনেক গুঞ্জন থাকলেও তামিম তা পাত্তা দিতে রাজি নন।

তিনি বলেন, "তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সবসময়ই ইতিবাচক ছিল। অনেকেই বলে আমরা দুজন তারকা, তাই দ্বন্দ্ব হয়েছে। আমি সেটা মনে করি না। এটা তো তখনই হতো যদি আমি নিজেকে সেরা দাবি করতাম। বরং আমি তো বলছি, সাকিবই বাংলাদেশের সেরা। "

তামিম আরও বলেন, "এটা প্রথমবার বলছি না। বরাবরই বলেছিড়বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যদি একজনের নাম নিতে হয়, সেটা হবে সাকিব আল হাসান। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রিকেটের দিক থেকেও সে যেসব অর্জন করেছে, তা অবিশ্বাস্য। এটা স্বীকার না করার কিছু নেই। সম্পর্ক যেমনই হোক, সত্য তো সত্যই। সে সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ক্রীড়াবিদ। "

তামিমের বিশ্বাস, ব্যক্তিগত দূরত্ব একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "আমি কখনো বিশ্বাস করি না যে সম্পর্ক আর কখনও ঠিক হবে না। আমি হয়তো কিছু ভুল করেছি, সেও করেছে।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে

৯ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি নেই। প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব যা বললেন, তাতে বিপত্তি বাধল সবচেয়ে বেশি। তিনি বললেন যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এখন কানাডায় অবস্থান করছেন। কিন্তু এই সময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় জানালেন যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কানাডায় নয়, তিনি লন্ডনে আছেন। একই দিনে কিয়ার স্টারমারের লন্ডনে বিভিন্ন কার্যক্রমও দেখা গেল সেখানকার গণমাধ্যমে। অর্থাৎ প্রেস সচিব অজ্ঞতাবশত অসত্য তথ্য দিয়েছেন। এ রকম তথ্য প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব, যিনি একজন সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার ব্যক্তি, কিভাবে দিলেন? পরবর্তী সময়ে প্রেস সচিব অবশ্য তাঁর বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, একজন ব্রিটিশ এমপি নাকি তাঁকে এ তথ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেস সচিব একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায় কাজ করেছেন। কারো বক্তব্য শুনে সেটি সাংবাদিকদের কাছে উপস্থাপন করাটা কতটুকু যুক্তিসংগত হয়েছে সেই প্রশ্ন রয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর ফলে ড. ইউনূসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইমেজ হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। এই সময়েই বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো খবর প্রকাশ করে যে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ অনিশ্চিত। এর পরপরই গতকাল বৃহস্পতিবার লন্ডনের প্রভাবশালী গণমাধ্যম ফিন্যানশিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মতি জানিয়েছেন। অর্থাৎ এই বৈঠক হচ্ছে না। এ রকম বৈঠক হওয়া না হওয়াটা বড় বিষয় নয়। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং যেভাবে এই বৈঠকের বিষয়টি তুলেছিল, আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে যেভাবে বিষয়টিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

এর মধ্যে একটি বিরাট কূটনৈতিক ভুল-বোঝাবুঝির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহলে কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণায় কোনো রকম যোগাযোগ না করে এই বৈঠকের কথা বলেছিল? বাংলাদেশের একটি দূতাবাস যুক্তরাজ্যে রয়েছে। এটি 'এ' ক্যাটাগরি দূতাবাস। অত্যন্ত দক্ষ, মেধাবী অফিসারদের এই দূতাবাসে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর সেখানে নতুন রাষ্ট্রদূত দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রদূত হিথরো বিমানবন্দরের বোর্ডিং ব্রিজে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে রিসিভ করেছেন। কাজেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি দূতাবাসের সঙ্গে কথা না বলে এই বৈঠকের কথা ঘোষণা করে, সেটি গুরুতর অন্যায় করেছে। আবার যদি ব্রিটেনে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মতি আদায় ছাড়াই কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে থাকে, তাহলে সেটিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এই বৈঠক হলো না কেন? একটি বিষয় তো স্পষ্ট যে এখানে কূটনৈতিক ব্যর্থতা ছিল। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ ধরনের বৈঠকের জন্য যে ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং সময়সূচি চূড়ান্তকরণ করা দরকার সেটি করা হয়নি। হয়তো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. ইউনূসের ইমেজকে পুঁজি করে অতি আশাবাদী হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বকূটনীতি শুধু ইমেজের ওপর চলে না। এখানে কতগুলো নিয়ম-কানুন এবং 'প্রটোকল' মানতে হয়।

প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাজ্য সফরের আগে প্রভাবশালী ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে টিউলিপ সিদ্দিক কিয়ার স্টারমারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন রাজনৈতিক নেতা। দীর্ঘদিন পর লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় আনার পেছনে যেসব নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে টিউলিপ সিদ্দিক অন্যতম। ব্রিটেনে নির্বাচনে বিজয়ের দিন কিয়ার স্টারমারের পাশে যে হাতে গোনা চার-পাঁচজন নবনির্বাচিত এমপি ছিলেন তার মধ্যে টিউলিপ সিদ্দিক একজন। নির্বাচনের পর টিউলিপ সিদ্দিককে তাঁর মন্ত্রিসভায় নেন কিয়ার স্টারমার।

৫ আগস্টের পর যখন তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন রকম সমালোচনা এবং দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তখন এই অভিযোগের মুখে টিউলিপ সিদ্দিক পদত্যাগ করেন। টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করছে। তাঁকে এরই মধ্যে পলাতক ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু টিউলিপ সিদ্দিক দাবি করেছেন যে তিনি দুদকে তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। তিনি পলাতক নন। তিনি যেকোনো আইনি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁর চিঠির ব্যাপারে কূটনৈতিক পন্থা অনুসরণ করেনি। ড. ইউনূসের যুক্তরাজ্য সফরের আগে টিউলিপ সিদ্দিক প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে ভুল-বোঝাবুঝি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি নিজেকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে দাবি করেন। এসব অভিযোগের বিষয়ে তিনি খোলামেলা আলোচনা করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে সময় চান। এটি একটি ব্রিটিশ রীতি। ব্রিটেনের যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি কেউ অভিযোগ উত্থাপন করে তাহলে সরাসরি সেই ব্যক্তি অভিযোগকারীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। দুজন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

আমরা এর আগে দেখেছি যে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। বরিস জনসন নিজেই অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দুই দফা তিনি এ ধরনের বিরোধ আলোচনার টেবিলে মীমাংসা করেছিলেন। তৃতীয় দফায় যখন করোনাকালে তাঁর বাড়িতে করোনা বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে পার্টি আয়োজনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। এ ছাড়া অতীতে মার্গারেট থ্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনিও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেই অভিযোগ খণ্ডন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেন। এটি ব্রিটিশ রাজনীতির একটি চিরায়ত নীতি। আমরা সবাই জানি যে ব্রিটিশ রাজনীতি চলে ঐতিহ্য ও রীতিনীতির ওপর। কাজেই ব্রিটিশ রীতি অনুযায়ী টিউলিপ সিদ্দিক যখন এই চিঠি দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর দল লেবার পার্টির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই তিনি এ ধরনের চিঠি দিয়েছেন।

টিউলিপ সিদ্দিক যতটুকু না শেখ রেহানার মেয়ে তার চেয়ে বেশি হলেন ব্রিটিশ এমপি এবং লেবার পার্টির একজন প্রভাবশালী নেতা। লেবার পার্টি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করেছে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৪০ পৃষ্ঠার পর

ঢাকায় মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় তেমন কোনো তথ্য বা বক্তব্য উঠে আসেনি। বরং সেখানে দৈনিক মানবজমিন-এর প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর বক্তব্যে উঠে আসে সংস্কৃতি উপদেষ্টার সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করার পর তিন সাংবাদিকের চাকরি চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ''যে দেশে প্রশ্ন করার জন্য সাংবাদিকের চাকরি যায়, সে দেশে আমরা মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন করছি। এর দায় সরকারকে দেবো, না কাকে দায় দেবো জানি না। সাংবাদিক ইউনিয়ন কী করছে বা আমাদের সম্পাদক পরিষদ কী করেছে, আমি মনে করি, আমরাও ব্যর্থ হয়েছি। গণমাধ্যম ছাড়া গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব নয়। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে, লিখতে দিতে হবে, প্রশ্ন করতে দিতে হবে। তাহলেই গণমাধ্যম মুক্তির স্বাদ পাবে”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (একাংশ)-এর সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এখন তো ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে মব সন্ত্রাস। কেউ কিছু লিখলে, সেটা তাদের বিরুদ্ধে গেলে কয়েকজন মিলে মব সৃষ্টি করছে। আগে যেমন ডিজিএফআই থেকে ফোন করা হতো, এখন সেখানে এসেছে মব। ফলে পরিস্থিতি বদলায়নি। সরকারও এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতিতে সাংবাদিকদের রাখতে চেয়েছে। সেক্ষেত্রে তো তারা সফল হয়েছে। শুধু তো এখানেই শেষ না, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে, প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বিরুদ্ধে লেখার কারণে চাকরিও হারাচ্ছেন সাংবাদিকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করার কারণেও অনেকের চাকরি গেছে”

কারাবন্দি সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের অবস্থা

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে ১৩ জন সাংবাদিক কারাগারে আছেন তাদের মধ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, একাত্তর টেলিভিশনের তিন সাংবাদিক- সাবেক সিইও মোজাম্মেল হক বাবু, সাবেক বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ ও সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ও উপস্থাপক ফারজানা রুপার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে ডয়চে ভেলের। জানা গেছে, মোজাম্মেল হক বাবু ক্যান্সারে আক্রান্ত। গ্রেপ্তারের কিছুদিন আগে তার অস্ত্রোপচার হয়েছে। গত নভেম্বরে অস্ত্রোপচার পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করানোর কথা ছিল। শ্যামল দত্তের পরিবারের এক সদস্য নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''শ্যামল দত্ত স্লিপ অ্যাপনিয়ায় (ঘুমের সময় সাময়িকভাবে দম বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ জটিল শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ) ভুগছেন। এই সমস্যার কারণে তিনি হৃদরোগ, স্ট্রোক বা জ্ঞানীয় দুর্বলতার মতো কঠিন শারীরিক সমস্যায় পড়তে পারেন। এছাড়া ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চ কোলেস্টেরলসহ একাধিক দীর্ঘস্থায়ী রোগেও ভুগছেন তিনি” তিনি আরো জানান, শ্যামল দত্ত কারাগারে যাওয়ার পর পরিবারের সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে সরকার।

ড. ইউনূসকে দেশের কাজে যুক্ত

৫ পৃষ্ঠার পর

বলেন, তারেক রহমান মনে করেন, জাতীয় স্বার্থে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রয়োজন আছে। যদি জনগণের ভোটে বিএনপি নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে, তাহলে তারেক রহমান সবাইকে নিয়ে কাজ করবেন। তিনি সেটাই উপস্থাপন করেছেন।

এর আগে গত বুধবার লন্ডনে চ্যাথাম হাউসে অনুষ্ঠিত সংলাপে এক প্রশ্নের জবাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নির্বাচনের পর গঠিত পরবর্তী সরকারের অংশ হওয়ার কোনো আগ্রহ তাঁর নেই। তিনি বলেন, 'আমাদের কাজ হলো সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, যা নির্বাচন দ্বারা সম্পন্ন হবে।'

গতকালের বৈঠক সূত্র জানায়, আলোচনায় তারেক রহমান বিএনপির পূর্বঘোষণা এবং ৩১ দফা অনুযায়ী সব দলমতের মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। সেখানে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিকে আগামীর রাষ্ট্র বিনির্মাণে পাশে চান তিনি। তাঁর মতো অন্য যোগ্যদেরও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তারেক রহমান।

নির্বাচনের বাইরে আর কী বিষয়ে আলাপ হয়েছে জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত আলাপে অনেক কিছু উঠে এসেছে। যেটা জেনেছি, খুবই ফলপ্রসূ ও আন্তরিক আলাপ হয়েছে। দেশ নিয়ে গঠনমূলক চিন্তা বিনিময় হয়েছে। কীভাবে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়েও কথা হয়েছে।

হুমায়ুন কবির বলেন, 'জাতীয় স্বার্থে নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা একটা জায়গায় আসতে পেরেছি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' সংবাদসুত্র দৈনিক সমকাল

কী হতে পারে ইরানে ইসরায়েলি

৫ পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। কারণ এই ইউরেনিয়ামের মাধ্যমে ইরান তার অস্ত্রের মান পরবর্তী ধাপে উন্নীত করতে পারে। তেহরান ট্রাম্পের এই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, এটি 'আপসের যোগ্য নয়'।

ইরানীয় 'অক্টোপাস' ধ্বংসে নেতানিয়াহুর দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার ছিল। অক্টোপাস মানে হলো, ইরানের আঞ্চলিক বড় নেটওয়ার্ক যেখানে যুক্ত গাজার হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার সাবেক নেতা বাশার আল আসাদের শাসন এবং ইয়েমেনের হুতিরা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েল হামলার পর ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ইরানের এই নেটওয়ার্কের ক্ষমতা একের পর এক হ্রাস করছে। এখন নেতানিয়াহু সেই অক্টোপাসের মাথা কেটে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছেন।

দূরত্ব বজায় রাখছেন ট্রাম্প

ইরানে সামরিক হামলায় অংশ নিতে নেতানিয়াহু ইতোপূর্বে ওয়াশিংটনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এতে সায় দেননি, বরং তারা মনে করেছেন, এতে যুক্ত হওয়ার মানে হলো মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি যুদ্ধ লাগানো। বিশেষত ইরাক যুদ্ধের ধাক্কা এবং আফগানিস্তানে ব্যর্থতার উপলব্ধি ছিল। ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে রাখছেন।

প্রথমত, ২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয়কালে নেতানিয়াহুর জো বাইডেনকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর বিষয়টি ট্রাম্প ভোলেননি। দ্বিতীয়ত, নেতানিয়াহুর সঙ্গে তিনি এ মুহূর্তে খুব ঘনিষ্ঠ হতে অনাগ্রহী এ জন্য, এতে তেলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন হবে। ট্রাম্প সম্প্রতি ইসরায়েলকে উপেক্ষা করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, কাতার ও আরব আমিরাত সফর করেন।

এই সপ্তাহে ট্রাম্প নিশ্চিতভাবেই সতর্ক করেছেন, নেতানিয়াহু যেন এমন কিছু না করেন, যা ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক কর্মসূচির আলোচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তিনি চুক্তিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, যেখানে নিজেকে শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে প্রমাণ করতে পারেন, যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে তা সেভাবে সম্পন্ন করতে পারেননি। পারমাণবিক আলোচনা যেহেতু এক কানাগলিতে প্রবেশ করেছে, সে জন্য নেতানিয়াহু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটাই আক্রমণের মোক্ষম সময়। ট্রাম্প প্রশাসন আক্রমণ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে এবং বলেছে, এর সঙ্গে তারা যুক্ত নয়। এখন দেখতে হবে ইরান যদি প্রতিশোধ নেয়, তবে ইসরায়েলকে বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসে কিনা।

বৃহত্তর যুদ্ধের মানে কী

ইসরায়েল দেখিয়েছে, ইরানের পরামাণু কর্মসূচি ও সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তারা সক্ষম। যদিও ইরানের নেতৃত্ব অভ্যন্তরীণভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকট মোকাবিলা করছেন; ইরান তার আধুনিক মিসাইল ও ড্রোনের মাধ্যমে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনায় হামলা চালাতে সক্ষম। ইরান চাইলে হরমুজ প্রণালিও বন্ধ করে দিতে পারে, যে পথ দিয়ে বৈশ্বিক তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ২০-২৫ শতাংশ পরিবহন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাশিয়া ও চীন উভয়ের সঙ্গেই ইরানের কৌশলগত সম্পর্ক আছে।

ইরান জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখালে ইসরায়েলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংঘাত সহজেই অনিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে, যদিও কারও তাতে জয়ের সম্ভাবনা নেই। কারণ বড় যুদ্ধ কেবল সংকটে থাকা মধ্যপ্রাচ্যকেই অস্থিতিশীল করে তুলবে না; একই সঙ্গে এটি ভঙ্গুর বৈশ্বিক ভূরাজনীতি ও অর্থনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য আরেকটি যুদ্ধের ভার বহন করতে সক্ষম নয়। পারমাণবিক আলোচনার সময় সে জন্যই নেতানিয়াহু সরকারকে সংযত রাখার ব্যাপারে ট্রাম্প সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কোনো চুক্তি হয় কিনা, তার অপেক্ষায় ছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই চুক্তির ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। পরবর্তী ধাপের আলোচনা সোমবার ওমানে হওয়ার কথা ছিল। ইরান বলেছে, তারা তাতে অংশ নেবে না এবং পরবর্তী নোটিশ পর্যন্ত সব আলোচনা বন্ধ থাকবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যার নাম ছিল দ্য জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্লাব অব অ্যাকশন। নেতানিয়াহু সেই চুক্তিকে 'শতাব্দীর সবচেয়ে বাজে চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ট্রাম্প ২০১৮ সালে নেতানিয়াহুর প্ররোচনায় একতরফ চুক্তিটি বাতিল করেন।

এখন সেই নেতানিয়াহু ইরানে পরমাণু কর্মসূচি থামাতে সামরিক পথ বেছে নিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও বাকি বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হবে এটা দেখার জন্য, দেরি হওয়ার আগেই আরেকটি যুদ্ধ বন্ধ করা যায় কীভাবে।

আমিন সাইকাল: ইমেরিটাস অধ্যাপক, মিডল ইস্টার্ন অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টাডিজ, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের স্ট্র্যাটেজিক ফেলো; দ্য কনভার্সেশন থেকে ভাষান্তর

দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ, গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের চিরশত্রু ইরানের ওপর নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। শুক্রবার (১৩ জুন) রাজধানী তেহরানসহ দেশটির শতাধিক লক্ষ্যবস্তুতে এই হামলা চালানো হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করা এ অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন রাইজিং লায়ন বা জেগে উঠা সিংহ। হামলার মূল কারণই ছিল পশ্চিমাদের ভাষায় ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচির সক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া।

হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যকে একটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে, ইরানও ইসরাইলের হামলার জবাবে 'ট্রু প্রমিস ৩' নামের অভিযান শুরু করেছে।

শুক্রবার ১৩ জুন ইরানের প্রধান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নাতানজ, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা, শীর্ষ কমান্ডার ও পরমাণু বিজ্ঞানীরা হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বলে দাবি করেছে ইসরাইল। এ হামলায় অন্তত ২০০টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয় বলে জানায় ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইসরাইল।

এদিন ভোররাত থেকে একের পর এক বিমান হামলায় প্রথমে ইরানের সামরিক নেতৃত্ব ও গোয়েন্দা কাঠামোতে আঘাত করে। এরপর ধারাবাহিক হামলায় ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং শেষে দেশটির বৃহত্তম ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নাতানজে হামলা চালানো হয়। নাতানজের আংশিক ভূ-উপরিভাগে হওয়ায় সরাসরি আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে ইসরাইল।

গভীর কৌশলগত আঘাত বলছেন বিশ্লেষকরা

হামলায় ইরানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণু বিজ্ঞানীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। এতে দেশটির প্রধান তিন সামরিক কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন সামরিক ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন।

ইরানের অভিজাত বাহিনী ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের (আইআরজিসি) প্রধান হোসেইন সালামি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি, জরুরি কমান্ড ইউনিটের প্রধান জেনারেল গোলাম আলি রশিদ ইসরাইলের বিমান হামলায় নিহত হন।

এছাড়া, ইরানের পরমাণু জ্বালানি সংস্থার (এইওআই) সাবেক প্রধান ফিরেদুন আব্বাসি ও তেহরানের ইসলামি আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ মেহদি তেরাঞ্চিসহ হামলায় দেশটির ছয়জন পরমাণু বিজ্ঞানী প্রাণ হারিয়েছেন। এ ধরনের নেতৃত্বহীনতা ইরানকে কৌশলগতভাবে দুর্বল *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিজের পরিচয়ে বড় হতে চান ওবামা-মিশেলের কন্যারা

পরিচয় ডেস্ক :যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা সাম্প্রতিক বিবাহবিচ্ছেদের গুজব ও পারিবারিক টানাপড়েনের মধ্যেও তাদের কনিষ্ঠ কন্যা সাশা ওবামার ২৪তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন। মিশেল সামাজিক মাধ্যমে একটি পারিবারিক ছবি শেয়ার করে মেয়ের জন্য আবেগঘন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ডেইলি মেইল। ইনস্টাগ্রামে দেয়া পোস্টে মিশেল লিখেছেন, জন্মদিনের শুভেচ্ছা আমার মিষ্টি সাশাকে! বিশ্বাস করতে পারছি না সময় কত দ্রুত চলে গেছে। তুমি যে রকম একজন নারী হয়ে উঠেছো, তাতে আমি গর্বিত। সবসময় ভালোবাসি! ৩২ বছর ধরে বিবাহিত এই দম্পতির সম্পর্ক নিয়ে কয়েক মাস ধরেই মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে নানা গুঞ্জন চলছে। তবে মিশেল গত মাসে 'দ্য ডায়েরি অব এ সিইও' নামের এক পডকাস্টে সরাসরি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, যদি আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে সত্যি কোনো সমস্যা থাকত, সবাই তা জানতেন। উল্লেখ্য, ওবামা দম্পতির বড় মেয়ে মালিয়া ওবামা এখন নিজের পেশাগত পরিচয়ে পিতার পদবি বাদ দিয়ে 'মালিয়া অ্যান' নাম ব্যবহার করছেন। এ বিষয়ে মিশেল বলেন, তিনি মালিয়ার নিজস্ব পথ তৈরি করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং চান তার মেয়েরা নিজেদের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে গুজব আরও বেড়ে যায় মিশেল ওবামার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার কারণে। যেমন- ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শেষকৃত্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি মার্চ মাসের এনবিএ অল-স্টার গেমেও তাদের পারিবারিক উপস্থিতি দেখা যায়নি, যা অতীতে একটি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে এই গুঞ্জনের মাঝে দুই সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্কে এবং তার আগে ওয়াশিংটনে ডিনার ডেটে ওবামা দম্পতিকে একসঙ্গে দেখা গেছে। যদিও সামাজিক মাধ্যম এবং ট্যাবলয়েড সংবাদমাধ্যমে এই দম্পতিকে নিয়ে 'বিচ্ছেদের পথে' এমন শিরোনাম বাড়তেই থাকে। মিশেল সম্প্রতি আরও জানিয়েছেন যে, তিনি এখন থেরাপি নিচ্ছেন। কারণ তিনি জীবনের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করছেন। অন দ্য জে শেঠি পডকাস্টে তিনি বলেন, আমি এখন ৬০ বছরের একজন নারী, একটি কঠিন অধ্যায় পার করে এসেছি। আমার পরিবার অটুট রয়েছে, আমার মেয়েরা স্বাধীন। আমি এখন নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। মিশেল ব্যাখ্যা করেন যে, এখন তিনি অন্য এক রূপে নিজেকে আবিষ্কার করছেন। তিনি বলেন, এখন আর 'আমার স্বামী বা সন্তানদের জন্য আমাকে করতে হবে'- এই অজুহাত নেই। এখনকার প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমার নিজের। তাই থেরাপি নিচ্ছি যেন পুরনো অভ্যাস ভাঙতে পারি, অপরাধবোধ কমাতে পারি এবং নতুন করে নিজেকে গড়তে পারি। তিনি এটাও জানান, তার দুই কন্যা- মালিয়া ও সাশা তাদের 'বিশেষ পরিচয়' থেকে বের হয়ে নিজস্ব পরিচয় তৈরির চেষ্টা করছে। মিশেল বলেন, তারা চায় না মানুষ মনে করুক যে তারা শুধুই সুযোগ পেয়েছে, তারা চায় লোকে জানুক তারা কঠোর পরিশ্রম করছে। তবে মালিয়ার স্টেজনেম ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে মজার ছলে মিশেল বলেন, আমরা দু'জনেই (বারাক ও আমি) ওকে বলেছি- 'তবুও মানুষ বুঝে যাবে এটা তুমিই, মালিয়া'। মালিয়া ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার প্রথম পরিচালিত সিনেমা 'দ্য হার্ট'-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে পারিবারিক টানাপড়েনের গুঞ্জনের মাঝেও ওবামা পরিবার নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করছে- মেয়েদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ককে মূল্য দিয়ে আগাচ্ছে জীবনের নতুন পথে। - ডেইলি মেইল।

'নো কিংস' বিক্ষোভের মধ্যেও জন্মদিনে সামরিক কুচকাওয়াজ আয়োজন ট্রাম্পের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

এই সমাবেশটি সবচেয়ে বড় হবে। তারা আরো বলেন, তারা 'কর্তৃত্ববাদ, কোটিপতি-প্রথম রাজনীতি এবং আমাদের গণতন্ত্রের সামরিকীকরণকে প্রত্যাখ্যান করছেন।'

অভিবাসন অভিযানের ফলে সংঘটিত সংঘর্ষের পর আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে ট্রাম্পের সেনা মোতায়েনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লস অ্যাঞ্জেলেসে আরো হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটনের কুচকাওয়াজ 'অন্য কোনোটির মতো নয়'। তবে বিক্ষোভকারীরা যদি এই প্রদর্শনী ব্যাহত করার চেষ্টা করে তবে 'খুব বড় শক্তি' ব্যবহার করার হুমকি দিয়েছেন।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রদর্শনীটি ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে হামলায় ইসরায়েল কীভাবে আমেরিকান সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেছে তা নিয়ে গর্ব করার একদিন পরেই ঘটতে পারে।

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে এই বিরল সামরিক কুচকাওয়াজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড়। প্রায় ৭ হাজার সৈন্য ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার সময়কার মার্কিন ইতিহাসের ইউনিফর্ম পরে মার্চ পাস্ট করবে।

অ্যাপাচি গানশিপ এবং চিনুক এবং ব্ল্যাক হক পরিবহন চপার সহ ৫০টিরও বেশি হেলিকপ্টারও এতে অংশ নেবে। ২৮টি আব্রামস যুদ্ধ ট্যাঙ্ক এবং ৫৬টি সাঁজোয়া যানসহ প্রায় ১৫০টি সামরিক যানও গর্জন করে পাশ দিয়ে যাবে। প্যারেডটি একটি প্যারাসুট প্রদর্শনের মাধ্যমে শেষ হবে। সেনাবাহিনীর গোল্ডেন নাইটস দলের সদস্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রাম্পকে একটি মার্কিন পতাকা উপহার দেবেন।

প্যারেডটি লিংকন মেমোরিয়াল এবং ওয়াশিংটন মনুমেন্ট সহ ঐতিহাসিক স্থানগুলো অতিক্রম করবে এবং হোয়াইট হাউসের কাছে গিয়ে শেষ হবে।

গত ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর আমন্ত্রণে প্যারিসে ফ্রান্সের বার্ষিক বাস্তিল দিবসের কুচকাওয়াজে যোগদানের পর থেকেই ট্রাম্প প্যারেড আয়োজনে মগ্ন ছিলেন।

তবে ট্রাম্পের বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন, তিনি এই অনুষ্ঠানটি তার অহংকার পুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করছেন। 'নো কিংস' আয়োজকরা বলেছেন, তারা আশা করেছিলেন ১ হাজার ৫শ' টিরও বেশি শহরের লাখ লাখ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেবে। সূত্র : এএফপি।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির কমিটি পূনর্গঠন, দেলোয়ার সভাপতি এনায়েত মুন্সী সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম পুরাতন ও স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র ২০২৫-২০২৬ সালের কার্যকরী কমিটি পূর্নগঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ জুন) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের কার্যকরী ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় এই কমিটি গঠিত হয়। গঠিত কমিটিতে ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার পুনরায় সভাপতি এবং মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন মুন্সী সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

সংগঠনের সভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা সভা সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। সভায় কার্যকরী কমিটি পূর্গঠন ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সভায় সংগঠনটিকে ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী, গতিশীল এবং কার্যকর করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় বিশেষ দোয়া এবং নতুন উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদের নতুন কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সভায় পূনর্গঠিত উপদেষ্ঠা ও কার্যকরী কমিটি নিম্নরূপ:

উপদেষ্টা পরিষদ: প্রধান উপদেষ্টা- এবিএম ওসমান গণি। উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদরুন নূর, রেজাউল করীম চৌধুরী, হাজী শামসুল ইসলাম, মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এমডি কামরুজ্জামান, ডা. টমাস দুলু রায়, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর শাহাদত হাসান, মোহাম্মদ সাদেক, শাহ জে চৌধুরী, ওমর খসরু, মোহাম্মদ মনির হোসেন, সৈয়দ আতিকুর রহমান, জুলকার হায়দার, আপন এইচ ইমাম, মোহাম্মদ কাদের ভূঁইয়া শিশির, মওলানা শহীদুল্লা, বসির সরকার ও মিলি ভূইয়া।

কার্যকরী কমিটি: সভাপতি- মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সিনিয়র সহ সভাপতি- এএফ মিসবাহউজ্জামান, সহ সভাপতি- মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি ও রাসেক মালিক, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন মুন্সী, সহ সাধারণ সম্পাদক- ইসমাইল হোসেন স্বপন, কোষাধ্যক্ষ- আখতার বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- রাশেদুজ্জামান হিমু, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, ক্রীড়া সম্পাদক- সুমন খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- ইকবাল আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- ইফফাত ইয়াসমীন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- নিপা জামান, পরিসি এন্ড এডভোকেসী সম্পাদক- জিল্লুর রহিম, কমিউনিটি আউটরীচ সম্পাদক-শরীফ হোসেন, স্কুল ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- তামান্না আইরিন এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- মহিনউদ্দিন পাটোয়ারী।

কার্যকরী সদস্য: বিলাল আহমেদ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সেবুল মিয়া, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ জে মোল্লা সানী, রিজু মোহাম্মদ, লিটন আহমেদ, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রেজাউল আলম অপু, নওশাদ হায়দার, এস এম সোলায়মান, আলম সরকার, হুমায়ুন আহমেদ, সাইফ আলম, নেছার ভূঁইয়া রাসেল ও আব্দুস সাকুর। খবর ইউএনএ'র।

এসএটি পরীক্ষায় শীর্ষ স্কোর অর্জনকারীদের খান'স টিউটোরিয়াল সম্মাননা দিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এসএটি পরীক্ষায় প্রবাসের অন্যতম পুরাতন ও জনপ্রিয় টিউটোরিং প্রতিষ্ঠান খান'স টিউটোরিয়ালের প্রশিক্ষিত পরীক্ষার্থীরা দুর্দান্ত শীর্ষ স্কোর অর্জন করেছে। অসাধারণ ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে ১২ জুন আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মাননা দিয়েছে খানস টিউটোরিয়াল। দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একাডেমিক উৎকর্ষে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে আসা এই প্রতিষ্ঠানটি আবারও প্রমাণ করেছে তাদের কার্যকর প্রস্তুতি পদ্ধতির সাফল্য।

এসএটি পরীক্ষায় অংশ নেয়া অনেক শিক্ষার্থীই ভালো স্কোর করেছে। তাদের মধ্যে কাইভিরি আর পেয়েছে ১,৫৫০ স্কোর, তানজিল আলী ১,৫২০ স্কোর, রায়ান এ.-১,৪৮০ স্কোর, জামিউল এইচ. ১,৪৫০ স্কোর, ইমরান জেড. ১,৪৫০ স্কোর, সাফির এস. ১,৪৩০ স্কোর, তাসনিম জে. ১,৪৩০ স্কোর, মানহা আই. ১,৪৩০ স্কোর এবং উমনিয়া এ. ১,৪২০ স্কোর অর্জন করেছে।

খান'স্ টিউটোরিয়ালের চেয়ারপার্সন নাঈমা খান জানান, আমাদের টিউটোরিং-এর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছায় বা তা অতিক্রম

করে। খান'স্ টিউটোরিয়ালের সিইও ডা. ইভান খান বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।এই ফলাফল তাদের পরিশ্রম,পরিবারের সহায়তা এবং আমাদের শিক্ষকদের নিষ্ঠার পরিচায়ক।

খান'স টিউটোরিং-এর একজন শিক্ষার্থী তাসিন ডব্লিউ. বলেন, এটা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। কোচিং-এ আমার এসএটি ও এসএইচএসএটি স্কোর অনেক বেড়েছে। একজন অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ের এসএটি প্রস্তুতিতে খানের টিউটোরিয়াল অনেক সহায়তা দিয়েছে। শিক্ষকরা সব সময় পরীক্ষার প্রস্তুতি সহায়তায় পাশে ছিলেন।

এসএটিতে প্রস্তুতির জন্য খান'স টিউটোরিয়াল ফ্রি ট্রয়ালা ক্লাস ও ইভুলেশন পরীক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। আগ্রহীরা বিস্তারিত জানতে ফোন করুন (৭১৮) ৯৩৮-৯৪৫১ নাম্বারে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিয়ানীবাজারবাসীদের উদ্যোগে সাংবাদিক ও লেখক মুস্তাফিজ শফি সংবর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক :নিউইয়র্ক সফররত সিলেটের বিয়ানীবাজারের সন্তান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক মুস্তাফিজ শফি-কে সংবর্ধিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীগণ। এ উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় (৯ জুন) ওজনপার্কের একটি পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহবায়ক মইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিয়ানীবাজার পৌরসভার মেয়র ফারুকুল হক, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আবাদুল মান্নান ও সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাহিদুল ইসলাম এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের প্রমুখ।

মওলানা রশীদ আহমেদের কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া মুনাজাতের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন সারোয়ার হোসেন। এর আগে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম অপু, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কদ্দুস টিটু, সেবুল আহমেদ, হেলাল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফকর উদ্দিন, লুৎফর রহমান, সাব্বির আহমেদ, ইফজাল আহমেদ, নূরুল তালুকদার, নূরুল আম্বীয়া, অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুর নূর প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি মুস্তাফিজ শফি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো ছাড়াও আয়োজক কমিটি ও এসএসসি ৮৭ ব্যাচ নিউইয়র্কের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ তার লেখা দুটি বই উপহার দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা সহ সকল পেশা আর সেক্টর আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। সমাজে ভালো মানুষের অভাব। তারপরও দেশের কিছু কিছু মানুষ শত বাধা-বিপত্তি আর লোভ-ললসার উর্ধ্বে উঠে স্ব স্ব অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ধরে রেখেছেন। লেখক-সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফি তাদেরই একজন। বক্তারা সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফিকে একজন সৎ সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি শুধু বিয়ানীবাজার বা বৃহত্তর সিলেট নয়, তিনি গোটা বাংলাদেশের কৃতি সন্তান। তিনি বিয়ানীবাজারের নিভৃত পল্লীগ্রাম থেকে উঠে এসে ঢাকা তথা জাতীয় পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বক্তারা তার আরো অগ্রগতি, দীর্ঘায়ু ও উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেন। লেখক-সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফি তার বক্তব্যে তাঁকে সম্মানিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বিয়ানীবাজার আমার নাড়ীর টান। সেই বিয়ানীবাজার খুঁজে পেয়েছি নিউইয়র্কে। যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করার সময়ও বিয়ানীবাজার খুঁজে পাই লন্ডনে। যা ঢাকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, লেখা-লেখি আর সাংবাদিকতা আমার নেশা-পেশা। বলেন, লেখা-লেখির মাধ্যমে আমি আমার পূর্বসূরীদের লেগ্যাসি বহন করে চলেছি মাত্র। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নয়। মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা নিয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। খবর ইউএনএ'র।

২২ জুন সিএমবিবিএ'র '১৫তম লিটল বাংলাদেশ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিএমবিবিএ'র নেতৃবৃন্দ জানান, এবারের পথমেলা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং লটারীতে গাড়ীসহ আকর্ষনীয় পুরস্কার, গুণীজন সম্মাননাসহ বিভিন্ন আয়োজনে সাজানো হয়েছে। সিএমবিবিএ'র এবারের পথমেলা আয়োজনে সহায়তা দিচ্ছে 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি'। সিএমবিবিএ'র সভাপতি রফিক পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: মইনুল আলম বাপ্পি ।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি রফিক পাটোয়ারী, পথমেলার আহবায়ক মামুন অর রশিদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: মইনুল আলম বাপ্পি, পথমেলার সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজিম, বাংলাদেশি আমেরিকান ফেন্ডশিপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আজম,বাংলাদেশি আমেরিকান ফেন্ডশিপ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌস, পথমেলার ম্যাগাজিন সম্পাদক আহসান হাবীব।

সংবাদ সম্মেলনে পথমেলার আহবায়ক মামুন অর রশিদ উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, আমরা ইতিপূর্বে ১৪টি পথমেলা 'ব্রুকলিন পথমেলা' নাম দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করেছি।ব্রুকলিন যেহেতু 'লিটল বাংলাদেশ' নামে পরিচিত, এর সেজন্যে সিএমবিবিএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের এই পথমেলার নাম হবে ১৫তম লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা। তিনি আরো জানান, পথমেলায় প্রবাস প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারি শিক্ষার্থীদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। কম্যুনিটির উন্নয়ন ও কল্যাণে নিবেদিত একজনকে প্রদান করা হবে 'আজীবন সম্মাননা'। এছাড়া, প্রতিক'ল পরিবেশ সত্বেও যেসব নারী তার সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে অবদান রাখছেন, পরিবারের ভরনপোষণেও সহায়তা দিচ্ছেন, কমিউনিটি সঠিক ট্র্যাকে পরিচালনায় হাত বাড়াচ্ছেন, তাদেরকেও খুঁজে বের করতে চাই এবং সম্মাননা জানানোর প্রয়াসও রয়েছে। মেলার যাবতীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে। চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এরসভাপতি রফিক পাটোয়ারী উপস্থিত সংবাদকর্মীদের সহায়তা কামনা করেছেন। তিনি বলেন, র‌্যাফেল ড্রয়ে প্রথম পুরস্কার দেয়া হবে একটি আকর্ষণীয় গাড়ি। সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেবেন প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ। মেলার স্টল বরাদ্দ শুরু হয়েছে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার জন্য নেতৃবৃন্দ আহবান জানান। সাধারণ সম্পাদক মো: মইনুল আলম বাপ্পি জানান, গত বছর আবহাওয়া খারাপ থাকায় প্রস্তুতি নিয়েও আমরা মেলা করতে পারিনি। তবে এবারের আয়োজনে চমক নিয়ে আসছি। পথমেলা সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন এবারেরর 'লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা'য় মূলধারার বহু নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। প্রায় ১০০টি স্টল বুকিং সংক্রান্ত বিষয়ও এগিয়ে চলছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই মেলায় ২০-৩০ হাজার মানুষের জনসমাগম হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। মেলায় র‌্যাফেল ড্র'র প্রথম পুরস্কার দেয়া হবে নতুন একটি গাড়ি। আরো প্রায় ২৪টি মূল্যবান পুরস্কার থাকবে ৫ ডলারের র‌্যাফেল ড্র'র। এছাড়া দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা থাকবে মেলা মঞ্চে। উল্লেখ্য, আগামি ১৫ জুন একইস্থানে পথমেলা হবার কথা ছিল বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির আয়োজনে। কমিউনিটির বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সেই কর্মসূচি বাতিল করে ২২ জুনের এই মেলার সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সভাপতি কাজী আজম এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌস।

ওরলান্ডোতে ‘সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব’ এর কমিটি গঠন

পরিচয় ডেস্ক :সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় প্রবাসীদের বসবাস কম বেশী চার দশক । সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় এই চারদশকে নানান সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং সংগঠন গুলো প্রবাসীদের নানান বহুমাত্রিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বসবাসরত নানান স্পোর্টস সংশ্লিষ্ট খেলায়াড়রা দীর্ঘদিন থেকে একটি স্পোর্টস ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীতা বোধ করছিলেন। ওরলান্ডো ব্যাডমিন্টন ক্লাব,বেঙ্গলী টাইগার্স ক্রিকেট টীম দীর্ঘদিন থেকে নানা ইভেন্ট এর আয়োজন করে আসছিল। ওরলান্ডো ব্যাডমিন্টন ক্লাব সফলভাবে ৫ বার ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়েজন করে প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেটা আনঅফিশিয়াল এই স্পোর্টস একটিভিটি গুলো ধারাবাহিক ভাবে চলমান রয়েছে।

গত ১০ জুন ওরলান্ডোর বোম্বে গ্রীলে দুপুর ৩ টায় সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার স্পোর্টস সংশ্লিষ্টরা এবং বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠকরা এক উন্মুক্ত সভায় মিলিত হন।

ওরলান্ডোর কৃতি খেলোয়াড় শফিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠক রাসেল মিয়ার পরিচালনায় ওরলান্ডোতে স্পোর্টস ক্লাবের প্রয়োজনীতা নিয়ে সভায় ব্যাপক আলাপ আলোচনা হয়। উন্মুক্ত সভায় সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উন্মুক্ত সভায় আলোচনা করেন, আমিন হক, নান্টু চৌধুরী, সাদ জামান আপেল, সাংবাদিক জুয়েল সাদত, সাইফুল সরকার,, রোমেল হোসেন, জেসন চৌধুরী তাহের, রকিবুল আলম, কোচ মাইকেল, বাবুল হাই, আনোয়ার হোসেন সেন্টু, জনাব আসিফ, বাহার হোসেন।

সভায় ব্যাপক আলোচনার পর সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক এর পুর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয় ।সভাপতি,শফিক চৌধুরী, সহ সভাপতি রাসেল মিয়া, জামাল শাহ, মুরাদ হোসেন, আতাউর রহমান, নাহিদ এহসান সিপিএ ।

সাধারণ সম্পাদক বাহার হোসেন, জয়েন্টে সেক্রেটারী রকিবুল হাসান আলম, মহসিন মিয়া, ট্রেজারার ইমরান হোসেন, সহকারী ট্রেজারার কাজী নাহিদ, স্পোর্টস সেক্রেটারী মনো রহমান বাচ্চু, ওর্গানাইজিং সেক্রেটারী মাসুম রেজা উদ্দিন, সহকারী ওর্গানাইজিং সেক্রেটারী শাহজামাম টুটুল, মিডিয়া সেক্রেটারী জুয়েল সাদত, ফুটবল সেক্রেটারী রন্জু, ক্রিকেট সেক্রেটারী সাইফুল সরকার, ব্যাডমিন্টন সেক্রেটারী ওমর ফারুক, কমিউনিকেশন সেক্রেটারী রাশু, ইন্টাটেইনমেন্ট সেক্রেটারী দীপ, কোচ লি, কোচ মাইক, স্পোর্টস সেক্রেটারী রিয়াজ ।

এডভাইজার হিসাবে মনোনীত হয়েছেন সাইফুল ভুইয়া, বাবুল হাই, আনোয়ার হোসেন সেন্টু, ফখরুল আহসান শেলী, আমিন হক, আশিক চৌধুরী মুন্না, জিল্লুর সৈয়দ, শিপু খন্দকার, মো : হোসেন শাহিন, নাজিমুল্লাহ লিটন, সানসুদ তোহা, আজম চৌধুরী, মারুফ আহমদ, জেসন চৌ তাহের, রোমেল হোসেন, ইউনুস হোসেন, মোহামদ চৌধুরী মুনা, ইলিয়াস ঠাকুর, হাসান মাহমুদ।

সভায় আলাপ আলোচনায় সবাই একমত হল সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ই হবে সব গুলো ইভেন্ট পরিচালার মুল সংগঠন। স্পোর্টস ক্লাবই সব খেলাধুলার পেরেন্টস অর্গানাইজেশন হিসাবে কাজ করবে।

সভাপতি শফিক চৌধুরী এবং সেক্রেটারী বাহার হোসেন সংগঠন কে কার্যকর করতে এডভাইজার বোর্ডের পরামর্শ নিবেন এবং গতিশীলতা আনতে কাজ করবেন। - জুয়েল সাদাত প্রেরিত

ইসরায়েলের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক

৭ পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চলছিল। সে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে বাকাই বলেন, অপর পক্ষ (যুক্তরাষ্ট্র) এমনভাবে আচরণ করেছে, যা সংলাপকে অর্থহীন করে তুলেছে।

আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, একদিকে আপনি আলোচনার দাবি করবেন, আর অন্যদিকে জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠীকে (ইসরায়েল) ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালাতে দেবেন ড়তা তো হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুন শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে ইরানের রাজধানী তেহরানসহ অন্তত ৮টি শহরে বড় ধরনের বিমান হামলা করে ইসরায়েলের বিমানবাহিনী (আইএএফ)। এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৭৮ জন এবং আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৩০০।

ইরানের পরমাণু প্রকল্প ও সামরিক বাহিনীর স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছিল। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, হামলায় ইরানের অন্তত ১০০টি স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এরপর ১৩ জুন শুক্রবার মধ্যরাতে ইসরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আবিবসহ অন্যান্য শহরে হামলা চালায় ইরান। এতে আহত হয়েছেন অন্তত অর্ধশত ইসরায়েলি। নিহত হয়েছেন ৩ ইসরায়েলি নারী। খবর আল জাজিরার।

নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র “Hope Never Dies”-এর প্রিমিয়ার ২০ জুন

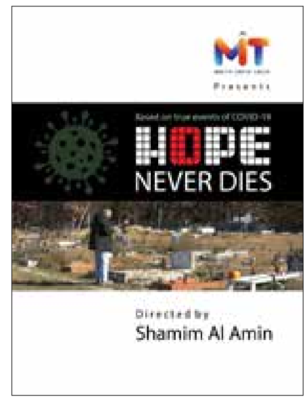

পরিচয় ডেস্ক : কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিউইয়র্কের বাস্তবতা ও মানবিক বিপর্যয়ের কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রামাণ্যচিত্র “Hope Never Dies”। নিউইয়র্ক ছিল মহামারির সময়ে অন্যতম বিপর্যস্ত শহর। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই প্রামাণ্যচিত্রের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২০ জুন, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭:৩০টায়, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে (ঠিকানাঃ 37-06 77th St, Jackson Heights, NY 11372)। এই আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত।

প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ, গবেষণা, পরিকল্পনা ও স্ক্রিপ্ট লিখেছেন প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক ও নির্মাতা শামীম আল আমিন। ৪২ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই কাজটিতে নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে কোভিড-১৯ এর সময়ের ভয়াবহতা, মানুষের লড়াই, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও মনোবলের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রামাণ্যচিত্রে যাদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার রয়েছে, তারা হলেন সাবেক কলেজ প্রিন্সিপাল, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রানা আহমেদ, শিক্ষক, গায়িকা ও থিয়েটারকর্মী মিলাদুন অ্যানি, ইউনিসেফের টিকাদান বিষয়ক সিনিয়র অ্যাডভাইজর ডা. আনিসুর রহমান সিদ্দিকী, ক্রিডমোর সাইকিয়াট্রিক সেন্টারের চিফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. মুনিবুর আর খান, অ্যালমহার্স্ট হাসপাতালের এটেনডিং ফিজিশিয়ান ডা. মিতা চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মালেক, মেটা ইনফো টেক (এমআইটি) ফাউন্ডার ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী, নিউইয়র্কের স্কুলের শিক্ষক সহকারী, আবৃত্তিশিল্পী ও থিয়েটারকর্মী শুক্লা রায়, ইউএস পোস্টাল সার্ভিস কর্মরত ও আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সংগীতশিল্পী মেলাল শাহ, নিউইয়র্ক সিটির প্যারামেডিক মোতাসিম “বিল” হোসেন, সাবেক স্কুল শিক্ষক নাসিম বানু চাঁপা, ইয়েলো ক্যাব চালক আব্বাস আলী এবং হাইস্কুল শিক্ষার্থী গুঞ্জরি সাহা। উদ্বোধনী ও সমাপনী আবৃত্তি করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। ধারাবর্ণনায় ছিলেন শামস উজ জোহা। টাইপোগ্রাফি ও পোস্টার ডিজাইনে ছিলেন মামুন হোসাইন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন স্বপ্নীল সজীব এবং সংগীতায়োজনে ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী জিতু। এই প্রামাণ্যচিত্রের দৃশ্যধারণ করেছেন শফিকুল ইসলাম সাবু, শামীম আল আমিন ও শেখ তানভীর আহমেদ। গ্রাফিক্স, সম্পাদনা ও সংগীতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। সিনে হাউজ মিডিয়া ছিল কারিগরি সহায়তায়। প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণে অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দিয়েছে নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেটা ইনফো টেক (এমআইটি)।

প্রামাণ্যচিত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতির কথা এলেও এটি মূলত নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে। নির্মাতারা জানিয়েছেন, নিউইয়র্কে প্রিমিয়ারের পর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এটি প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। “Hope Never Dies” শুধু একটি প্রামাণ্যচিত্র নয়, বরং এটি এক ভয়াবহ সময়ের জীবন্ত দলিল এবং মানুষের অদম্য আশা ও বেঁচে থাকার প্রতীক।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি হলে শাকিব খানের ‘তান্ডব’র শুভ মুক্তি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ছবিটির মুক্তি উপলক্ষ্যে আয়েজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন উত্তর আমেরিকায় ছবিটির পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিএফও নওশাবা রুবনা রশীদ। উল্লেখ্য, ‘তান্ডব’ উত্তর আমেরিকায় বায়োস্কোপ ফিল্মসের ৫০তম পরিবেশনা। এজন্য সংবাদ সম্মেলনে কেক কাটা হয়। সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরায় বুধবার (১১ জুন) বিকেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নওশাবা রুবনা রশীদ তার বক্তব্যের শুরুতেই শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ শারীরিকভাবে অসুস্থ, তার জন্য সবার দোয়া চাই।

সংবাদ সম্মেলনে নওশাবা রুবনা রশীদ বলেন, বায়োস্কোপ ফিল্মস ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলা ছবি প্রদর্শন করে। তবে সেই সময় আর এখনকার সময় এখন নয়, পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। তিনি বলেন, সামার বা গ্রীষ্মকালে আমেরিকায় বিশেষ করে নিউইয়র্কে বাংলা ছবি চালানোর জন্য সিনেমা হল বা থিয়েটার পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ জুন থেকে আগস্ট এই সময় হলিউডের বিশাল বাজেটের ছবি সহ ডিজনির জনপ্রিয় ছবিগুলো মুক্তি পায়। এছাড়া ভারতের হিন্দি, তামিল, মারাঠি সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার নামকরা ছবিগুলো একই সাথে মুক্তি পায়। তাই এই সময় বাংলা সিনেমার জন্য হল পাওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তারপরও কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও ১৩ জুন শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি সিনেমা হলে ‘তাণ্ডব’ মুক্তি পাবে। পরের সপ্তাহ থেকে নতুন করে আরো ২০টি সিনেমা হল যুক্ত হলে ‘তান্ডব’ সিনেমার প্রদর্শনী বাড়বে। তিনি বলেন, ‘তাণ্ডব’ সিনেমাটি আগামী ৪/৫ সপ্তাহ পর্যন্ত দর্শকদের হলে ধরে রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। এরপর দর্শকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদর্শনী অব্যাহত রাখা হবে। তিনি বলেন, তান্ডব ছবিটি পর্যায়ক্রমে ইউরেপ, আমেরিকা ও কানাডার অর্ধ শতাধিক সিনেমা হলে মুক্তি পাবে। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই ‘তান্ডব’ সিনেমার প্রমোশন দেখানো হয়। এরপর বায়োস্কোপ ফিল্মসের ৫০তম ছবি মুক্তি উপলক্ষে কেক কাটা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংশ্লিষ্টরা। এসময় সাংবাদিক, শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক এবং বায়োস্কোপ ফিল্মসের ডিজিটাল কনসালটিং পার্টনার ‘কোলাহল’-এর কর্ণধার তানভির তারেক সহ ফারজানা, নির্মাতা-কোলিওগ্রাফার পিয়াল হোসেন, ‘লাক্স সুন্দরী’ অভিনেতা-মডেল মিলা হোসেন, ইউটিউবার এফএ ফারহানা আকতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন সাংবাদিক শামীম আল আমীন। এক প্রশ্নের উত্তরে নওশাবা রুবনা রশীদ বলেন, শাকিব খানের ছবি মানেই বড় বাজেটের ছবি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকেও সবসময়ই একটু বড় পরিসরেই ভাবতে হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঈদ উপলক্ষে এটি এবারের ঈদের সবচেয়ে বড় বাজেট ও তারকাবহুল সিনেমা। ছবিটির মূল চরিত্রে রয়েছেন শাকিব খান। তার সাথে দেখা যাবে আফজাল হোসেন, জয়া আহসান, সাবিলা নূর, শহীদুজ্জামান, ফজলুর রহমান বাবু, সুমন আনোয়ার, সিয়াম আহমেদসহ একাধিক তারকা। সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্বে শাকিব খানের অধিকাংশ ছবি বলিউডের ছবির সাথে মিল থাকা না থাকা, বিদেশী নয় দেশীয় নিজস্ব গল্প-কাহিনীর ছবির অভাব, বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার পোষাকও নকল, যুক্তরাষ্ট্রে ছবি পরিবেশনের ক্ষেত্রে বায়োস্কোপ ফিল্মসের নীতিমালা কী, বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্ম সহ আমেরিকান দর্শকদের কিভাবে বাংলা ছবির প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ছবির বাজার/চাহিদা কেমন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ছবি পরিবেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার থেকে কোন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় কিনা বা সরকারের কোন চাপ থাকে কিনা? প্রভৃতি বিষয় স্থান পায়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন সিনেমাস ও শোকেস ফারিমংডেল এবং লস এনজেলেসের লেমলি নর্থ হলিউডসহ ভার্জিনিয়া, বোষ্টন, সান ফ্রানসিসকো, শিকাগো এবং ডালাসের প্রেক্ষাগৃহে মক্তি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, রায়হান রাফির গল্প ও তার পরিচালনায় ‘তান্ডব’ ছবিটি এবারের ঈদুল আজহায় বাংলাদেশে মুক্তি পেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একটি টেলিভিশন চ্যানেলে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়া গল্প নিয়ে তৈরী হয়েছে তান্ডব। ছবিটিতে শাকিব খান নিজেকে নতুনভাবে আবিবষিাকৃত করেছেন। যৌথভাবে ছবিটির চিত্রনাট্য করেছেন আদনান আদিব খান ও রায়হান রাফি। আর প্রযোজনা করছে আলফা আই ও শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস। খবর ইউএনএ’র।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK Issue 1633, Saturday, June 14, 2025

‘নো কিংস’ বিক্ষোভের মধ্যেও জন্মদিনে সামরিক কুচকাওয়াজ আয়োজন ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ৭৯তম জন্মদিনে ওয়াশিংটনে একটি বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে সভাপতিত্ব করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশব্যাপী ‘নো কিংস’ বিক্ষোভের মধ্যে তার দ্বিতীয় মেয়াদে শনিবার তিনি সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করছেন।

মার্কিন সেনাবাহিনীর ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অনুষ্ঠানে প্রায় ৭ হাজার সৈন্য এবং কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক এবং হেলিকপ্টার রাজধানী

জুড়ে মহড়ার মাধ্যমে ট্রাম্পের দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের কুচকাওয়াজ বাস্তবায়িত হবে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠানের জন্য ৪৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে।

একই সময়ে, আয়োজকরা ট্রাম্পের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে যা বলছেন তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তথাকথিত ‘নো কিংস’ আন্দোলনের প্রতিবাদ আশা করা হচ্ছে।আয়োজকরা জানিয়েছেন, জানুয়ারিতে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

‘সততা, পরিশ্রম আর ভাগ্য সফলতার মূল চাবিকাঠি’, ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত লায়ন শাহ নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী লায়ন শাহ নেওয়াজ লায়ন ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর টু এর সেকেন্ড ভাইস-গভর্নর নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর সম্মানে আয়োজিত ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ পার্টিতে সর্বস্তরের

প্রবাসীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত হলেন। বর্ণাঢ্য আর ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে সংবর্ধিত শাহ নেওয়াজ জানালেন তার কর্মজীবনের সফলতার কথা। তিনি বলেন- ‘সততা, পরিশ্রম আর ভাগ্য এই তিনটি বিষয় তার সফলতার মূল চাবিকাঠি।’ তিনি বলেন, আমি সব সময় প্রবাসীদের পাশে আছি এবং পাশে থাকবো। পাশাপাশি বাংলাদেশ সোসাইটির এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সবাইকে সোসাইটির পাশে থাকা ও ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি লায়নদের ভোটে শাহ নেওয়ায় লায়ন ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর টু এর সেকেন্ড ভাইস-গভর্নর ॥ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

চীনা শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়ার শর্ত হিসেবে খনিজ সরবরাহ চাইলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটি বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

১৪ জুন শনিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ‘নো কিংস’ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপ ‘কর্তৃত্ববাদী’ উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়ে ১৪ জুন শনিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১ হাজার ৮০০টিরও বেশি বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এদিন ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন। এ অবস্থায় টেক্সাসের সান আন্তোনিওসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছে। এ প্রেক্ষাপটে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বলেছেন, অঙ্গরাজ্যে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

৫ মিলিয়ন ডলারে মিলবে যুক্তরাষ্ট্রের গোল্ডেন ভিসা, ট্রাম্পের ট্রাম্পকার্ড ওয়েবসাইট চালু

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশিদের কাছে ৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ‘গোল্ডকার্ড’ বিক্রি শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে এই কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন যে কেউ।

বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২২ জুন সিএমবিবিএ’র ‘১৫তম লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা’

আগামী ২২ জুন রোববার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত বাঙালি অধ্যুষিত ব্রুকলিনের এলাকায় চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর ১আয়োজনে ৫তম ‘লিটল বাংলাদেশ’ ব্রুকলিন পথমেলা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৯ জুন সোমবার *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

বায়োস্কোপ ফিল্মসের ৫০তম পরিবেশনা যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি হলে শাকিব খানের ‘তান্ডব’র শুভ মুক্তি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ‘মেগাস্টার’ খ্যাত জনপ্রিয় চিত্র নায়ক শাকিব খানের সারাজাগানো বাংলা ছবি ‘তান্ডব’ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মুভি থিয়েটারে মুক্তি পেলো ১৩ জুন (শুক্রবার)। *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

চার দেশের পাঁচ লাখ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক : সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে ‘প্যারোল’ কর্মসূচিতে থাকা পাঁচ লাখেরও বেশি অভিবাসীর অভিবাসন মর্যাদা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনেজুয়েলা থেকে আসা ৫ লাখ ৩০ হাজার অভিবাসীকে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের বৈধ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*